উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

১ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 14 February 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 266

জমজমাট আয়োজন

কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে সম্প্রতি কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপের নাট্য আয়োজনে বেশ সাড়া মিলল। উদ্বোধনী প্রদীপ প্রজ্বলন অনুষ্ঠান স্মরণীয় হয়ে থাকল অঙ্গীকার সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে। কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপের নাট্য প্রশিক্ষণ শিবিরের খাগড়াবাড়ি হরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দিরের ছাত্রীদের পরিবেশন ভালো লেগেছে। এরপর থিয়েটার প্রসেনিয়াম-এর প্রযোজনা উৎপল দত্তের আজকের সাজাহান অবলম্বনে নাটক 'রঙ মাখা মুখ' ছিল বেশ ভালো। সম্পাদনা ও নির্দেশনা অম্বর চম্পটি। দ্বিতীয় নাটক গয়েশপুর মঞ্চসেনার 'ক্লাউন'। সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় এ নাটকের রচয়িতা এবং নির্দেশনায় মিহির শূর। 'আজকের ডেসডিমোনা' এবং 'গোধূলি বাসর' - এই দুটি নাটক উপহার দেয় আয়োজক দল। মঞ্চ, আবহ, নাটক, নির্দেশনা- পূর্বাচল দাশগুপ্ত। আলো- পঙ্কজ মৈত্র। আবহ প্রক্ষেপণে ছিলেন অংশুমান মাহাতো, গিটারে দেবকুমার চক্রবর্তী ও সেতারে সুধীররঞ্জন পাল।

লিপিকা ভদ্র, অনামিকা দেব, বিশ্বজিৎ বসু, সুব্রত কবি, দেবদুলাল দাম, পূর্বাচল দাশগুপ্ত, মৌসুমি কবি, সম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজীব রায় দুটি প্রযোজনা সফল করে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। এছাড়া উৎসব দাসের রচনা ও নির্দেশনায় কলকাতা মিউনাসের প্রযোজনা 'চোর' ভালো লেগেছে। চাকদহ নাট্যজনের পূর্ণাঙ্গ নাটক 'জগাখিচুড়ি-২' ছিল একটি অসামান্য উপহার। ব্যান্ডেল নান্দনিকের 'যুদ্ধের শেষ প্রহর' নাটককার অমিতাভ চক্রবর্তী এবং নির্দেশক সমীরণ সমাদ্দারের একটি অসাধারণ পরিবেশন।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

নতুন বই

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নে প্রকাশিত হয়েছে আলিপুরদুয়ারের দুই কবির দুটি কাব্যগ্রন্থ। অভিজিৎ দাসের রাজবংশী ভাষার কাব্যগ্রন্থ 'নিন ভাঙা দ্যাওয়া' এবং প্রীতিলতা চাকী নন্দীর 'এক হাইফেন ব্যবধান'। এগুলি প্রকাশ করেন অলোক বিশ্বাস। অন্যদিকে, কবি অম্বরীশ ঘোষের অণুগল্পের বই- অসুরের জন্ম ও অন্যান্য অণুগল্প' বইটি প্রকাশিত হয়েছে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন উৎসবে। এই বইটি লেখকের নবম বই। বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন আইনজীবী সঞ্জয় ঘোষ।

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

অন্য অনুষ্ঠান

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় 'আলোর দিশা'-র ২৬তম অধিবেশনে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনিন্দ্য ভট্টাচার্য সচেতনতার পাঠ দিলেন। বিষয় ছিল 'বর্তমান সময়, প্রযুক্তি ও আমরা'। দেবলীনা পালের উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে মালদা জেলা গ্রন্থাগারের বইবাগানে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংগীত পরিবেশন করেন বৈশালী সেন, সুব্রত সোম ও মণিশংকর সান্যাল। সংস্থার বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়। পত্রিকা প্রকাশ করেন ডঃ ইন্দ্রজিৎ পান, অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, ডঃ সুস্মিতা সোম ও ডঃ আইরিন শবনম প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন সংস্থার সম্পাদক দুলাল ভদ্র। সভাপতিত্ব করেন ডঃ ক্ষিতীশ মাহাতো।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

রঙিন উৎসব

স্বরবর্ণ আবৃত্তিচর্চা, রিদম ডান্স অ্যান্ড কালচারাল অ্যাকাডেমি, ঘুঙুর নৃত্যাঙ্গনের পরিবেশিত নানারকম নাচ–গান, আবৃত্তিতে জমজমাট হয়ে রইল গীতাঙ্গনের চতুর্থ বার্ষিক সংগীত অনুষ্ঠান। মালদা টাউন হলে। উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ দাস, অভিশ্যামল মুখোপাধ্যায়, আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়, তনুশ্রী চক্রবর্তী, শাহাদাত রানা খান সহ বিভিন্ন সংগীতপ্রেমী মানুষ। যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী, সঞ্জীব দাস, অরিন্দম পোদ্দার, বিধান গুপ্ত।

–সৌকর্য সোম

আবেগঘন।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'হেঁয়ালি' নাটকের একটি দৃশ্য।*

ডাক লাগাল নতুনরা

সৃজনসেনার প্রতিটি নাটকের পেছনে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য থাকে। মাথায় থাকে একটি নতুন প্রজন্মকে শিখিয়ে-পড়িয়ে সামনের সারিতে নিয়ে আসার ভাবনা। সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত দুই নাটকে আবারও তা প্রমাণিত হল। লিখলেন ছন্দা দে মাহাতো

বয়স বছর ষোলো। ক্লাস নাইনের মেয়ে। তার সঙ্গে সুলেখাদের বাড়িতে প্রথম দেখা হয় বেণিমাধবের। তারপর লুকিয়ে দেখা ব্রিজের ধারে। গ্রামের এই সেলাই দিদিমণির গল্প তো কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির দৌলতে এখন সবার জানা। কিন্তু কমলাবালা গার্লস স্কুলের অতসীর জীবনে আরও টুইস্ট আছে। এই মেয়ে এখন রাজধানীর পাড়ার গলিতে ঠোঙার কাগজ আর টুটাফুটা লোহালক্কড় কিনে বেড়ায়। এক ফ্ল্যাটের নীচে রাস্তায় আচমকাই তার দেখা হয়ে যায় স্কুলবেলার পুরানো বন্ধু নন্দিনীর সঙ্গে। সেই বন্ধু এখন কর্পোরেটের দুনিয়ার এক হর্তাকর্তার বিবাহিতা স্ত্রী। দুই প্রাক্তনী কি একজন আরেকজনকে চিনতে পারে? কেন অতসীর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েন পরিশীলিত মননের নন্দিনী? কেন জানতে চান, কে তুমি?

এ নিয়েই সৃজনসেনার নাটক 'হেঁয়ালি'। নাটক পার্থপ্রতিম মিত্রের আর পরিচালনায় ছিলেন প্রমাশ্রী মিত্র। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে বাবা (নাট্যকার) ও মেয়ের (পরিচালনা) এ এক দুর্ধর্ষ প্রোজেক্ট। এই নাটক ইতিমধ্যে আন্তঃবিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সম্প্রতি দীনবন্ধু মঞ্চে দুপুরে এই নাটক প্রযোজনা করে সৃজনসেনা। সঙ্গে ছিল আরও একটি নাটক 'অনানীক কথা'।

শিক্ষকতার সুবাদে পড়ুয়াদের নিয়ে বহুদিন থেকেই নাটকে কাজ করছেন পার্থপ্রতিম। তাঁর হাতে তৈরি অনেকেই এখন মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত। আর এক আলোকিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সলতে জ্বালিয়ে দিয়েছেন কন্যা প্রমাশ্রীর মধ্যে। এই নাটকেও তার ছাপ দেখা গেল স্কুলবেলার মরমি দৃশ্য ভাবনা ও কম্পোজিশনের মধ্যে।

এই নাটক পড়ুয়াদের এবং দর্শকদের ভাবনার কৌশল এবং প্রশ্ন করার সাহস জুগিয়েছে। স্কুল ইউনিফর্ম পরা একঝাঁক ছাত্রীর দলগত অভিনয় মনে রাখার মতো। অভিনয় নজর কেড়েছে সুলগ্না লাহিড়ী, রিয়া সাহা, সুইটি সরকার, সুলগ্না সামন্ত, কস্তুরি দেব। অন্যদের সঙ্গে মঞ্চে পড়ুয়াদের চরিত্রে ছিল পিয়ালী বিশ্বাস, লক্ষ্মী পাল, পুষ্পিতা দে, শ্রীপর্ণা সাহা, রাখি দাস, মঞ্জিষ্ঠা সাহা, দোয়েল মণ্ডল, কোয়েল মণ্ডল, পর্ণিকা মজুমদার।

দ্বিতীয় নাটক 'অনানীক কথা'। নাটক পার্থপ্রতিম মিত্রের এবং পরিচালনা অনিশা চক্রবর্তীর। কারা অনানীক? নাট্যকার জানিয়েছেন, মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডব ও কৌরব পক্ষের পদাতিক বাহিনীতে যাঁরা শূদ্র ছিলেন তাঁরাই অনানীক। ১৩ দিন যুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পরের খণ্ড সময়কে ধরেছে এই নাটক। যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে অনানীকদের অর্ধমৃত দেহ। কাতরাচ্ছে, চিৎকার করছে। দেহগুলো নিয়ে শেয়াল কুকুর টানাহ্যাঁচড়া করছে।

অনানীকের স্ত্রীরা প্রদীপ হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছেন স্বামীদের। পাণ্ডব কৌরবদের দ্বন্দ্বে পিষ্ট এক দলিত ভারতের করুণ চিত্র। মাত্র ছয়টি চরিত্রে তরুণ শিল্পীরা চরিত্রের আবেগ ও মনস্তত্ত্বকে নিজের ভেতরে ধারণ করে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন যা তাঁদের অন্তর্লীন প্রতিভার সূচক। তাদের এই পরিশ্রম সার্থক হয়েছে নাটকীয় মুহূর্ত পরিণতি পাওয়ায়। মঞ্চে অভিনয়ে ছিলেন মাম্পি বর্মন, সুলগ্না লাহিড়ী, রিয়া সাহা, কনিষ্ক মৈত্র, ঋষি সরকার ও অনুপম বাগচী।

দুটো নাটকেই বোঝা গেল, সৃজন সেনা 'থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়' ধারায় চলতে নারাজ। তাদের প্রতিটি নাটকের পেছনে উদ্দেশ্য থাকে বিধেয় থাকে। থাকে মানুষের কাছে কিছু কথা কিছু ভাবনা পৌঁছে দেওয়ার দায়। আর মাথায় থাকে একটি নতুন প্রজন্মকে শিখিয়ে-পড়িয়ে সামনের সারিতে নিয়ে আসার ভাবনা। দশকের পর দশক এই দায় পালন করে চলেছেন পার্থপ্রতিম।

আলোকচিত্র প্রদর্শনী

সরস্বতীপুজো উপলক্ষ্যে নর্দার্ন ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সহযোগিতায় ইসলামপুর হাইস্কুলে প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল। মোবাইল ফোন ও ক্যামেরায় তোলা ৪০টি ছবি এই প্রদর্শনীতে জায়গা পেয়েছিল। বিশেষভাবে নজর কাড়ে জিসান মাহমুদের তোলা মাকড়সার একটি ম্যাক্রো ছবি, আনসাদ চৌধুরীর তোলা সেই স্কুলেরই সুন্দর একটি ছবি, যেখানে ধরা পড়েছে কৃষ্ণচূড়ায় আড়ালে নিস্তব্ধ বিদ্যালয়ের পরিবেশ। সুদীপ্ত ভৌমিকের ইটভাটায় ক্রীড়ারত শিশুদের ছবিটি দর্শকদের কাছে প্রশংসিত হয়েছে। প্রদর্শনীতে এসে শিক্ষক রানা ঘোষের মতো অনেকেই আপ্লুত হন। প্রণয় বণিকের তোলা দৃষ্টিহীন শিশুদের দাবা খেলার ছবি, মনীষ দত্তের বৃষ্টিতে ছোটদের স্নান করার ছবি, সুরদীপ পালের খেজুরের রস সংগ্রহের ছবি দর্শকদের কাছে বেশ চর্চার বিষয় ছিল। ছবিগুলি তার খুব ভালো লেগেছে বলে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া রাজ রায় ঘুরতে এসে সবাইকে জানাল। নর্দার্ন ফোটোগ্রাফিক সোসাইটির সভাপতি প্রণয় বণিক বললেন, 'আমাদের এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে বেশকিছু নতুন ফোটোগ্রাফার এই প্রথম কোনও প্রদর্শনীতে শামিল হলেন। আমরা আশাবাদী ফোটোগ্রাফির মতো একটি শিল্প এভাবেই মানুষের মনে জায়গা করে নেবে।' স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন আহমেদ এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

–রাজু দাস

অভিনব অভিজ্ঞতা

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে ভাবনার (একটি সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা) আয়োজনে আবৃত্তিকে কেন্দ্র করে সারাদিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সুযোগ্যা ছাত্রী বৈশাখী সিনহা। কর্মশালায় আসানসোল, দুর্গাপুর থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে আবৃত্তি অনুরাগী শিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। অসাধারণ এক কর্মশালার সাক্ষী সেদিন ছিলেন অংশগ্রহণকারীরা। উত্তরবঙ্গে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ধরনের কর্মশালা একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রইল বলে তাঁরা জানিয়েছেন।

–খোকন সাহা

শিলিগুড়িতে ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবৃত্তির টানে

বালুরঘাটে আবৃত্তি বিষয়ক অনুষ্ঠান।

বাচিকশিল্প সংস্থা কথকের উদ্যোগে বালুরঘাটে সম্প্রতি দু'দিন ধরে অনুষ্ঠিত হল সঞ্চালনা ও আবৃত্তিকেন্দ্রিক বিশেষ কর্মসূচি। জেলা প্রেস ক্লাবের সভাঘর ও বালুরঘাট রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন জেলার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীরা। প্রথম দিন জেলা প্রেস ক্লাবের সভাঘরে অনুষ্ঠিত হয় এক দিবসীয় সঞ্চালনা ও আবৃত্তির কর্মশালা। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সঞ্চালক ও আবৃত্তিশিল্পী সুবীর ভট্টাচার্য। প্রায় ৩৫ জন সঞ্চালক ও আবৃত্তিশিল্পী এই কর্মশালায় অংশ নেন। পরদিন রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হয় কথক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। চতুর্থ অরুণ চৌধুরী কথক সম্মাননা প্রদান করা হয় বিশিষ্ট সঞ্চালক সুমিতা দত্তকে। সম্মাননা তুলে দেন তৃতীয় বর্ষের প্রাপক সুবীর ভট্টাচার্য। প্রথমবার কমল দাস অন্য কথক সম্মাননা পান শ্যামলকুমার দাস এবং বিশেষ কথক সম্মাননা প্রদান করা হয় কবি ও লেখক শমিত বিশ্বাসকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের সম্মাননা প্রাপক সুবীর চৌধুরী ও বিভাস দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে কথকের বিভিন্ন দলগত পরিবেশনার পাশাপাশি একক ও সম্মেলক আবৃত্তি এবং শ্রুতিনাটক পরিবেশিত হয়। সম্পাদক তুহিনশুভ্র মণ্ডল জানান, ভবিষ্যতেও সঞ্চালকদের জন্য এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

–পঙ্কজ মহন্ত

অনাড়ম্বর আয়োজন

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটি মালদার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। মালদা টাউন হলে কমিটির যুগ্ম সম্পাদক গজেনকুমার বাড়ই-এর স্বাগত ভাষণে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সফলদের হাতে পুষ্পজিৎ রায় স্মৃতি পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বপ্না রায়, রণজিৎ দেবভূতি, ত্রিদিব সান্যাল প্রমুখ। সংগীত পরিবেশন করেন আরাধ্যা মণ্ডল। আবৃত্তি করে শোনান নীলাঞ্জনা কাঞ্জিলাল ও গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের লোকনাট্যম শাখা। সুকান্ত ভট্টাচার্য নিয়ে আলোচনা করেন দীপক মণ্ডল ও প্রাক্তন অধ্যাপক ব্রততী মিশ্র।

–সৌকর্য সোম

সফল লড়াই

২০১৮ সালে ইউটিউবে পথ চলা শুরু হয়েছিল জয়জিৎ ডান্সের। তুফানগঞ্জের তরুণ জয়জিৎ বর্মা ছিলেন এর উদ্যোক্তা। তাঁকে সহযোগিতা করেন তার বোন কেয়া বর্মন। উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গান ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার জন্যই এই চ্যানেলের পথ চলা শুরু। টিউশন করে পাওয়া টাকা থেকেই এই চ্যানেলের জন্য ভাওয়াইয়া গানের ভিডিও করা শুরু। প্রথম দিন থেকেই বিশাল অংশের মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই চ্যানেল। বিখ্যাত ভাওয়াইয়াশিল্পীরা জয়জিতের ইউটিউব চ্যানেলে গান গেয়েছেন। অনেক নৃত্যশিল্পী এই চ্যানেলের মাধ্যমে ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেছেন। ইউটিউব কর্তৃপক্ষ জয়জিৎকে গোল্ডেন প্লে বাটন পাঠিয়েছে।

–পার্থ নিয়োগী

শঙ্খ স্মরণ

কবি শঙ্খ ঘোষের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সম্প্রতি প্রভাতী সাহিত্য দর্পণ একটি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এর সঙ্গে এই সাহিত্য পত্রিকার হৈমন্তী সংখ্যা 'ছক্কা'র প্রকাশ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। কবিতা নিয়ে বহু আলোচনা হয়। এছাড়াও আবৃত্তি, নৃত্য, স্বরচিত কবিতা পাঠ এবং লোকসংগীতে মুখর হয়ে ওঠে এদিনের অনুষ্ঠান। উপস্থিত ছিলেন ইলা সূত্রধর, তৃপ্তি রায়চৌধুরী, প্রীতি শীল, রিমা ভৌমিক, ইতি দাস, রাখী সরকার, সাকিনা ইসলাম, বিধান চক্রবর্তী, অভিষেক দাস, মহাদেব দেবনাথ, সৌমিত্র্য মহন্ত ও ছোট্ট নৃত্যশিল্পী ভবন্যা রায়। মূল আয়োজনে ছিলেন পত্রিকা সম্পাদক ধীমান দাস।

–অসীম বর্মন

ছন্দবদ্ধ।। *শিলিগুড়িতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।*

নাচে-গানে বর্ণিল অনুষ্ঠান

প্রতিবছরের মতো এবছরেও শিলিগুড়ির হায়দরপাড়া শিবরামপল্লিতে থাকা ভিবজিত্তর আর্ট স্কুলে মহাসমারোহে সরস্বতীপুজো আয়োজিত হল। এই পুজো এবছর ৩১তম বর্ষে পদার্পণ করল। এবছর এই পুজোর থিম ছিল 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। এই পুজো উপলক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অঙ্কন ও নৃত্য প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে পুজোপ্রাঙ্গণ যেন মিলনমেলায় পরিণত হয়েছিল। প্রত্যেকের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে দুপুরে ভোগপ্রসাদের ব্যবস্থা করা হয় বলে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন সাহা জানান। দু'দিনব্যাপী এই পুজোর শেষ দিনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, গুণীজন সংবর্ধনা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ভক্তিনগর থানার আইসি অমিত অধিকারী, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক স্বপন রায়প্রধান ও আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। সঞ্চালনায় ছিলেন রুপসা সেনগুপ্ত এবং সূর্যশেখর গাঙ্গুলি।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

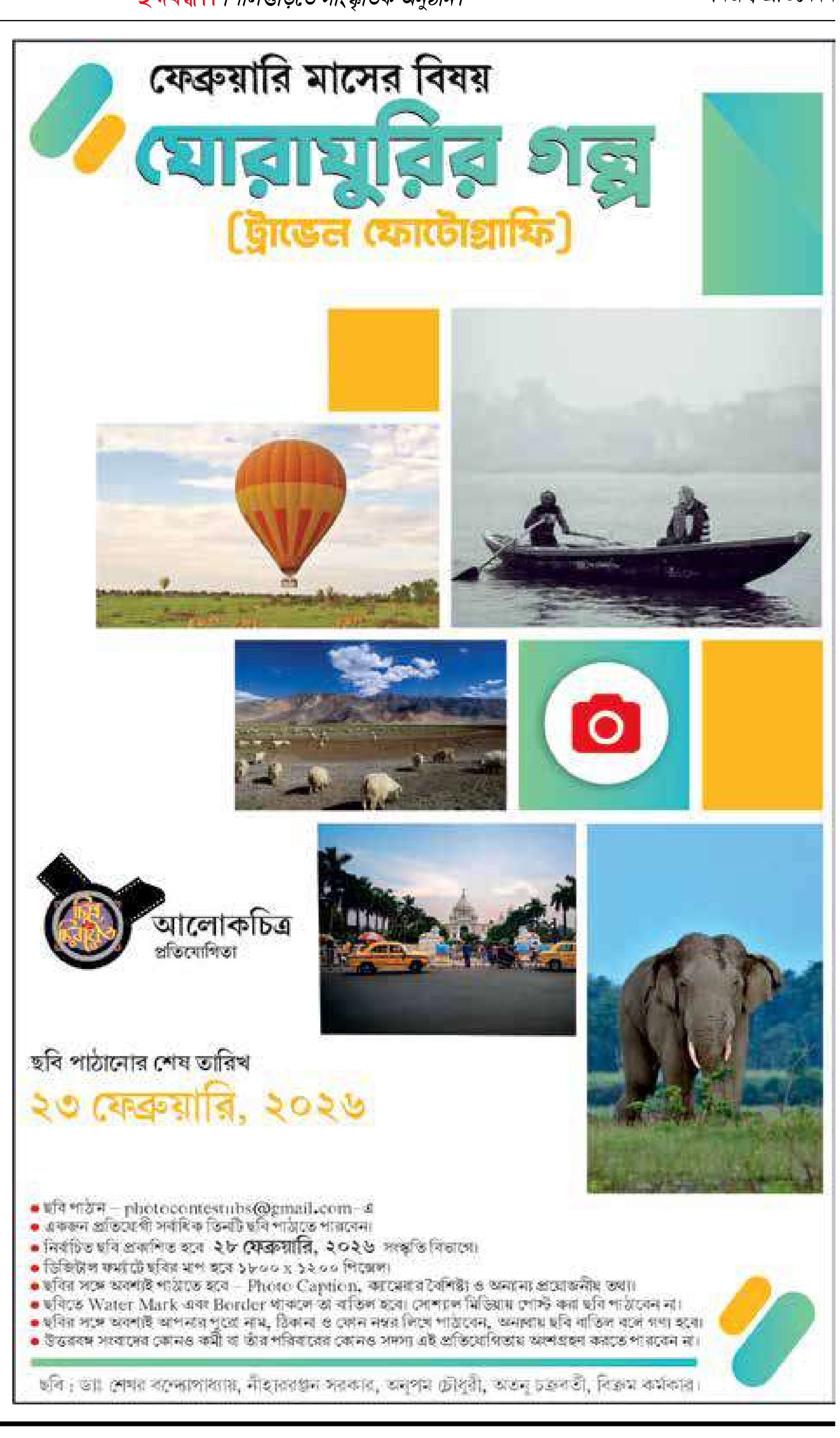

দমফাটা হাসি, মজার আমলা জীবন

অকপট আমলা। যাতে মোটেই আমলাসুলভ গাম্ভীর্য নেই। আছে অফুরান হাস্যরস। আর আছে হাসির মোড়কে সরকারি কাজকর্মের ধরনের ঝলক। আধিকারিক শব্দের অক্ষর সংখ্যা যেমন বেশি, তেমনই ধার-ভার। ভারিক্কি ভাবটা লেপটে থাকে আধিকারিকের সঙ্গে। 'আমলা মধুর' অফিসারসুলভ গুরুগম্ভীর মুখোশটাকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

প্রশাসনিক ফাইল, কম্পিউটার, অধস্তনদের চাপে রাখা, মানুষকে অহেতুক হয়রানির আমলা জীবন সাধারণভাবে আমজনতার ধারণায় থাকে। সেই কাজগুলি করতে করতে বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র পেশার সঙ্গে পরিচয় ঘটে আধিকারিকদের। কিন্তু আলাদাভাবে সেই বৈচিত্র্যকে কেই-বা মনে রাখে। শুভাশিস ঘোষ রেখেছেন। রেখেছেন বলেই অভিজ্ঞতার ঝুলি উজাড় করে ৪১ খানা অফুরন্ত হাসির ঝরনার স্রোতধারাকে বইয়ে দিয়েছেন 'আমলা মধুর' বইতে। এ যেন অফিসারের কাঙ্ক্ষিত স্বভাবের বিপরীত ধারা।

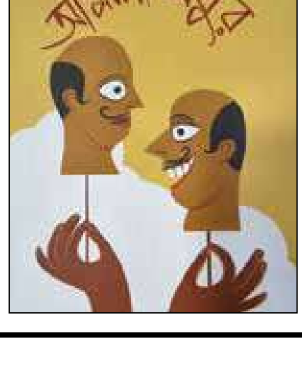

যেখানে দূরে সরে গিয়েছে, শুষ্কং-কাষ্ঠং প্রশাসনিক শব্দাবলি, প্রশাসনিক স্তরভেদ। আমলাদের বইয়ে সাধারণত সমসাময়িক রাজনীতি, প্রশাসনের কাজ, নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার স্মৃতি ইত্যাদি থাকবে বলে প্রত্যাশা থাকে। শুভাশিস সেই ধারার আশ্চর্য ব্যতিক্রম বলেই চা কীভাবে অফিসের সঙ্গে জড়িয়ে যায়, চায়ের সঙ্গে কাজের দ্রুতগতির কেমন সম্পর্ক, অন্য পানীয়ে আসক্তি থাকলেও চা কীভাবে টেক্কা দিতে পারে- তার সরেস বর্ণনা দিয়েছেন।

গাড়ি নিয়ে আমলাদের প্রচলিত আদবকায়দার কাহিনীটি পরিবেশনার ঢং এমন যে হেসে গড়িয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। জেলা শাসকের গাড়িতে চড়ে নিজেকে দেখানোর অতি উৎসাহে জ্যাকেটের সঙ্গে বারমুডা পরে থাকার কারণে আমজনতার চোখে অফিসার কীভাবে চাপরাশি হয়ে যান, তা পড়তে পড়তে হেসে গড়িয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না। বইটির প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত শুধু সরকারি অফিসের কথা। সরকারি আদবকায়দায় ঊর্ধ্বতনদের সামনে অধস্তনদের রামভক্ত হনুমান হয়ে যাওয়ার অতি বাস্তবের ছবিটাও সমান দক্ষতায় অক্ষরে এঁকেছেন শুভাশিস। 'আমলা মধুর' এক আমলার ব্যতিক্রমী জীবনচিত্রও বটে।

আমলা মধুর
শুভাশিস ঘোষ
দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮২,৬২৬.৭৬ (-১০৪৮.১৬)

নিফটি : ২৫,৪৭১.১০ (-৩৩৬.১০)

কংগ্রেসকে ছাড়া লড়াইয়ের ডাক ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩১° সর্বোচ্চ	১৩° সর্বনিম্ন	৩০° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	১২° সর্বনিম্ন	২৭° সর্বোচ্চ	১৪° সর্বনিম্ন

রাহুলে পিছু হটল বিজেপি ১০

স্পিন চক্রব্যূহে ভারতকে সাজাচ্ছেন গম্ভীর
কাল মহারণ ১২

১ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 14 February 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 266

মোট আসন ২৯৯
বিএনপি ২০৯
জামায়াতে ৬৮
এনসিপি ৬
অন্যান্য ১৪
*২৯৭ আসনের ফল

তারেক রাজ

জয়ের নেপথ্যে

'আই হ্যাভ এ প্ল্যান'
দীর্ঘ প্রবাস জীবনে তারেক রহমান নিজেকে অতীতের বিতর্ক থেকে সরিয়ে এনে একজন পরিণত এবং আধুনিক নেতা হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

জামায়াতের অতি আত্মবিশ্বাস
জামায়াতের কট্টরপন্থী মতাদর্শ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আগ্রাসন ভোটারদের আতঙ্কিত করেছে।

আওয়ামী শূন্যতায় কাঠামোগত সুবিধা
গণ অভ্যুত্থানে আওয়ামী লিগের কাঠামোগত বিলুপ্তির পর সারা দেশে একমাত্র সুসংগঠিত বড় দল হিসেবে মাঠে ছিল বিএনপি।

মধ্যপন্থী ও সংখ্যালঘু ভোটের মেরুকরণ
বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ, সংখ্যালঘু এবং মধ্যপন্থী ভোটাররা মনে করেছেন, কট্টরপন্থীদের ঠেকাতে বিএনপি'র মতো একটি মধ্য-ডানপন্থী দলই এখন একমাত্র বাস্তবসম্মত ঢাল।

খালেদা জিয়ার প্রতি সহানুভূতি
দীর্ঘদিন কারাবন্দি থাকা এবং সদ্য প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি সাধারণ মানুষের এক গভীর সহানুভূতি কাজ করেছে।

তৃতীয় শক্তির উত্থান ব্যর্থ
নির্বাচনের আগে বিভিন্ন ছোট দল, সুশীল সমাজ বা নতুন রাজনৈতিক জোটের উত্থানের কথা বলা হলেও বাস্তবে তারা দেশব্যাপী কোনও শক্তিশালী বিকল্প তৈরি করতে পারেনি।

> আমার প্রতি আপনারা যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার জন্য দোয়া করবেন।
> -তারেক রহমান

> গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পক্ষে ভারত তার সমর্থন অব্যাহত রাখবে।
> -নরেন্দ্র মোদি

বিপুল আসন পেয়ে ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সেলফি তুলছেন এক সমর্থক। ঢাকায়।

কাঁটাতারের ওপারে 'সবুজ' বিপদ!

ধৃতিমান সরকার

ঢাকার মসনদে ধানের শিষের প্রত্যাবর্তন কি সত্যিই স্বস্তির? নাকি স্বস্তির আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে এক অশনিসংকেত? বাংলাদেশের সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ছবিটা যতটা স্বচ্ছ মনে হচ্ছে, আদতে তা নয়। ৩০০ আসনের সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে বিএনপি ফিরছে ঠিকই, কিন্তু এই জয় যতটা না তাদের ক্যারিশমা, তার চেয়ে অনেক বেশি গত দেড় বছরের নৈরাজ্য আর 'মব-তন্ত্রের' বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের পুঞ্জীভূত রাগের বিস্ফোরণ।

তবে পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের নজর ঢাকার রাজপথ ছাড়িয়ে আটকে আছে সীমান্তের ওপারে- রংপুরে। সারা বাংলাদেশ যখন জিয়ার জয়ে মাতোয়ারা, তখন কোচবিহার-জলপাইগুড়ির ঠিক ওপারে রংপুরের চিত্রনাট্য লিখছে অন্য কেউ। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের একদা 'দুর্ভেদ্য দুর্গ' রংপুরে জাতীয় পার্টির 'লাঙল' আজ অচল। সেই শূন্যস্থান পূরণ করছে জামায়াতে ইসলামির 'দাঁড়িপাল্লা'। জাতীয় পার্টি আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, আর সেই জমিতেই বিষবৃক্ষের মতো ডালপালা মেলছে কট্টরপন্থী শক্তি।

ভোটের অঙ্ক বলছে, প্রায় ৬১ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছে। ২০১৪ বা ২০২৪-এর প্রহসন কিংবা ২০১৮-র কুখ্যাত 'নৈশভোট'-এর কলঙ্ক মুছে মানুষ বুথে ফিরেছেন। দুপুরের পর শেষ কয়েক ঘণ্টায় ভোটের এই ঢল প্রমাণ করে- মানুষ ব্যালটেই জবাব দিতে চেয়েছিলেন। গত কয়েকমাসের মাজার ভাঙচুর

এরপর আটের পাতায়

হারলেও রেকর্ড আসন জামায়াতের

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জুলাই আন্দোলনের নেতারা কুপোকাত। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের শরিক জামায়াতে ইসলামির দৌড় থামল দ্বিতীয় স্থানে। ১৭ বছর টানা প্রবাসে কাটানোর পর বাংলাদেশের ভোটে কিস্তিমাত করলেন তারেক রহমান। ধানের শিষে আন্দোলিত পদ্মাপার। জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে বিএনপির ঝুলিতেই ২০৯টি। জোট সঙ্গী ধরলে সংখ্যাটি ২১২।

সরকার গড়ার ম্যাজিক ফিগার ১৫১ থেকে অনেকটা এগিয়ে জয়ের রেকর্ড করল শেখ হাসিনার আমলে কোণঠাসা হয়ে থাকা দলটি। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচন বয়কটের ডাকে প্রদত্ত ভোটের হার অনেক কম। কিন্তু যাঁরা শেষপর্যন্ত ভোট দিতে বুথে পৌঁছেছেন, তাঁদের কাছে প্রথম পছন্দ যে ছিল বিএনপি, তা এখন জলের মতো পরিষ্কার।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক ছাত্র সংসদ নির্বাচনে ছাত্র শিবিরের একচ্ছত্র দাপট কিংবা গত দেড় বছরের মব-তন্ত্র যে ভোটারের পছন্দ হয়নি, তাও স্পষ্ট জামায়াতে ইসলামির ফলাফলে। মাত্র ৬৮ আসন পেয়ে সংসদীয় বৃত্তে কার্যত কোণঠাসা এই ইসলামপন্থী দলটি। যদিও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম এত আসন পেল জামায়াতে। এর আগে খালেদা জিয়ার মন্ত্রীসভায় ঠাঁই পেলেও দলটির সর্বোচ্চ আসন সংখ্যা ছিল ১৮।

অন্যদিকে, জুলাই অভ্যুত্থানের 'নায়ক' ছাত্র নেতাদের তৈরি দল ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি (এনসিপি) কার্যত ধুয়েমুছে সাফ। বাংলাদেশের আমজনতা গণভোটে জুলাই সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কারে ইতিবাচক ভোট দিয়েছে সত্যি। কিন্তু সেই সনদের দাবিতে প্রথম সোচ্চার হওয়া দলটিকে কার্যত ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। সারজিস আলমের মতো নেতা পরাস্ত হয়েছেন। দলটির সাকুল্যে প্রাপ্ত আসন ৬।

ফলাফলে স্পষ্ট ভোট বয়কটের ডাকে যাঁরা সায় দেননি, তাঁরা আওয়ামী লিগকে সমর্থন করেন না ঠিকই, কিন্তু মৌলবাদী রাজনীতিতে তাঁদের সায় নেই। আবার সেই মৌলবাদীদের সঙ্গে হাত মেলানোয় বাংলাদেশিদের কাছে অচ্ছুত হয়ে গিয়েছে নাহিদ ইসলাম, হাসনাত আবদুল্লার মতো তরুণ নেতাদের দল এনসিপি। গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ফেরাতে বিএনপির ওপর আস্থা রেখেছে জনতা।

বিএনপির এই জয়ে কিছুটা তুরুপের তাস হয়ে উঠেছিলেন তারেক রহমান। খালেদা জিয়ার দীর্ঘ কারাবাস ও অসুস্থতা বিএনপিকে অনেকখানি পিছিয়ে রেখেছিল বহু বছর। আরও নেতা থাকলেও দলের হাল ধরবেন অন্য কেউ- বিশ্বাস করেননি বিএনপির সাধারণ কর্মী-সমর্থকরাও। কিন্তু তারেক যে মাঝদরিয়ায় বিপন্ন নৌকার মাঝি- তা ক্রমে স্পষ্ট হয়েছে একের পর এক জনসভা জনসমুদ্রের চেহারা নেওয়ায়।

তাছাড়া তিনি যে নতুন বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, তাতে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার আশায় আস্থা রেখেছেন পদ্মাপারের মানুষ। ফলে বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী পদে খালেদা-পুত্রের শপথ নেওয়া এখন নিশ্চিতভাবে সময়ের অপেক্ষা।

যদিও যত কম আসনই পাক, শফিকুর রহমানের মতো পাকিস্তান-ঘনিষ্ঠের নেতৃত্বাধীন জামায়াতে ইসলামি দ্বিতীয় বা প্রধান বিরোধী দল হিসেবে উঠে আসায় একথা বলাই যায় যে, একেবারে উৎখাত হয়নি ইসলামিক মৌলবাদ। বরং ভারতের সীমান্ত বরাবর বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে দলটির শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে।

এরপর আটের পাতায়

এলআইসি অফিস বন্ধ করল তৃণমূল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : এ যেন রীতিমতো দাদাগিরি। বৃহস্পতিবার দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটকে সমর্থন করে এলআইসি'র দিনহাটা শাখা অফিস বন্ধ করেছিলেন কর্মীরা। আর সেই কারণে শুক্রবার ঝান্ডা লাগিয়ে অফিস বন্ধ করল তৃণমূল। এদিন সকালে অফিস খোলার সময়ে একদল তৃণমূল কর্মী চড়াও হন। স্লোগান দেন। পরে গেটে ঝান্ডা লাগিয়ে অফিস বন্ধ করে দেন বলে অভিযোগ। দিনভর বন্ধ থাকে ওই অফিস। এদিন গ্রাহক ও এজেন্টরা এসে ঘুরে গিয়েছেন। দিনহাটা শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার সঞ্জীব দে বলেন, 'কেন অফিস বন্ধ করা হল তা আমরা বুঝতে পারছি না।' যদিও এই ব্যাপারে সন্ধ্যা পর্যন্ত থানায় এনিয়ে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি এলআইসি'র তরফে।

অফিস বন্ধ করার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর। তিনি বলেন, 'কারা পতাকা লাগিয়েছে তা জানা নেই। বুধবার কোনওরকম আগাম ঘোষণা ছাড়া হঠাৎ অফিসের কর্মীরা কর্মবিরতি করায় ব্যাপক হয়রানির শিকার হতে হয় সাধারণ মানুষকে।'

তৃণমূল নেতার দাবি, 'যাঁরা পিকেটিং করছিলেন তাঁরা দূরদূরান্ত থেকে আসা গ্রাহকদের কোনওরকম সহযোগিতা করেননি। তাই অফিস বন্ধ থাকায় যাঁরা হয়রানির শিকার হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে থাকা তৃণমূল সমর্থকরাই হয়তো দলীয় পতাকা লাগিয়ে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।' তবে দলীয় পতাকাকে এভাবে যে কেউ অফিসের বাইরে লাগিয়ে দিল, আর এনিয়ে তৃণমূলই বা কেন অভিযোগ করল না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।

অফিস বন্ধ করা নিয়ে তৃণমূল যে যুক্তিই দিক না কেন, বন্ধ সমর্থক সিপিএমের পিছনে তৃণমূলের প্রতিহিংসা দেখছে। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাসের কথায়, 'বুধবার এলআইসি অফিসের কর্মীরা স্বেচ্ছায় ধর্মঘট সমর্থন করেছিলেন। আর এদিন তারই প্রতিহিংসাবশত তৃণমূল তাদের দলীয় পতাকা লাগিয়ে অফিস বন্ধ করে দেয়। রীতিমতো দাদাগিরি করেছে তৃণমূল। বুধবার দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়েছে। কোথাও তার পরের দিন এরকম প্রতিহিংসামূলক ঘটনা ঘটেনি, ব্যতিক্রম শুধু দিনহাটা।'

বিজেপির জেলা কমিটির সহ সভাপতি বিরাজ বসু বলেন, 'এভাবে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার অফিস বন্ধ রাখা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। আসলে তৃণমূল জামানায় জঙ্গলরাজ চলছে গোটা রাজ্যজুড়ে, আর এটা তারই প্রতিফলন।'

এরপর আটের পাতায়

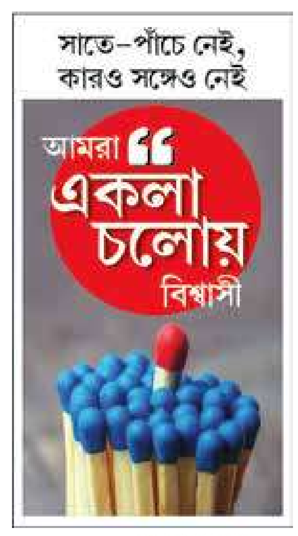

পাঁচের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

ভাগ্যিস জন অসন্তোষ আছে, পদ্ম তাই টক্করে

গৌতম সরকার

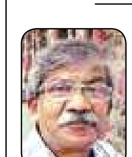

ভোটের ঢাকে কাঠি পড়লে আরেকটা বাদ্যি বাজতে শুরু করে। সেটা বিভিন্ন দলের ঢাক। নির্বাচনের দিন ঘোষণা না হলেও সেই ঢাক বাজানো শুরু হয়ে গিয়েছে। যে-সে ঢাকি নয়, কাঠি বাজছে বিবদমান দলগুলির শীর্ষস্তরের নেতাদের হাতে। আত্মম্ভরিতার বাদ্যি! একদিকে, বিজেপিতে কার্যত সর্বভারতীয় নম্বর টু নেতা অমিত শা'র ঢাকে বাংলায় ২০০ আসনে জয়ের আস্ফালন। অন্যদিকে, ২৫০-এর বেশি আসন পাওয়ার 'আত্মবিশ্বাস' তৃণমূলের নম্বর টু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

আত্মপ্রচারের এই ঢাক যতই বাজুক, ভোটটা শেষপর্যন্ত দিতে পারলে জেতা-হারার চাবিকাঠি কিন্তু থাকবে সাধারণ মানুষের আঙুলে। ইভিএমের কোন বোতামে বেশি আঙুলের চাপ পড়বে, আগাম আভাস সবসময় থাকে না। ২০০৮-এ বাংলার পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রথম বিপদ সংকেত ছিল বামেদের জন্য। কিন্তু আগাম বোঝা যায়নি। একটি উদাহরণ দিলে সেটা বোঝা যাবে। ভোটগণনার দিন সকালেও কোচবিহার জেলার মহকুমা শহর তুফানগঞ্জে ১০০ লোক নিয়ে মিছিল করার ক্ষমতা ছিল না তৃণমূলের।

সন্ধ্যায় ফলাফলে বামেদের ধসের বার্তা স্পষ্ট হতেই প্রায় ১০ হাজার মানুষ তৃণমূলের তৎকালীন কোচবিহার জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে কাঁধে নিয়ে নাচতে শুরু করেছিলেন। সিপিএমের বিরুদ্ধে রাগে, ক্ষোভে, স্থানীয় নেতাদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে অসহ্য হয়ে দলে দলে লোকে চুপচাপ ফুলে ছাপ (ব্যালটে ভোট) দিয়েছিলেন।

এরপর আটের পাতায়

দুর্বল সেতুতে বিপদের আশঙ্কা

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার জেলায় মাঝেমধ্যেই সেতু ভেঙে বিপত্তি দেখা দিচ্ছে। এরইসঙ্গে উঠে এসেছে বিস্ফোরক তথ্য। কোচবিহারে জেলা পরিষদের অধীনে প্রায় ৮০টি সেতু রয়েছে। তার মধ্যে ৪৮টি সেতুই ভারী যানবাহন চলাচলের অযোগ্য। অর্থাৎ সেগুলিকে সরকারিভাবে দুর্বল ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ নিয়মের তোয়াক্কা না করে প্রায় প্রতিটি সেতু দিয়েই ভারী যানবাহন চলাচল করছে। ফলে প্রতিমুহূর্তেই বিপদের আশঙ্কা থাকছে সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচলে।

অধিকাংশ সেতু দুর্বল থাকলেও কেন সেগুলি সংস্কার করা হচ্ছে না সেই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে বিরোধীরা। যদিও অতিরিক্ত জেলা শাসক (জেলা পরিষদ) সৌমেন দত্তের কথা, 'জেলা পরিষদের সীমিত বরাদ্দের মধ্যে যে সেতুগুলির সংস্কারের কাজ করা সম্ভব সেগুলি করা হচ্ছে। আগামীতেও কিছু কাজ করা হবে। বড় সেতুগুলির জন্য রাজ্যে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।'

পূর্ত দপ্তরের (সিভিল) অধীনে জেলায় ৩৩টি সেতু রয়েছে। তার মধ্যে চারটি দুর্বল সেতু রয়েছে। প্রতিটিই তুফানগঞ্জে। সেখানকার রামকৃষ্ণ সেতু, শরৎ রায় সেতু, বাতাল বর্মন সেতু ও বুদ্ধিনাথ বর্মন সেতু দুর্বল হয়ে পড়ায় সেগুলি মেরামতের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথের কথায়,

- জেলা পরিষদের অধীনে থাকা প্রায় ৮০টি সেতুর মধ্যে ৪৮টি সেতুই ভারী যানবাহন চলাচলের অযোগ্য
- পূর্ত দপ্তরের (সিভিল) অধীনে জেলায় ৩৩টি সেতু রয়েছে, তার মধ্যে দুর্বল চারটি সেতুই তুফানগঞ্জে
- পূর্ত দপ্তরের সড়ক বিভাগের অধীনে জেলায় ৭৩টি সেতুর মধ্যে দুর্বল গদাধর সেতুর সংস্কারকাজ চলছে

'কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের সাতটি দুর্বল সেতু ছিল। তার মধ্যে তিনটি সেতুর সংস্কার করা হয়েছে। বাকি চারটি সেতুর ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে।

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

রয়েছ নয়নে নয়নে...

আজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ভালোবাসার সপ্তাহের সমাপ্তি। এই সময়জুড়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় ছিল ভালোবাসা নিয়ে নানা অভিনব কাহিনী। আজ শেষ দিনে বালুরঘাটের সেরকমই এক গল্প।

ভালোবাসার গল্প

পঙ্কজ মহন্ত

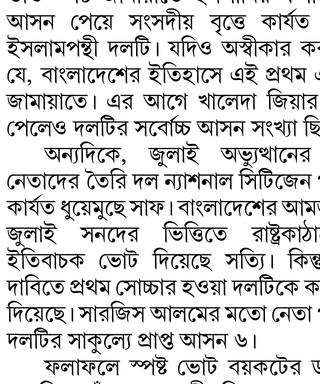

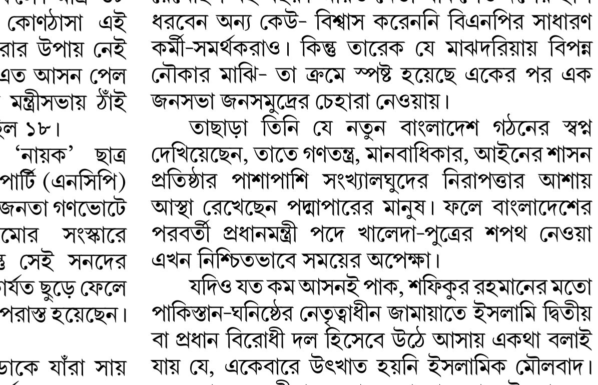

ভিক্ষা শেষে বাড়ির পথে বিজয় মার্ডি। উঠোনে রান্নায় ব্যস্ত ঠাকুমা মণি হাঁসদা। ছবি : মাজিদুর সরদার

বালুরঘাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দুপুর গড়িয়ে গেলে চকশ্যাম নয়াপাড়ার কুঁড়েঘরটার সামনে পায়ের শব্দ শোনা যায়। ভিক্ষের টাকা দিয়ে বাজার করে তখন বাড়ি ফেরে বিজয় মার্ডি। ১৪ বছরের কিশোরের ছোটখাটো শরীরের আর কতই বা ওজন? পায়ের শব্দই বা কতখানি? তবু বুঝতে পারেন ঠাকুমা মণি হাঁসদা। উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে দাঁড়িয়ে পড়েন। নাতি আসছে। মুখে একচিলতে হাসি ফুটে ওঠে। 'এলি রে?' প্রশ্নে মেশানো থাকে আদর, স্বস্তি আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া পঞ্চায়েতের চকশ্যাম নয়াপাড়া গ্রামে মণি ও বিজয়ের সংসার বলতে এই ছোট্ট কুঁড়েঘরটাই। সরকারি কাগজে 'শতভাগ দৃষ্টি প্রতিবন্ধী' মণি মাসে এক হাজার টাকা ভাতা পান। কিন্তু টাকার চেয়ে বড় ভরসা তাঁর নাতি। ভোর হলেই হাতড়ে খুঁজে নেন বিজয়ের হাত। সেই হাতই তাঁর নিরাপত্তা। বিজয়েরও পৃথিবী বলতে ঠাকুমাই সব। বাবা মানসিক ভারসাম্যহীন, বহুদিন নিরুদ্দেশ। মা ছোটবেলায় ছেড়ে গিয়েছেন। ফলে জন্মান্ধ ঠাকুমার আঁচলের তলাতেই বড় হয়েছে সে। সমবয়সিরা যখন স্কুলের বেঞ্চে, বিজয় তখন ঠাকুমার হাত শক্ত করে ধরে রওনা দেয় গ্রাম পেরিয়ে বাজার বা বাসস্ট্যান্ডে। দুজনে কখনও গান গেয়ে, কখনও নীরবে হাত পেতে ভিক্ষা চায়। দু'টাকা, পাঁচ টাকা যা মেলে, তাই দিয়ে উনুনে হাঁড়ি চড়ে। প্রতিবেশীরা সাহায্য করেন, কিন্তু তা সীমিত। তবু এই দারিদ্র্যের মধ্যেও গ্রামবাসীরা অবাক হন তাদের একে-অপরের প্রতি টানে। একে অপরের মুখের দিকে তাকিয়েই যেন বেঁচে আছেন দুজনে। মণির চোখে দৃষ্টি নেই, কিন্তু নাতির মুখের রেখা তিনি স্পর্শে চিনে নেন। বিজয়ের শৈশব কাটছে দায়িত্বে, তবু ঠাকুমার হাত ছাড়েনি সে।

ভিক্ষা শেষে বাড়ি ফিরে রান্নার আয়োজনও যেন তাদের নীরব সখ্যের অংশ। মণি হাতড়ে হাতড়ে সবজি কেটে দেন।

এরপর আটের পাতায়

বৈতরণি পারের মাঝি

কুয়াশামাখা শীতকাল হোক বা অঝোর বৃষ্টি, এলাকার কেউ মারা গেলে এই ৭৫ বছর বয়সেও শ্মশানে পৌঁছে যান তিনি। অর্থের অভাবে সংকারের সামগ্রী কিনতে সমস্যা হলেও ভরসা তিনি। একসময় এলাকার প্রবীণদের তাঁর হাতে সংকারের ইচ্ছা ছিল। এখনও নীরবে সমাজের কাজ করে চলেছেন মানুষটা। খোঁজ নিলেন **কৌশিক দাস**

ক্রান্তি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : পেশায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। নেশা পরোপকার। সেই ২০ বছর বয়সে শুরু হয়েছিল। তারপর থেকে এলাকার কেউ মারা গেলেই তাঁর ডাক পড়ে। অর্থাভাবে জন্য কোনও মানুষের সংকারে অসুবিধা হলেও সবাই তাঁর কাছেই আসেন। ৭৫ বছর বয়সেও কাউকে ফেরান না ক্রান্তি ব্লকের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংমারি হাটের বাসিন্দা হরিপদ দাস। হরিপদ ২০ বছর বয়সে প্রথম দেহ সংকার করেছিলেন, তারপর কেটে গিয়েছে ৫৫টা বছর। এই দীর্ঘসময়ে হরিপদ তিন শতাধিক মানুষের দেহ সংকার করেছেন। মানুষের আপদে-বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়াই যেন তাঁর মূল লক্ষ্য। এই কারণে এলাকার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সাধারণ বাসিন্দা প্রত্যেকের কাছে হরিপদ শ্রদ্ধার পাত্র।

মৃত্যুশয্যায় বহু প্রবীণ তাঁকে ডেকে অদ্ভুত আবদার করতেন বলে জানান হরিপদ। স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মানুষ বোধহয় নিজের মৃত্যুর সময় বুঝতে পারে। আশপাশের এলাকার অনেক বয়স্ক মানুষ আমাকে বলতেন, হরি আমার কিন্তু ওপারে যাওয়ার সময় হয়ে এল। তুমি কিন্তু এইসময় গ্রাম ছেড়ে কোথাও যাবে না। প্রিয় হরির হাতেই সংকার হবে, এটাই ছিল তাঁদের আশা। এখনও এই কথাগুলো ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।' তিনি যোগ করেন, 'প্রবীণরা আমাকে এসে বলতেন, হরি, তোমার হাতেই আমার দাহ হবে। আর কী অদ্ভুত ব্যাপার, বলে যাওয়ার কয়েকদিন পরেই তাঁরা মারা যেতেন। আমি তাঁদের শেষ ইচ্ছের মর্যাদা রাখতাম। শীতের ঘন কুয়াশা হোক, কিংবা বৃষ্টির রাত আমি ঠিক শ্মশানে পৌঁছে যেতাম।'

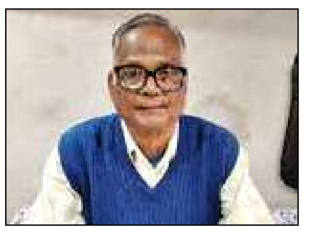
হরিপদ দাস।

কিন্তু হঠাৎ করে এই কাজে কেন? উত্তরে হরিপদ বলেন, 'তখন আমার ২০ বছর বয়স। প্রথমবার বাড়ির পাশের এক ব্যক্তির দেহ সংকার করতে গিয়েছিলাম। ক্রমে সেটাই যেন নেশায় পরিণত হল।'

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, অর্থের অভাবে কারও সংকারের জন্য কাঠ বা অন্য কিছুর অভাব হলে হরিপদ সেই সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দেন। হরিপদ বাড়িতে না পৌঁছানো অবধি অনেক বাড়ি থেকে শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় না।

কাঠামবাড়িতে শিক্ষকতার সূত্রে হরিপদকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সম্বল সরকার। তাঁর কথায়, 'ওনার মতো মানুষই হয় না। নীরবে সমাজের জন্য কাজ করা মানুষ আজকের দিনে বিরল। সংকার সহযোগিতা করা ছাড়াও কত মানুষকে যে উনি নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন তা বলে শেষ করা যাবে না।' রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঞ্জয় ওরাওঁ বলেন, 'উনি আমাদের এলাকার গর্ব। এই বয়সেও উনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন, অনেককিছু শেখার আছে।'

বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেবে পুলিশ

শুভদীপ শর্মা ও সৌরভ দেব

লাটাগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : গোপন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ সংক্রান্ত দক্ষতা বাড়াতে এবার পুলিশের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেবেন বনকর্মীরা। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ, বিশেষ করে গন্ডার সংরক্ষণে যৌথভাবে কাজ করবে পুলিশ ও বন দপ্তর। বিধানসভা নির্বাচনের আগে কোনওভাবে চোরাশিকার বা বন্যপ্রাণ পাচারচক্র যাতে নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য যৌথ নজরদারি আরও জোরালো করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি পুলিশলাইনের কনফারেন্স রুমে পুলিশ প্রশাসন ও বন দপ্তরের কর্তাদের উচ্চপর্যায়ের একটি যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আইজিপি (নর্থবেঙ্গল), জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারের পুলিশ সুপার, বন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ), উত্তর মণ্ডলের বনপাল সহ তিন জেলার একাধিক বনাধিকারিক।

বন দপ্তরের উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি বলেন, 'পুলিশের সাহায্যে বনকর্মীদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যাতে তাঁরা গোপন তথ্য সংগ্রহে আরও দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। পুলিশ ও বন দপ্তরের যৌথ টহলদারি চালানোরও সিদ্ধান্ত হয়েছে।' জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলছেন, 'বন দপ্তরের প্রয়োজনে পুলিশ সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে। যৌথ টহলদারি এবং বনকর্মীদের ইন্টেলিজেন্স সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের বিষয়েও বৈঠকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

প্রেম সপ্তাহে দম্পতি বদল

মণিশংকর ঠাকুর

তপন, ১৩ ফেব্রুয়ারি : আজকাল বৈবাহিক জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে দাম্পত্যের বাইরে প্রেম করার নিদান দিচ্ছেন অনেকে। তাতে নাকি মন ভালো থাকে। এসবই চলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতির ওপর ভিত্তি করে। তবে প্রেম সপ্তাহে তপনে ঘটে যাওয়া একটি অদ্ভুত ঘটনায় এত সমীকরণ কাজ করেছিল কি না, তা অবশ্য জানা যায়নি।

ছবি : এআই

সেখানে এক বিবাহিত তরুণের সঙ্গে গঙ্গারামপুর ব্লকের এক বিবাহিতা বধূর পালিয়ে যাওয়া ঘিরে শুরু হয় টানাপোড়েন। শেষপর্যন্ত বিষয়টি সালিশি বৈঠকে গড়ায়, যেখানে পরিবারের সম্মতিতেই নেওয়া হয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় সাতদিন আগে তপন ব্লকের এক বিবাহিত তরুণের সঙ্গে গঙ্গারামপুর ব্লকের এক বিবাহিতা বধূ বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ওই বধূর একটি সন্তান রয়েছে। এরপর ওই বধূর স্বামী খোঁজখবর শুরু করেন এবং পরে জানতে পারেন, তাঁর স্ত্রী তপনের তরুণের সঙ্গে পালিয়েছেন।

এখানেই ঘটনার ইতি ঘটেনি। অভিযোগ, স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে গঙ্গারামপুরের ওই স্বামীর সঙ্গে তপনের তরুণের স্ত্রীর যোগাযোগ তৈরি হয়। কথাবার্তার সূত্রে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও বাড়ে। এরপর মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে তাঁরাও বাড়ি ছেড়ে চলে যান। এত কম সময়ে ঘটে যাওয়া এই হৃদয়হরণ এলাকায় শোরগোল ফেলে দিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তপনের ওই তরুণেরও দুটি সন্তান রয়েছে। ফলে ঘটনায় দুই পরিবারেই নেমে এসেছে প্রবল অনিশ্চয়তা ও মানসিক চাপ। দুই দম্পতির এই 'এক্সচেঞ্জ ডিল'-এ কার্যত হতবাক এলাকার মানুষ।

সবচেয়ে বেশি টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে সন্তানদের ভবিষ্যৎ ও অভিভাবকত্ব নিয়ে। পরিবারগুলির দাবি, শিশুদের সুরক্ষা ও মানসিক স্থিতি বজায় রাখাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয়, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

শুক্রবার সন্ধ্যায় তপন থানায় উভয়পক্ষের পরিবারকে নিয়ে একটি সালিশি বৈঠক হয়। সেখানে দীর্ঘ আলোচনার পর পরিবারের সদস্যরাই সিদ্ধান্ত নেন, যে যাঁর সঙ্গে বর্তমানে রয়েছেন, ভবিষ্যতে তাঁর সঙ্গেই সংসার করবেন। দুইপক্ষের প্রতি সন্তানদের নিরাপত্তা, লালনপালন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্তানদের স্বার্থে যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয় এবং তাদের মানসিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয়, সে বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করা হয়েছে। প্রয়োজনে আইনি সহায়তার পথও খোলা রয়েছে বলে জানানো হয়। তবে আপাতত দুই পরিবারই পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে নতুন বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

Notice Inviting eBid

The Executive Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT :
1. eNIT No:- 82/KDI/2025-26, Memo No: 78/PS, Dated: 12.02.2026
Bid Proposal submission Start Date : 12/02/2026 at 06.00 PM
Bid Proposal for Submission Closing Date : 26/02/2026 at 06.00 PM
Bid Opening for Technical evaluation date : 28/02/2026.
Sd/- Executive Officer
Karandighi, Uttar Dinajpur

Block Development Officer. Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide-N.I.e.T. No. WB/APD-I/BOD-ET/26/2025-2026. Dt. 10.02.2026. Details may be obtained from website **www.wbtenders.gov.in.** and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the newspaper.
Sd/-Block Development Officer
Alipurduar-I Dev. Block

E-Tender Notice

NIT No.: PBSSM/COB/03/25-26 for procurement of different type of materials relating to Integrated Science Laboratory with Equipments in Secondary Schools, Cooch Behar
The District Education Officer, PBSSM, Cooch Behar invites E-Tender. The details can be obtained from **http://wbtender.gov.in**
Sd/-
District Education Officer

পার্সেল স্থানের জন্যে ই-নিলাম লিজিং

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বিভিন্ন ট্রেনের লিজ এসএলআরের লাইসেন্স প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। বিবরণঃ এসএলআর কোচে পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। রেট ইউনিটঃ প্রতি ট্রিপে লাইসেন্স প্রদানের শুল্ক।

অঙ্কন ক্যাটালগ নং. সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এলইউটি নং.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	ট্রিপস
এএ/১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২	১৩১৪২-এসএলআর-এফ১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৩	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৪	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৫	১৫৭৬৯-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৬	১৩১৪২-এসএলআর-আর১-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৭	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৮	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/৯	১৩১৫০-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১০	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১১	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১২	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৩	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২২-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/১৪	১৫৪১৭-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসএইচটিটি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪৬৯
এএ/১৫	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৬	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-ডিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৭	১৫৭৬৯-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এমএক্সএন-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৮	১৩১৪২-এসএলআর-এফ২-এনওকিউ-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/১৯	১৩১৪৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসডিএএইচ-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬
এএ/২০	১৫৪৮৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-ডিএলআই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	১০৯৬

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-০২-২০২৬ তারিখে ১১.০০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪.৪০ ঘণ্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন। টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।
মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ই-প্রোকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিশ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৬৬/০১৬/২৫-২৬, তারিখ ঃ ১১-০২-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ক্রম. নং:১; টেন্ডার নং ঃ এনজে২৫৫৬৪৮এ;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ০৫-০৩-২০২৬।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন অনুসারে এলসি গেট এবং সিগন্যালের তারের জন্য সম্পূর্ণ সিগন্যাল এবং টেলিকম সরঞ্জাম (রিলে, চার্জার, সেকেন্ডারি সেল) জন্য পোর্টা কেবিন (আকার ৬০৫০ মিমি X ৩০৫০ মিমি X ২৪৪০ মিমি) এবং এর সাথে সম্পর্কিত আনুষাঙ্গিকগুলির সরবরাহ, স্থাপন এবং সম্পাদন। কাজের পরিধির মধ্যে রয়েছে পরিশিষ্ট-এ -এর সাথে সংযুক্ত বৈদ্যুতিক আর্থিং প্রযুক্তিগত বিবরণ সহ সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক আনুষাঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয় ওয়ারিং (মঙ্গুরজান-সূর্য কমল সেকশনে ব্যবহৃত)। **পরিমাণ:** ১২টি।
প্রেরক: - এসএসই/এসআইজি/কিষাণগঞ্জ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।
দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতা ওয়েবসাইটে (**www.ireps.gov.in**) লগ ইন করতে পারেন। উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকার আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফিকেশন সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ব্যবসা/বাণিজ্য

শিলিগুড়িতে বিনাভাড়ায় বাড়িতে বসে সিমেন্ট ও রড নিন। কে.পি. উদ্যোগ, ইস্টার্ন বাইপাস রোড। (M) :- 7699002803/5 (শর্ত প্রযোজ্য)। (C/120433)

অ্যাফিডেভিট

আমি Bijay Serpa পিতা হেমরাজ শেরপা, ঠিকানা রেসকোর্সপাড়া, জলপাইগুড়ি JM 2nd Court, WB এর Affidavit দ্বারা Bijoy Sherpa নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 5186 Dated 7/02/26 Bijay Serpa ও Bijoy Sherpa একই ব্যক্তি। (C/120274)

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M:-9635658503. (C/120443)

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./০৪ অব ২০২৬, তারিখঃ ১১-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/I/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবিতে কভার শেড, গার্ড ওয়াল, সাম্প, অ্যাপ্রোচ রোড এবং ড্রেন নির্মাণ-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ১৩,২৩,০৩,১৪৯.৭৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৮,১১,৫০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে ড্রেন ১৫০০ মিটার (১ মিটার গভীরতা)-এর নির্মাণ, আরও প্ল্যাটের জন্য একটি রুম নির্মাণ, টয়লেট এবং বাথরুম (সম্পূর্ণ সজ্জিত) সাথে আরপিএসএফ জিও-এর মেসে ০১ টি স্যুট এবং ২ টি রুম নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২১,৪৫,১১০.৫৩ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,১০,৭০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কার্সিয়ং-মহানদী-ডিএইচআর-কার্সিয়ং-মহানদীতে অফিস-কাম-ব্যারাক নির্মাণ। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১১,৩১,২৯১.৮৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,৫৫,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১১-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১১-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৪৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৫১৬৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৫১৭৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

অ্যাফিডেভিট

I, Ashoke Kumar Agarwala, S/o- Ramotar Agarwala, of Dinbazar, Ward No:- 04, Near Maszid, PS:- Kotwali, PO & Dt :- Jalpaiguri vide affidavit before Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Jalpaiguri 11/02/2026, declare that in my Sons Abhishek Sanghai's and Subham Sanghai's all documents Father's name is mentioned as Asoke Sanghai. That Ashoke Agarwal, Asoke Sanghai & Asoke Kumar Agarwala is the same & identical person. (C/120279)

•

আমি Manju Rani Singha Sikdar, W/o Asim Sikdar, D/o - Gopal Chandra Singha, Vill - Kasba Mahaso, PO - Mirual, PS Raiganj, Dist Uttar Dinajpur, PIN 733130. আমার ভোটার কার্ডে Manju Rani Singh (Shikdar) ও আধার কার্ডে Manju Rani Singha Sikdar থাকায় গত 11/02/26 তারিখে কর্ণজোড়া রায়গঞ্জ উত্তর দিনাজপুর EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Manju Rani Singha Sikdar, W/o Asim Sikdar ও Manju Singh (Shikdar) W/o Asim Sikdar নামে পরিচিত হইলাম। যা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (120715)

•

গত 27-01-26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে আমি Grace Tigga (Majumder) ও Mari Majumder একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (C/120703)

•

ভোটার ID কার্ড নং UHI2542975, আমার এবং পিতার নাম ভুল নথিবদ্ধ হয়েছে। 8 - নাটাবাড়ি বিধানসভা নির্বাচন তালিকা - 2002, অংশ নং 02, ক্রমিক নং 228 (OLD EPIC NO. WB/01/008/003271) আমার এবং পিতার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 12-02-26 J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Phajle Haque, Phajle Hoque এবং Phajle Rahaman Miya, পিতা Majiruddin Miya, Majiruddin Miah এবং Abdul Majir Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম: ও পো: কালাজানী, থানা : পুণ্ডিবাড়ি, জেলা : কোচবিহার, প:ব:। সর্বত্র আমার সঠিক নাম Phajle Haque, S/o. Majiruddin Miya প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। (C/119565)

•

I, Sangeeta Agarwal, W/o-Asoke Kumar Agarwala, of Dinbazar, Ward No:- 04, Near Maszid, PS:- Kotwali, PO & Dt :- Jalpaiguri vide affidavit before Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, Jalpaiguri 11/02/2026, declare that in my Sons Abhishek Sanghai's and Subham Sanghai's all documents Mother's name is mentioned as Sangeeta Sanghai. That Sangita Agarwal, Sangeeta Sanghai & Sangeeta Agarwal is the same & identical person. (C/120278)

Affidavit

I am Abdul Alwal Ahmed, S/o Abdul Latif Ahmed, resident of Mahish Charu (Kurshamari), PS : Mathabhanga, Dist : Cooch Behar. My name has been recorded as Abdul Alwal Ahamed in place of Abdul Alwal Ahmed in my service record. Hence my name has been rectified from Abdul Alwal Ahamed to Abdul Alwal Ahmed by affidavit on 12.02.2026 at Jalpaiguri 1st class LD J.M Court. It has been declared that Abdul Alwal Ahamed & Abdul Alwal Ahmed is one and same identical person. (C/120133)

Department of Posts, India
Office of the Postmaster General
North Bengal Region
Siliguri-734001

ভারতীয় ডাক
India Post

No: CPT/Dak Adalat/QTLY — শিলিগুড়ি, তারিখ 12.02.2026

সংবাদ লিপি
ডাক আদালত 2026

ডাক আদালত 2025, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র-এর সভাপতিত্বে 06.03.2026 তারিখে 11 টায়, পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001-এর অফিসে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই আদালতে উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রের ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত ধরনের অভিযোগের সমাধান করা হবে। অভিযোগ অবশ্যই রেফারেন্স নম্বর, বিভিন্ন ডাক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত চিঠির তারিখ এবং অভিযোগকারীর মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডি সহ সম্পূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে। অভিযোগটি সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল(মেলস এবং বী.ডী.), পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র, শিলিগুড়ি-734001 এই ঠিকানাতে দিতে হবে যাতে 02.03.2026 তারিখে বা তার আগে স্পীড পোস্ট এর মাধ্যমে বা ই-মেইল আইডি bdntnb@gmail.com তে ই-মেইলের মাধ্যমে পৌঁছে যায়।অভিযোগকারীকে উপরে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে গুগল মিট (ভিডিও কনফারেন্স) এর মাধ্যমে ডাক আদালত 2026-এ উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, গুগল মিট-এর লিঙ্ক সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীর সাথে শেয়ার করে দেওয়া হবে। অন্য যে কোন প্রকার ব্যাখ্যার জন্য সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.) এর সাথে টেলিফোন নম্বর: 0353-2436550 এবং মোবাইল নম্বর 9679248729 / 9475816052 তে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

দ্রষ্টব্য: আইনি বিষয় জড়িত মামলা যেমন উত্তরাধিকার ইত্যাদি এবং নীতিগত বিষয়গুলি উপরোক্ত ডাক আদালতে নেওয়া হবে না।

সহকারী পোস্টমাস্টার জেনারেল (মেলস এবং বী.ডী.)
পোস্টমাস্টার জেনারেল-এর কার্যালয়
উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্র
শিলিগুড়ি - 734001

কর্মখালি

Tally Expert Accountant Required (B.Com Must). M - 8346959533. (C/120705)

SUNSHINE SCHOOL

BIRPARA-ALIPURDUAR, WB-735204, (Affiliated to ICSE & ISC, New Delhi) Applications are invited for the following posts:-PGT-English, Chemistry, P.Ed. PRT-Hindi, Pre Primary: NTT, D.El.Ed., B.Ed. Hand written application with Bio Data and photocopies of Mark Sheets should reach the Principal before 28.02.2026. (C/120441).

VACANCY

Urgent Requirements of PGT-Chem, Phys, TGT. Maths, Bio for a CBSE School in Islampur, U/D. Submit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or in W/P 9064952280, 9734760084.

DELHI PUBLIC SCHOOL

(DPS-Dooars) (under the aegis of the DPS Society, New Delhi) ETHELBARI-ALIPURDUAR-735204 (Affiliated to CBSE - New Delhi) Applications are invited for the following posts :- PGT - English, Computer Science & P.Ed. TGT-English & Math, Dance, Music. Salary will not be a constraint for deserving candidates. Aspiring candidates may forward hand written Application, Bio Data and Mark Sheets to the Principal by 28.02.2026. (C/120441)

অ্যাফিডেভিট

আমি Meghlal Ghosh, আধার কার্ড নং 3784 3093 2135 অনুযায়ী আমার প্রকৃত নাম "Meghlal Ghosh"। কিন্তু আমার ছেলের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে প্রাপ্ত রেজিস্ট্রেশন কার্ড, মার্কশিট এবং অ্যাডমিট কার্ডে (ইন্ডেক্স নং: M4-033) ভুলবশত আমার নাম "Meglal Ghosh" নথিবদ্ধ হয়েছে। আজ ১১/০২/২০২৬ তারিখে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নোটারি অফিসারের সম্মুখে আমি হলফনামা ঘোষণা করছি যে, "Meghlal Ghosh" এবং "Meglal Ghosh" একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120720)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স REGD. নং WB 63 2011 0898204 আমার বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 10-02-26 E.M., সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Rai Charan Barman এবং Rai Charai Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। -Patit Barman, গুড়িয়ারপাড়, পোঃ ছাট রামপুর, থানাঃ তুফানগঞ্জ, জেলাঃ কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/119567)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স REGD. নং WB 63 2012 0945049 আমার বাবার নাম ভুল লিপিবদ্ধ হয়েছে। গত 11.02.26 E.M., সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Abu Bakkar Siddik এবং A. Siddik উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। -Hosen Miah, গ্রাম ও পোঃ পানিশালা, থানাঃ কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার, পঃ বঃ। (C/119568)

•

আমি Mst Firoja Bibi, স্বামী-Abdul Hakim, গ্রাম-আজিজটোলা, পোস্ট-বিলাইমারি, থানা-রতুয়া, জেলা-মালদা। আমার ছেলে Md Naim, তার জন্ম শংসা পত্রে Md Naim রয়েছে এবং জন্মতারিখ 30/10/2010 এটাই সঠিক এবং সত্য। কিন্তু ভুলবশত আধার কার্ডে শুধুমাত্র Naim উল্লেখ রয়েছে এবং জন্ম তারিখ 17/03/2009 হয়ে গিয়েছে। গত ইংরেজি 11/02/2026 তারিখে চাঁচল E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Md Naim এবং Naim একই ব্যক্তি করা হল। (C/120717)

•

আমি Padmabati Sarkar আমার পুত্রের স্কুল সার্টিফিকেটে Poddo Sarkar থাকায় গত ইং 10/2/26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Padmabati Sarkar ও Poddo Sarkar এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। কুর্শামারী, পশ্চিম মল্লিকপাড়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। (A/B)

আজ টিভিতে

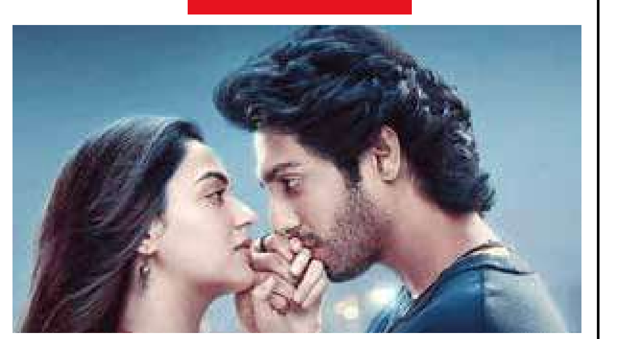
সাইয়ারা সন্ধে ৭.৫৮ সোনি ম্যাক্স-টু

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ তুমি আসবে বলে, বিকেল ৪.০০ বলো না তুমি আমার, সন্ধে ৭.১৫ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.১৫ হাঙ্গামা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৪.০০ প্রতিবাদ, সন্ধে ৭.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ১০.৩০ তবুও ভালোবাসি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ এই ঘর এই সংসার, বেলা ১১.০০ প্রধান, দুপুর ২.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, বিকেল ৫.০০ চিতা, সন্ধে ৭.৩০ হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ, রাত ১০.৩০ কিডন্যাপ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ওরা থাকে ওধারে, সন্ধে ৭.৩০ মন্দিরা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ১০.০০ হম হ্যায় রাহি পেয়ার কে, দুপুর ১.৪০ মেহেন্দি, বিকেল ৪.৪০ রঘুবীর, সন্ধে ৬.৫০ ত্রিদেব, রাত ৯.৪০ কহিঁ পেয়ার না হো যায়ে
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.২২ রাজ, দুপুর ১.৫৯ নসিব, বিকেল ৪.৫২ মেহেরবাঁ, সন্ধে ৭.৫৮ সাইয়ারা, রাত ১০.২০ গ্যার
জি বলিউড : বেলা ১১.৫৩ স্যান্ডউইচ, দুপুর ১.৫৩ জান, বিকেল ৪.৫৩ অজয়, সন্ধে ৭.৫৫ ইন্ডিয়ান, রাত ১১.০৭ পুলিশ অফিসার
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৭ স্যামি-টু, দুপুর ১.৫৯ মঙ্গলবার, বিকেল ৪.৪৫ কার্তিকেয়-টু, সন্ধে ৭.৩০ ব্রুস লি, রাত ১০.১০ স্টেট অফ সিজ টেম্পল অ্যাটাক

সৌম্য চক্রবর্তী এবং ঋতিকা চক্রবর্তী রাঁধবেন গ্রিলড রুই। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

হান্ড্রেড পার্সেন্ট লভ সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা সোনার

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে ফের যোগাযোগ হবে। বাড়ি সংস্কারে ব্যয় বাড়বে। প্রণয়ে জটিলতা। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে নানারকম সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ। অতিভোজনে সমস্যা। মিথুন : বন্ধুর সঙ্গে মতান্তরে মন খারাপ। ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। আর্থিক সমস্যা কাটবে। কর্কট : পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদে স্বস্তি। সিংহ : পুরোনো সমস্যা ফিরে আসায় দুশ্চিন্তা। দাম্পত্যের অশান্তি বাইরের কাউকে বলে সমস্যায়। কন্যা : হঠাৎ কাজে বাধা পড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির খবর পাবেন। তুলা : কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের সাফল্যে ফল পাবেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। বৃশ্চিক : সামান্য কারণ নিয়ে মায়ের সঙ্গে মতান্তর। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমন। ধনু : জীবাণু সংক্রমণে দুশ্চিন্তা। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুলবে। মকর : হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাকেও গুরুত্ব দিন। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। কুম্ভ : কাজ করার ক্ষেত্রে আজ অনীহা আসতে পারে। রাজনীতির ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভেবে নিন। মীন : নতুন জমি, বাড়ি কেনার সুযোগ আসবে। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ আনন্দ দেবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ মাঘ, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১ ফাল্গুন বদি, সংবৎ ১২ ফাল্গুন বদি ২৫ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৬, অঃ ৫।২৮। শনিবার, দ্বাদশী দিবা ৩।৩৫। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।১৫। অসৃকযোগ রাত্রি ৩।৩৮। তৈতিলকরণ দিবা ৩।৩৫ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৪।১৩ গতে বণিজকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধ্যা ৬।১৫ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১২।৪০ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে-দ্বিপাদদোষ, দিবা ৩।৩৫ গতে একপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।১৫ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-নৈর্ঋতে, দিবা ৩।৩৫ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৭।৪০ মধ্যে ও ১।১৬ গতে ২।৪০ মধ্যে ও ৪।৪ গতে ৫।২৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ৪।৪০ গতে ৬।১৫ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৩।৩৫ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্ব্বে নিষেধ, সন্ধ্যা ৬।১৫ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম্ম-বিবাহ-রাত্রি ৭।৩১ গতে ১২।৪০ মধ্যে কন্যা তুলা ও বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিবুকযোগ বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট। পূর্বাহ্ন ১০।০ মধ্যে একাদশীর পারণ। অমৃতযোগ- দিবা ৯।৪৯ গতে ১২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৬ গতে ১০।৩৩ মধ্যে ও ১২।১২ গতে ১।৪৯ মধ্যে ও ২।৩৮ গতে ৪।১৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার বলি একাদশের ছাত্র

নয়ারহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ছোট গাড়ির সঙ্গে বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হল একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের। বৈরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ধাপের স্কুল এলাকায় ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে বৃহস্পতিবার রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতের নাম কৌশিক দাস। কৌশিক মাথাভাঙ্গা বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ছিল। কৌশিকের সহপাঠী শুভজিৎ ঘোষ এবং ছোট গাড়িটির যাত্রী সৌমিত্র দাস এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। শুভজিৎ ও সৌমিত্র বর্তমানে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ময়নাতদন্তের পর কৌশিকের মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ।

কৌশিক ও শুভজিৎ পূর্ব খাটেরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা। সৌমিত্রের বাড়ি মাথাভাঙ্গায়। কৌশিক বৃহস্পতিবার একাদশ শ্রেণির বাংলা পরীক্ষা দিয়েছিল। পরীক্ষার পর সন্ধেবেলা কৌশিক শুভজিৎকে নিয়ে বাইকে করে বৈরাগীরহাটের দিকে যাচ্ছিল বলে জানিয়েছে পরিবার। সেইসময় ধাপের স্কুল এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা আহতদের মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় আহতদের পরবর্তীতে কোচবিহারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওই বেসরকারি হাসপাতালেই কৌশিকের মৃত্যু হয়। কৌশিকের বাবা কার্তিক ঘোষ টোটো চালান। মা কবিতা গৃহপরিচারিকার কাজ করেন। শুক্রবার সকালে হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসিম আলি এবং পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কল্যাণী রায় মৃত ছাত্রের বাড়িতে সমবেদনা জানাতে যান।

হেঁটে হজযাত্রা

নয়ারহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ইসলাম ধর্মপ্রচার ও বিশ্ববাসীর মঙ্গলকামনায় শুক্রবার মজিদুল হক হেঁটে মক্কার উদ্দেশে রওনা দিলেন। তিনি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব খাটেরবাড়ির বাসিন্দা। ২৭ বছর বয়সি মজিদুল বলেন, 'দীর্ঘ এই যাত্রাপথ সম্পূর্ণ করতে তিন-চার বছর সময় লাগতে পারে। বিশ্বের ২৬টি দেশ ঘুরে গন্তব্যে পৌঁছাতে হবে।'

১২ ঘণ্টা জামালদহ বনধের ডাক

ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে নয়া মোড়

প্রতাপকুমার ঝাঁ

জামালদহ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জামালদহের নাবালিকা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় নয়া মোড়। শুক্রবার মৃত পরীক্ষার্থীর পরিবারের তরফে মেখলিগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। সেখানে জনৈক প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে কুপ্রস্তাব দেওয়া, ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেল করা, এমনকি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ তোলা হয়েছে নাবালিকার পরিবারের তরফে। মৃতার মোবাইল ফোন থেকে অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে তার কথোপকথনের তথ্য মিলেছে বলে পরিবারের দাবি। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জামালদহ সচেতন হিন্দু সমাজ নামে একটি সংগঠনের তরফে রবিবার জামালদহে ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে।

- প্রতিবেশী তরুণের বিরুদ্ধে নাবালিকাকে কুপ্রস্তাব দেওয়া, এমনকি প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ জানানো হয়েছে
- জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের অভিযোগ
- মৃতার মোবাইল ফোন থেকে অভিযুক্তর সঙ্গে তার কথোপকথনের তথ্য মিলেছে বলে পরিবারের দাবি

> **মৃত স্কুল ছাত্রীর পরিবারের তরফে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে**
>
> **তন্ময় মুখোপাধ্যায়**
> অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মাথাভাঙ্গা

কয়েকদিন আগে জামালদহের বাসিন্দা আরেক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল জনৈক ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল এলাকা। তার রেশ না কাটতেই এবার নতুন ঘটনায় ফের উত্তাপ ছড়ায় এলাকায়। অভিযোগ সামনে আসার পরেই ওই তরুণের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে, অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে মৃত পরীক্ষার্থীর পরিবার। এদিন বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ ময়নাতদন্তের পর মাথাভাঙ্গা থেকে দেহ ফেরে। স্থানীয় স্কুল সংলগ্ন ১৬এ রাজ্য সড়কের ওপর অ্যাম্বুল্যান্স আটকে সুবিচারের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। এদিকে, বিক্ষোভের জেরে বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল এলাকায়। পুলিশি প্রহরায় অ্যাম্বুল্যান্সে করে দেহ নিয়ে আসা হয় বাড়িতে। তবে জামালদহ শ্মশানে প্রবেশের মুখে ফের দেহ আটকে, পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলারা। মৃতার মা বলেন, 'যার জন্য আমার কোল খালি হল তার বিচার চাই। কে করবে বিচার? আমার মেয়েকে প্রতিনিয়ত উত্ত্যক্ত করা হত। আমরা দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।' জামালদহ সচেতন নাগরিক মঞ্চের তরফে ভক্ত রায় বলেন, 'নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডের পর এবার আরও একটি মেয়ের মৃত্যু হল। এর দায় কে নেবে? দোষীর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা না হলে আন্দোলন জারি থাকবে।'

মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তন্ময় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পথ অবরোধ হয়নি। মরদেহ নিয়ে যাওয়ার সময় পরিবারের লোকজন রাস্তায় জড়ো হয়েছিলেন। তাই রাস্তা আটকে যায়। তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এসেছে।' তিনি আরও বলেন, 'মৃত স্কুল ছাত্রীর পরিবারের তরফে মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

সেন্ট্রাল ব্যাংকের কৃষিঋণ কর্মসূচি

নিউজ ব্যুরো

১৩ ফেব্রুয়ারি : সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার রিজিওনাল কার্যালয়ের উদ্যোগে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায় বিশেষ কৃষিঋণ আউটরিচ কর্মসূচি হল। শুক্রবার এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতি বিকাশের লক্ষ্যে কৃষিঋণের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে ব্যাংকের কর্মকর্তারা বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়া গ্রাহকদের মধ্যে ঋণের আবেদন প্রক্রিয়া, সুদের হার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। দুই জেলা মিলিয়ে এদিন ৫৫ কোটি টাকা কৃষিঋণ বণ্টিত হয়েছে। সেখানে সেন্ট্রাল ব্যাংকের কলকাতা জোনাল কার্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার নরেশ ঠাকুর, রিজিওনাল হেড কৃষ্ণ মাধব, ডেপুটি রিজিওনাল হেড অশোক কুমার, লিড ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার জেএন ঝা ও লিপিকা রায় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিতর্ক পিছু ছাড়ছে না গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের

অপসারিত রেজিস্ট্রার

মালদা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বিতর্ক কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। এবার ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অপসারণকে কেন্দ্র করে অধ্যাপকদের বিক্ষোভের জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল শুক্রবার। বৃহস্পতিবার রাতে উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্য তাঁর নিজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা, ১০(৬) ধারা প্রয়োগ করে অপসারণ করেছেন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাসকে। তাঁর জায়গায় সেই পদে নিয়োগ করা হয়েছে দর্শনের অধ্যাপক জ্যোৎস্না সাহাকে। এদিন সকালে বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন অধ্যাপকরা। কী এমন ঘটনা ঘটেছে যাতে উপাচার্যকে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হল, তা জানতে চেয়ে উপাচার্যের ঘরেই ভিড় করেন তাঁরা। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা অবধি চলে সেই হট্টগোল।

ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার বিশ্বজিৎ দাসকে অপসারণ করা হল কেন? এই প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য বলেন, 'বিশ্বজিৎ দাস কিছুদিন আগে ২৬ দিনের জন্য চাইল্ড কেয়ার গ্রাউন্ডে ছুটির আবেদন করেন। এতদিন রেজিস্ট্রার ছুটিতে থাকলে বেতনের সময় সমস্যা হতে পারে। নানারকম কাজকর্মের অসুবিধা হতে পারে। তাই উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে তাঁকে অপসারণ করা হয়েছে।'

এদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য আসতে না আসতেই তাঁর ঘরে ভিড় করেন অধ্যাপকরা। উপাচার্যের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। উত্তেজিত হয়ে উপাচার্যের দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করতে দেখা যায় অধ্যাপকদের। এরপরেই উপাচার্যের দপ্তরে শুরু হয় ধর্না। অপসারিত বিশ্বজিতের মন্তব্য, 'উপাচার্য তাঁর ক্ষমতাবলে আমাকে অপসারণ করতেই পারেন। কিন্তু প্রথমেই লিখিতভাবে না করে মৌখিকভাবে বলতে পারতেন।' তাঁর আরও বক্তব্য, 'তাঁর সঙ্গে আমার কাজ করতে কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না। তবে তাঁর অসুবিধা হচ্ছিল কি না তা আমি বলতে পারব না। কেবল এটুকু বলতে পারি, যে দুই বছর আমি রেজিস্ট্রার ছিলাম, সেই সময়ে গাড়ি-বাড়ির মতো কোনও সুযোগ-সুবিধা আমি গ্রহণ করিনি।'

আর রেজিস্ট্রার অপসারণ নিয়ে উপাচার্য আশিস ভট্টাচার্যের প্রতিক্রিয়া, 'আমি যা করেছি আইন মেনেই করেছি। রাজ্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে করেছি।'

যদিও উপাচার্যের বক্তব্যকে পুরোপুরি খণ্ডন করেছেন ওয়েবকুপার সদস্য তথা গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সনাতন দাস। তাঁর অভিযোগ, 'উপাচার্য আইন মেনে কাজ করেননি। রেজিস্ট্রার বলে কি বিশ্বজিৎ ছুটি নিতে পারবেন না? কোথায় কোন আইনে এমনটা লেখা রয়েছে? আমাদের বক্তব্যের সদুত্তর না পেলে সোমবার থেকে আবার আমরা বিক্ষোভে বসব।'

সাহেবগঞ্জে পুলিশের সঙ্গে ধৃত সুকুমার বর্মন।

কাফ সিরাপ সহ ধৃত পদ্ম নেতা

অমৃতা দে

সিতাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি : সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দিনহাটা বিধানসভার সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবপ্রসাদ মোস্তাফি এলাকায় এক ব্যক্তিকে কাফ সিরাপ পাচার করার সময় গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম সুকুমার বর্মন। সুকুমার সিতাই বিধানসভার আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিলদুয়ার এলাকার বিজেপির ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি। সুকুমারের স্ত্রী শিবানীর দাবি, রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই পুলিশ তাঁর স্বামীকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। শিবানী বলেন, 'বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটে নাগাদ শিলদুয়ার জুনিয়ার হাইস্কুল সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়ি হঠাৎ আমার স্বামীর বাইকের সামনে এসে দাঁড়ায়। এরপর পুলিশ বাইক সহ আমার স্বামীকে তুলে নিয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরও ওর সন্ধান না পাওয়ায়, আমরা সিতাই থানায় সন্ধে আটটা নাগাদ নিখোঁজ ডায়েরি করি। ডায়েরিতে আমার স্বামীর বাইকের নম্বরের কথা পর্যন্ত উল্লেখ করা আছে। আমার স্বামী সক্রিয়ভাবে বিজেপি করেন। তাই ওকে ফাঁসানো হচ্ছে।'

অভিযোগ অস্বীকার করে সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিত শা বলেন, 'গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে ওই এলাকায় নাকা তল্লাশির সময় সন্দেহ হওয়ায় একটি মোটরবাইককে দাঁড় করানো হয়। তল্লাশি চালানোর সময় বিপুল পরিমাণে কাফ সিরাপ উদ্ধার করা হয় এবং ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।' গ্রেপ্তারির পিছনে রাজনৈতিক অভিসন্ধির বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে অজিত বলেন, 'আইন আইনের পথেই চলছে। ধৃতের বিরুদ্ধে মাদকবিরোধী আইনে মামলা করা হয়েছে। শুক্রবার অভিযুক্তকে কোচবিহার আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

আদালতে যাওয়ার সময় সুকুমার সাংবাদিকদের বলেন, 'আমাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। এর পিছনে

তৃণমূলের বিরুদ্ধে ফাঁসানোর অভিযোগ

সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়ার হাত রয়েছে। তিনি সিতাই এলাকায় কোনও বিজেপি নেতাকেই কাজ করতে দিচ্ছেন না।'

অভিযোগের উত্তরে জগদীশ বলেন, 'এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। দলের কোনও নেতা যদি মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাঁকে বিজেপি নেতৃত্ব কেন আশ্রয় দিচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের দলের এক অঞ্চল নেতা মাদক কারবারে জড়িয়ে থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন, তৃণমূল কিন্তু ওই নেতাকে আশ্রয় দেয়নি।'

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিজেপির জেলা কমিটির সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, 'পুলিশ রেকর্ড খতিয়ে দেখুক যাঁদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, তাঁদের কি মাদক সংক্রান্ত অপরাধ করার কোনও ইতিহাস আছে? ওই এলাকায় বিজেপির সংগঠন শক্তিশালী, তাই ইচ্ছে করে বিজেপি নেতাদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে।'

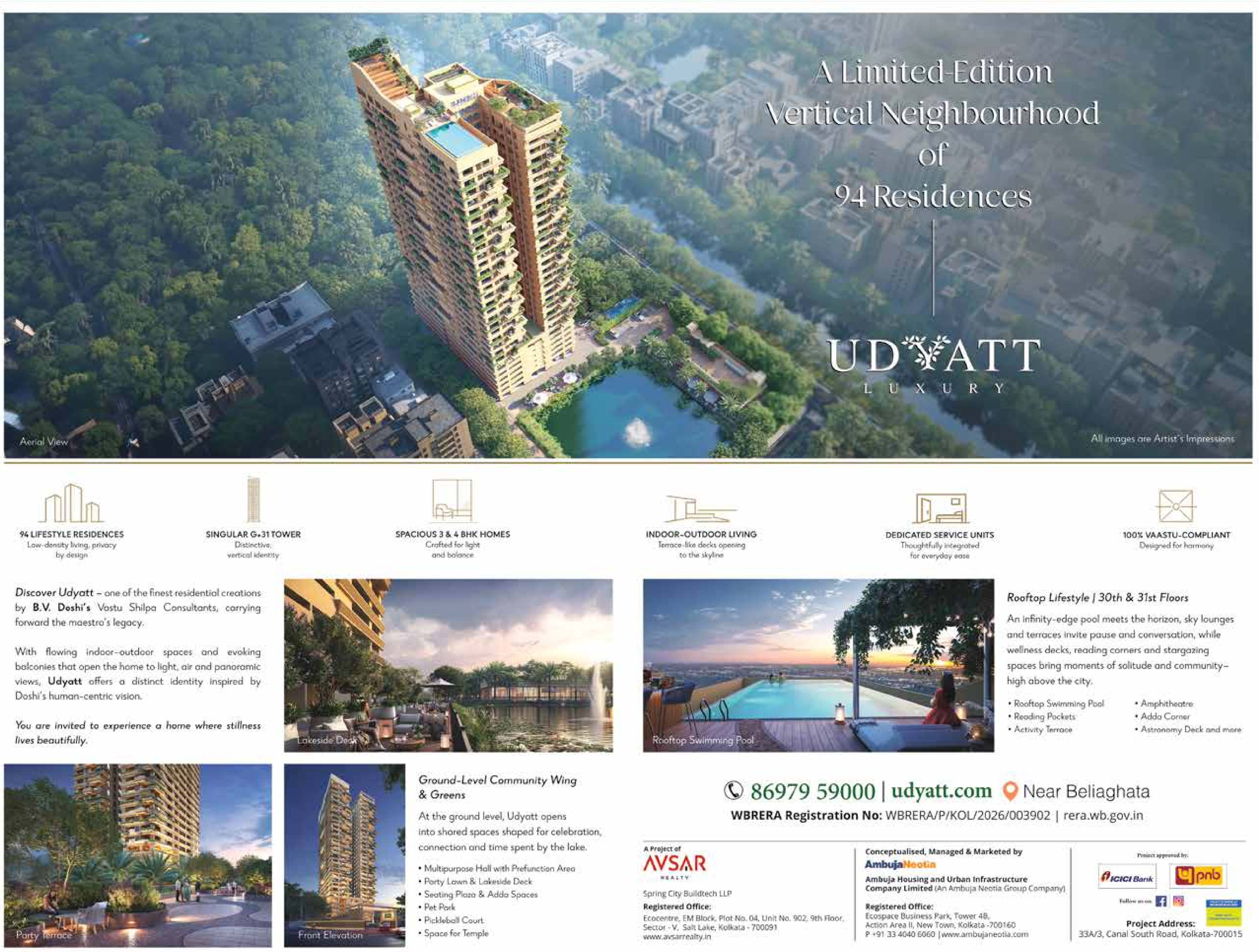

দ্বিতীয় ভাষায় ছাত্রীদের গরহাজিরা বেশি

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষায় ছাত্রীদের তুলনায় ছাত্রদের অনুপস্থিতি বেশি ছিল কোচবিহারে। কিন্তু শুক্রবার দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষায় ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের অনুপস্থিতির সংখ্যা অনেকটাই বাড়ল।

শিক্ষা সংসদ সূত্রে খবর, কিছুদিন আগে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য ফর্ম ফিলআপ করেও গত বৃহস্পতিবার উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম পরীক্ষার দিন জেলায় মোট অনুপস্থিত ছিল ৪২৫ পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ছাত্র ছিল ২৯৭ জন ও ছাত্রী ছিল মাত্র ১২৮ জন। এই অবস্থায় শুক্রবারের পরীক্ষায় অনুপস্থিতির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৪৫। এর মধ্যে ছাত্রীর অনুপস্থিতির সংখ্যা ৩৯৮।

শুক্রবার নিয়মিত ও পুরোনো সিলেবাস মিলিয়ে মোট পরীক্ষা দেবার কথা ছিল ২১ হাজার ২৮০ জনের। বিষয়টি নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কোচবিহার জেলার যুগ্ম আহ্বায়ক মানস ভট্টাচার্য বলেন, 'ইংরেজি পরীক্ষায় ছাত্রীদের অনুপস্থিতির সংখ্যা কেন এত বাড়ল, এর পেছনে কী কারণ রয়েছে বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখব।'

বাইক পিষল ট্রাক

মাথাভাঙ্গা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার বেলা আড়াইটা নাগাদ মাথাভাঙ্গা-শীতলকুচি সড়কের কাউয়ারডাঙার দ্রুতগামী ট্রাকের চাকায় পিষে যায় একটি মোটরবাইক। বরাত জোরে বেঁচে যান বাইকচালক। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অন্য একটি গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে একই দিকে যাওয়া একটি মোটরবাইককে পিষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে চলে যায় সিমেন্টবোঝাই ট্রাকটি। বাইকচালকের হেলমেট থাকায় তিনি ছিটকে রাস্তার উলটোদিকে পড়ে প্রাণে রক্ষা পান।

চিকিৎসা শিবির

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাউয়াগুড়ি স্কুলে ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা শিবির হল। এদিন শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক ও কর্মীরা। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মনের কথায়, মাথাভাঙ্গা বিধানসভাজুড়ে বিভিন্ন গ্রামে ভ্রাম্যমাণ এই মেডিকেল ভ্যান পৌঁছে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিষেবা দিচ্ছে বিনা পয়সায়। এর ফলে অনেকে উপকৃত হবেন।

ছোট্ট তারা

সুস্মিতা আর্য ধলডাবরি হাইস্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি নৃত্যে বেশ পারদর্শী এই খুদে।

পরকীয়ার ভিডিও ভাইরালে বিতর্ক, চাপে তৃণমূল

পঞ্চায়েত সদস্যকে বেঁধে মার

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : পরকীয়ার অভিযোগে ঘর থেকে আটক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য। পরনে স্বল্প বসন। তাঁকে বেঁধে রাখা হয়েছে গাছে। আশপাশে তখন প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়ে। গাছে বেঁধে রাখা ব্যক্তির সামনে চলছে টাকাপয়সার লেনদেন। এমনই এক ভাইরাল ভিডিও (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) ঘিরে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে দিনহাটা মহকুমায়। দলের পঞ্চায়েত সদস্যের এহেন ভিডিও ভাইরালে চাপে পড়েছে শাসক শিবির। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

গাছে বেঁধে রাখা ব্যক্তি দিনহাটা-১ ব্লকের পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাখোড়ার ৬/২০৪ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্য। প্রায় পাঁচ মিনিটের ওই ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, গ্রামবাসীর একাংশ তাঁকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করছেন এবং এক মহিলা ও এক পুরুষের মধ্যে আর্থিক লেনদেন হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মাশানপাট গরকুড়া এলাকায় একটি ঘর থেকে ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে এক মহিলার সঙ্গে আটক করেন গ্রামবাসীরা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, ঘটনার পর তাঁকে গাছে বেঁধে রাখা হয়। পরে ধীরে ধীরে লোকজন জমায়েত হলে বিষয়টি টাকাপয়সার মাধ্যমে মিটমাট করা হয়। তবে সেই সময়ই কেউ গোটা ঘটনার ভিডিও রেকর্ড করে রাখেন, যা পরে সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়।

গ্রামবাসীর অভিযোগ, ওই পঞ্চায়েত সদস্য মাঝেমধ্যেই ওই মহিলাকে নিয়ে এলাকায় আসতেন, যার ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছিল। একাধিকবার সতর্ক করা হলেও তিনি ক্ষমতার বলে সাধারণ মানুষকে পাত্তা দেননি। যার জেরে মানুষের মধ্যে একটা ক্ষোভ ছিলই। এহেন ঘটনা সামনে আসায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল। বিধানসভা নির্বাচনের আগে এমন ঘটনায় প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না অনেকেই। তবে পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শিল্পীরানি ব্যাধ দাবি করেন, এটি রাজনৈতিক চক্রান্ত। তাঁর বক্তব্য, যে এলাকায় ওই ঘটনা ঘটেছে সেটি বিজেপির সক্রিয় এলাকা এবং পরিকল্পিতভাবে শাসকদলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে।

যদিও বিজেপির স্থানীয় নেতা কৃষ্ণকমল বর্মন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি চায়, কোনওভাবেই যেন এলাকার সামাজিক পরিবেশ নোংরা না হয়। যদিও এই পঞ্চায়েত সদস্যর কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ভাইরাল ভিডিও ও পালটা রাজনৈতিক অভিযোগে দিনহাটার এই ঘটনা এখন জেলাজুড়ে চর্চার কেন্দ্রে।

- পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজাখোড়ার ৬/২০৪ নম্বর বুথের পঞ্চায়েত সদস্যকে এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়ার অভিযোগে আটক করা হয়
- তাঁকে গাছে বেঁধে রেখে টাকার লেনদেন করার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল
- এই ঘটনায় বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল

যে এলাকায় ওই ঘটনা ঘটেছে সেটি বিজেপির সক্রিয় এলাকা এবং পরিকল্পিতভাবে শাসকদলের ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা হয়েছে। আমরা এই চক্রান্তের প্রতিবাদ করছি।

শিল্পীরানি ব্যাধ প্রধান,
পেটলা গ্রাম পঞ্চায়েত

মাটি পাচারের জন্য এই রাস্তা বানিয়েছে মাফিয়ারা। দিনহাটায়। -সংবাদচিত্র

বানিয়াদহের মাটি পাচার

নীরব প্রশাসন

দিনহাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দিনহাটা-১ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বানিয়াদহ নদী থেকে অবৈধভাবে মাটি কেটে পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এইভাবে মাটি কাটার ফলে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে। আগামীদিনে বড় ধরনের ভাঙনের আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। প্রশাসনের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে কীভাবে এই বেআইনি কাজ চলতে পারে, এই প্রশ্ন তুলেছেন একাংশ। এমনকি এই কারবারে রাজনৈতিক নেতাদের ইন্ধন রয়েছে বলেও অভিযোগ।

গোটা বিষয়টি নিয়ে দিনহাটা-১ ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক কল্যাণ নাথের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিমলচন্দ্র রায়ের দাবি, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নন। তাঁর কথায়, 'আমার কাছে কেউ কোনও লিখিত বা মৌখিক অভিযোগ করেনি।'

বানিয়াদহ নদীর ওপর নেতাজি সেতু। ওই সেতুটিই বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দাদের কাছে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন। স্থানীয়দের দাবি, প্রায়ই সেতুর ওপর দাঁড়ালে নদীর বেহাল অবস্থা ও ট্রলিতে মাটি তোলার দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। ভোর থেকে একাধিক ট্রলি নেতাজি সেতুর সামনে দিয়ে নদীর ঘাটে নেমে পড়ে। এরপর দেদার মাটি কেটে ট্রলিতে ভরে তা গ্রামীণ রাস্তা ধরে দিনহাটা শহরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। শহর ছাড়া অন্য বেশ কিছু গ্রামে সেই মাটি পাচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক গ্রামবাসীর অভিযোগ, মাটি পাচার কারবারের সঙ্গে স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের পাশাপাশি পঞ্চায়েতের একাংশও যুক্ত রয়েছে এবং এলাকাজুড়ে একটি চক্র সক্রিয় রয়েছে। তবে ভয়ে কেউ মুখ খুলছেন না। সব মিলিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দ্রুত মাটি পাচার পদক্ষেপ না করলে আগামীতে নদীতে পাড়ভাঙন দেখা দিতে পারে বলেও দাবি।

ব্যস্ত।। লাটপাঞ্চারে ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার ডাঃ সৈকত সানা।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

কাটমানি না দেওয়ায় আবাসে নাম বাদ!

পচা শেখের অভিযোগে চাঞ্চল্য দিনহাটায়

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্প থেকে এক ব্যক্তির নাম কাটা যাওয়া নিয়ে দিনহাটা-২ ব্লকে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। অভিযোগকারী ব্যক্তির নাম পচা শেখ। ঘটনাটি চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগরেরবাড়ি-২ নম্বর এলাকার ৭/১৯৪ নম্বর বুথের। অভিযোগকারীর এই প্রকল্পের ঘর না পাওয়া নিয়ে এক পঞ্চায়েত সদস্যর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর অভিযোগ, ঘর পেতে হলে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে টাকা দিতে হবে। সেই টাকা না দেওয়ায় তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে।

পচা জানান, তিনি দীর্ঘদিন আগে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের জন্য আবেদন করেন। তাঁর দাবি, সার্ভে লিস্টে তাঁর নাম ছিল SL No-3302 এবং আইডি নম্বর ছিল 118025284, পাশাপাশি PWL নম্বর ছিল 1597। অথচ পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন, চূড়ান্ত তালিকায় তাঁর নামই নেই। কেন নাম বাদ পড়ল, সেই বিষয়টি জানতে তিনি স্থানীয় স্তরে খোঁজখবর শুরু করেন। অভিযোগকারীর বক্তব্য, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ইয়াজউদ্দিন শেখ তাঁর কাছে ঘর পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ১০ হাজার টাকা দাবি করেন। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে তিনি সেই টাকা দিতে অস্বীকার করেন। এরপরই তালিকাভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়। পচা বলেন, আমাকে পরে জানানো হয় আমার বাড়িতে নাকি একটি পাকা ঘর আছে, সেই কারণে আমি ঘরের দাবিদার নই। কিন্তু বাস্তবে আমার বাড়ি সম্পূর্ণ কাঁচা।

এই ঘটনার পর তিনি একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছেও যান। তাঁর অভিযোগ, বিষয়টি জানানোর পর প্রধান তাঁকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলেন। সেই অনুযায়ী দিনহাটা-২ ব্লকের বিডিও অফিসে ওই পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য ইয়াজউদ্দিন শেখ বলেন, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। আমার বুথে ২১০ জনের নাম তালিকায় ছিল। তারমধ্যে ফাইনাল লিস্টে ১৩৫ জনের নাম এসেছে। বাকিরা কী কারণে পাননি, জানি না। তাঁদের মধ্যে একজন এই পচা শেখ।

অন্যদিকে, চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাধারানি বর্মন অভিযোগগুলি অস্বীকার করে জানান, ওই ব্যক্তির কাছে কেউ টাকার দাবি করেননি। কী কারণে ঘরের তালিকা থেকে নাম বাদ পড়েছে, সেটা আমরা স্পষ্টভাবে জানি না। তবে তাঁর তোলা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে তদন্ত হলে প্রকৃত সত্য সামনে আসবে বলেই মনে করছেন সকলে।

ঘর পেতে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য আমার থেকে টাকা দাবি করেন। কিন্তু আমি সেই টাকা দিতে না পারায় আমার নাম কেটে দেওয়া হয়েছে।

পচা শেখ
বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আবেদনকারী

হুমকিতে বিতর্ক

শীতলকুচি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের 'খেলা হবে' কর্মসূচির মঞ্চ থেকে এক নেত্রীর মন্তব্য ঘিরে শীতলকুচিতে বিতর্ক ছড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার রথেরডাঙ্গার সভায় তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহর স্ত্রী তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কল্পনা দাস গুহর একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কল্পনা মঞ্চে বলছেন, 'এবার শুধু রবীন্দ্রসংগীত নয়, কোথাও কোথাও ডিজেও বাজবে।' সেইসব বিজেপির বন্ধুদের বলছি, যাঁরা একটু লাফাচ্ছেন, তড়পাচ্ছেন- একটু কম করবেন। যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিচ্ছেন, তাঁরা এবার একটু ভেবেচিন্তে দেবেন। পরবর্তীতে যে উন্নয়নগুলি হবে, সেগুলোর হিসেব রাখব আমরা। অনেক ছেড়েছি, আর ছাড়ব না।' এহেন মন্তব্যের নিন্দা করেছেন সাধারণ মানুষ থেকে বিরোধী বিজেপি। শীতলকুচি বিধানসভার কনভেনার কনকচন্দ্র বর্মন বলেন, ওদের কথাতেই স্পষ্ট, ভোটে সন্ত্রাস ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করার ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ভোটবাক্সে তার জবাব দেবে। বিষয়টি জানা নেই বলে মন্তব্য তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের।

পোরো বিটের জঙ্গলে দেহ উদ্ধার

কালচিনি ও সোনাপুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বৃহস্পতিবার রাতে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা টহলদারির সময় পোরো বিটের জঙ্গলে একটি দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা বছর পঁয়তাল্লিশের ওই ব্যক্তি সম্ভবত ভবঘুরে ছিলেন। পথ ভুলে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছিলেন। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে ওই ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বাবুরহাট বাজারের মানুষের খুলি উদ্ধার ঘিরে শোরগোল পড়ে যায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় হঠাৎ ওই খুলি দেখতে পান স্থানীয়রা। বাবুরহাটে মহাসড়কের কাজ চলছে। মহাসড়কের কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে এনে মাটি ফেলা হচ্ছে। সেই মাটিতেই ওই খুলি পাওয়া যায়। স্থানীয়রা খবর দেয় সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশে। পড়ে পুলিশ গিয়ে ওই খুলি উদ্ধার করে।

দুই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, জঙ্গলে যাঁর দেহ উদ্ধার হয়েছে তিনি কোনও বন্যপ্রাণীর হামলার শিকার হয়ে থাকতে পারেন। তার জেরেই সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

টিকাকরণ

দেওয়ানহাট, ১৩ ফেব্রুয়ারি : প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে শুক্রবার দেওয়ানহাট ব্লক প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পথকুকুর, পোষ্য কুকুর ও বিড়ালদের বিনামূল্যে জলাতঙ্ক রোগের টিকা দেওয়া হয়। ৪০ জন প্রাণী পালককে নিয়ে প্রাণীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, তাদের চিকিৎসা ও পশু ক্লেশ নিবারণ সম্বন্ধে আলোচনা শিবির হয়।

ভিত্তিপ্রস্তর

মাথাভাঙ্গা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা কলেজে মনীষী পঞ্চানন বর্মার পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই কাজে উদ্যোগ নিয়েছে মাথাভাঙ্গা কলেজ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। অ্যালামনাই সূত্রে খবর, ২৭ ফেব্রুয়ারি কলেজ প্রাঙ্গণে মূর্তি বসানো হবে। এই কর্মসূচিতে বহু প্রাক্তনীও অংশগ্রহণ করেন।

উন্নতিতে বাধা, দুর্বল কলেজ ফান্ড

শুভজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ২০২৫-এর ২৪ জানুয়ারি মেখলিগঞ্জ কলেজ পরিদর্শনে এসেছিল ন্যাকের পিয়ার টিম। ১৯৯৬ সালের ২২ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত মেখলিগঞ্জ কলেজে এই প্রথমবার ন্যাক পরিদর্শন করেছিল। প্রথমবারেই 'বি' গ্রেড পেয়েছিল মেখলিগঞ্জ কলেজ। কলেজের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন ন্যাকের পিয়ার টিমের সদস্যরা। পাশাপাশি এনসিসি চালু, উত্তরদিকের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ছাত্রছাত্রীদের জন্য হস্টেল তৈরি, স্নাতকোত্তর পর্যায় চালু সহ বেশ কিছু বিষয়ে কলেজকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল ন্যাকের পিয়ার টিমের তরফে। সেই পরিদর্শনের এক বছর পূর্ণ হলেও সেইসব পরামর্শ বাস্তবায়ন করতে পারেনি মেখলিগঞ্জ কলেজ কর্তৃপক্ষ। পরিকাঠামোগত উন্নতি না ঘটার পেছনে টাকাপয়সাই মেখলিগঞ্জ কলেজের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা।

মেখলিগঞ্জ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মিঠু দেব বলেন, 'ন্যাকের তরফে যে পরিকাঠামো উন্নয়নের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল তা বাস্তবায়নের মতো টাকা কলেজ ফান্ডে নেই। কলেজের গ্রন্থাগারে বই কেনার জন্য ডিপিআইকে আবেদনের কাজ চলছে। আমরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে একাধিকবার আলোচনা করেছি। তাঁরা আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।' একটা সময় সীমান্ত ঘেঁষা মেখলিগঞ্জের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার জন্য ছুটতে হত পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ি কিংবা পার্শ্ববর্তী মহকুমা মাথাভাঙ্গা বা জেলা শহরের কলেজগুলিতে। এই কলেজ তৈরির পর নানা প্রতিবন্ধকতাকে পেছনে ফেলে কলেজে পড়ুয়ার সংখ্যা আজ প্রায় এক হাজারের ওপরে। কিন্তু এখনও মেখলিগঞ্জ কলেজের পরিকাঠামোগত খামতি রয়ে গিয়েছে। সেইসব খামতি মেটানোর দাবিতে সরব ছাত্রছাত্রীরাও। ছাত্র অসীম বর্মন বলেন, 'বাইরের কলেজগুলিতে পরিকাঠামো অনেক উন্নত। যার ফলে প্রচুর ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা নিতে বাইরের কলেজে চলে যায়। মেখলিগঞ্জ কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটলে তারা আর বাইরে যাবে না।' বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'কলেজের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়টি দেখা হবে।'

- ২০২৫-এর ২৪ জানুয়ারি ন্যাকের ভিজিটে বি-গ্রেড পায় মেখলিগঞ্জ কলেজ
- এনসিসি চালু, প্রাচীর নির্মাণ, হস্টেল তৈরির জন্য কলেজকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল
- এক বছরেও সেই কাজ করে উঠতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষ

পঞ্চায়েতের অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্স

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ২০১৫ সালে তৎকালীন নাটাবাড়ির বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষের (রবি) এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে সাড়ে ৮ লক্ষ টাকায় ধলপল-২ পঞ্চায়েতকে একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুল্যান্স দেওয়া হয়েছিল। দুই বছর চলার পর সেই অ্যাম্বুল্যান্সটি খোলা আকাশের নীচে গুড়িয়াপাড়ে রোদ-বৃষ্টিতে নষ্ট হচ্ছে। এই অ্যাম্বুল্যান্সটি ধলপল-২ পঞ্চায়েতের ছাটরামপুর, ছাটগেন্তিগুড়ি, বিলসি, বালাপুকুরি সহ বিভিন্ন জায়গার এলাকাবাসীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্থানীয় নাজমা খাতুনের কথায়, 'এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স না থাকায় বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে প্রাইভেট গাড়িতে তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। এতে ভাড়া অনেক বেশি পড়ে। বহু বছর থেকে অ্যাম্বুল্যান্সটি নষ্ট হয়ে পড়েছে। মেরামত করে পুনরায় চালু করলে আমাদের সুবিধা হয়।' যদিও ধলপল-২ পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতমী দাস বলছেন, 'অ্যাম্বুল্যান্সটি চালু করা যায় কি না সে ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।'

এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'সেসময় আমার কাছে ধলপল-২ পঞ্চায়েত অ্যাম্বুল্যান্সের দাবি করেছিল। এলাকাবাসীর সুবিধার জন্য সাড়ে আট লক্ষ টাকায় একটি অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সটি তারা চালু রাখতে পারেনি।'

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ পঞ্চায়েত এলাকায় জনসংখ্যা ২০ হাজারের বেশি। এলাকায় হাইস্কুল রয়েছে ২টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ১১টি, এসএসকে ৬টি, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ২৬টি ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে তিনটি। এলাকার যা বহর ও জনসংখ্যা তাতে একটি অ্যাম্বুল্যান্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পঞ্চায়েতের রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অ্যাম্বুল্যান্সটি রোদ-বৃষ্টিতে বাইরে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। দুই বছর ভালোভাবে পরিষেবা দেওয়া গেলেও বাকি সময় কেন পরিষেবা দেওয়া গেল না এই বিষয়ে উঠেছে প্রশ্ন। স্থানীয় বাসিন্দা তপন রায়ের দাবি, 'মূল্যবান একটি অ্যাম্বুল্যান্স চোখের সামনে নষ্ট হচ্ছে, তাতে প্রশাসনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। জনগণের কথা তারা চিন্তা করে না। জনগণের স্বার্থে অ্যাম্বুল্যান্সটি মেরামত করে দ্রুত চালু করা হোক।'

কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ সভাপতি উৎপল দাসের প্রতিক্রিয়া, 'তৃণমূল কাটমানিতে বিশ্বাসী। নাগরিক পরিষেবা চুলোয় যাক, তাতে তাদের যায় আসে না। নিজেদের পকেট ভরাতেই তারা ব্যস্ত। তাই আজ অ্যাম্বুল্যান্সটি রোদ-বৃষ্টিতে পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে।'

রোদ-বৃষ্টিতে এভাবেই পড়ে থাকে বিধায়কের দেওয়া অ্যাম্বুল্যান্স।

ভেষজ আবিরে রাঙাবেন মদনমোহন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দোল উৎসবে আজকের দিনে রকমারি আবিরের অভাব নেই। কিন্তু সেগুলির অধিকাংশই কেমিক্যাল মেশানো। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই আবহে ~~নাটাবাড়ির মহিলাদের~~ তৈরি ভেষজ আবিরে রাঙানো হবে মদনমোহনকে। দোল উৎসব এগিয়ে আসতেই নাটাবাড়ির চাড়ালজানি গ্রামে এখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা। কেউ নিজের জমি থেকে তুলে আনছেন বিট। কেউ বাছাই করছেন পালং শাক। আবার কেউ মাটির নীচ থেকে তুলছেন কাঁচা হলুদ। দেখে মনে হবে রান্নার কোনও প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু না, রান্নার জন্য নয়। এগুলি দিয়ে তৈরি হবে লাল, সবুজ, হলুদ ভেষজ আবির। কোচবিহারের গণ্ডি পেরিয়ে এই আবির পাড়ি দেবে কলকাতাতেও। অনলাইন বিপণন সংস্থার মাধ্যমে যা পৌঁছে যাবে সীমানা পেরিয়ে বহুদূর। একেকজন মহিলা প্রায় ৫০ কেজি করে ভেষজ আবির তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে নেমেছেন। এই আবির দিয়েই মদনমোহনবাড়িতে দোল উৎসব হবে।

সরকারি সহযোগিতায় কয়েকবছর ধরেই ভেষজ নানা সামগ্রী তৈরি করছেন নাটাবাড়ির ওই মহিলারা। সেখানেই ভেষজ আবির একটি অন্যমাত্রা পেয়েছে। দোল উৎসব এগিয়ে আসতেই এখন তাঁদের ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠেছে। অন্যসময় কৃষিজমিতে হলুদ, ধনে, জিরে, তিল, তুলসী সহ নানা ধরনের চাষ করেন। এই সময় তারা মন দিয়েছেন ভেষজ আবির তৈরি করতে। তৈরির পদ্ধতিও আলাদা। প্রস্তুতকারক শান্তি দাসের কথায়, 'বিভিন্ন কারখানায় তৈরি রাসায়নিক মেশানো আবিরের আর আমাদের ভেষজ আবিরের দিন-রাত তফাত রয়েছে। আমাদের তৈরি আবির গায়ে মাখলে কোনও সমস্যা নেই। এমনকি মুখে গেলেও কোনও সমস্যা হবে না। পুরোটাই ভেষজ উপাদান দিয়েই তৈরি।' কীভাবে তৈরি হয় এই আবির? জানা গেল, প্রথমে জমি থেকে রং অনুযায়ী ভেষজ উপাদান যেমন বিট, হলুদ, গাজর, পালং শাক, গাঁদা ফুল সংগ্রহ করা হয়। সেগুলি বেটে নিয়ে নির্যাস বের করে তার সঙ্গে অ্যারারুট মিশিয়ে আবির তৈরি করে প্যাকেটজাত করা হয়। কাজের ফাঁকেই মিঠু দাস বলছিলেন, 'আমাদের তৈরি ভেষজ আবির মদনমোহনবাড়ি ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি স্টল, কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গায় যায়।'

প্রতিবছর দোল উৎসবের সময় মদনমোহনবাড়িতে হাজার হাজার মানুষের ভিড় হয়। মদনমোহনকে আবির ছুঁইয়ে রংয়ের উৎসবে মেতে ওঠেন রাজার শহরের মানুষ। সেদিন মদনমোহনকে বারান্দায় নিয়ে আসা হয়। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তরফে সেখানে দোল উৎসবের আয়োজন করা হয়। সেখানেই থাকবে বিট, পালং শাক দিয়ে তৈরি ভেষজ আবির।

নাটাবাড়িতে ভেষজ আবির তৈরির কাজ চলছে। ছবি : জয়দেব দাস

ধানের শীষে স্বপ্ন

দীর্ঘ দুই দশক পর বাংলাদেশে ফের ক্ষমতায় বিএনপি। খালেদা-পুত্র তারেক রহমানের হাত ধরে নতুন স্বপ্ন জাগছে পদ্মাপারে। জামায়াতের আসন সংখ্যা একলাফে অনেকটা বাড়ায় উদ্বেগও রয়েছে।

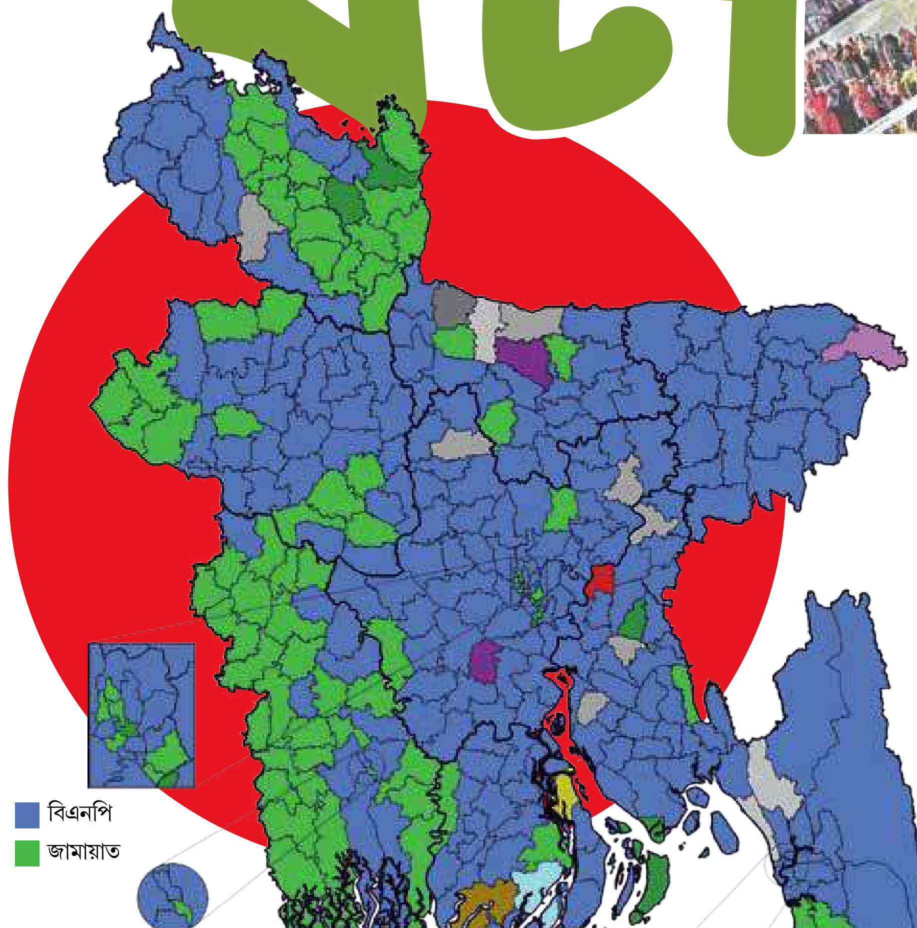

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে কাঁটা তিস্তা-গঙ্গা

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি-র বিপুল জয় ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক নতুন এবং জটিল সমীকরণের জন্ম দিয়েছে। অতীতে বেগম খালেদা জিয়ার দলের সঙ্গে ভারতের অম্লমধুর স্মৃতি যেমন অস্বস্তি বাড়াচ্ছে, তেমনই বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দুই প্রতিবেশীকে বাস্তববাদী হওয়ার রাস্তায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

শুক্রবার ঐতিহাসিক জয়ের পর তারেক রহমানকে ফোন করে অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এক্সে লিখেছেন, 'তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। বাংলাদেশের ভোটে অভাবনীয় জয়ের জন্য ওঁকে আমি অভিনন্দন জানিয়েছি। বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আমি ওঁকে শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানিয়েছি। যেহেতু দুই ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের শিকড় অত্যন্ত গভীরে, তাই দুই দেশের মানুষের শান্তি, প্রগতি এবং সমৃদ্ধির ব্যাপারে ভারতের দায়বদ্ধতার কথা পুনরায় জানিয়েছি।' মোদির এই অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছে বিএনপি। দলের নির্বাচন কোঅর্ডিনেশন কমিটির প্রধান নজরুল ইসলাম খান জানিয়েছেন, দলের তরফ থেকে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তাকে সদর্থকভাবেই নিচ্ছেন। তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। আগামীদিনে দুই প্রতিবেশী দেশের মানুষ ও সরকারের মধ্যে সহযোগিতা এবং বন্ধন আরও দৃঢ় হবে।

তবে মুখে বললেও দুই দেশই জানে, তাদের স্বাভাবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় কাঁটা হল তিস্তা ও গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তি। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেখানে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের আপত্তির কথা মাথায় রেখে দীর্ঘ অপেক্ষা করেছিলেন, তারেক রহমান সেখানে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক হতে পারেন। তিস্তা চুক্তি রূপায়ণ বা গঙ্গা চুক্তির পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রে তারেকের নেতৃত্বধীন বিএনপি দিল্লির ওপর প্রবল চাপ তৈরি করতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। মোদি সরকার জানে, অতীতে হাসিনা জমানায় জলবণ্টন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান কিছুটা নমনীয় বা আলোচনার স্তরে থাকলেও তারেক রহমান সেই পথে হাঁটবেন না। বরং তাদের নির্বাচনি ইস্তাহারে স্পষ্ট, তিস্তার মতো নদীগুলোর জলের ন্যায্য পাওনা আদায় করাই হবে তাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।

এদিকে কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রক সূত্রে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে, বাংলাদেশে নতুন সরকার গঠনের পরেই গঙ্গা জল চুক্তির নবীকরণ নিয়ে আলোচনা শুরু হতে পারে। সূত্রের দাবি, এই বিষয়ে ভারতের তুলনায় বাংলাদেশের আগ্রহই বেশি। শুক্রবার লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের লিখিত প্রশ্নের জবাবে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং জানান, ১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত গঙ্গা জলবণ্টন চুক্তির মেয়াদ শেষের পথে থাকলেও নবীকরণ নিয়ে এখনও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়নি।

জলের পাশাপাশি সীমান্তে হত্যার ঘটনা এবং সন্ত্রাসবাদে মদত দেওয়ার মতো ইস্যুতেও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে ভিন্ন খাতে বইতে পারে। অতীতে (২০০১-০৬) বিএনপি-র বিরুদ্ধে ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেওয়ার অভিযোগ থাকলেও এবার তারেক রহমান সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স এবং বাংলাদেশকে কোনও জঙ্গি সংগঠনের নিরাপদ আশ্রয় হতে না দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তবে হাসিনা সরকার যতটা দিল্লির দিকে ঝুঁকে ছিল, বিএনপি সম্ভবত ভারত, চিন এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সমদূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে। অতীতের 'ডার্ক প্রিন্স' ভাবমূর্তি ভেঙে তারেক রহমান নিজেকে একজন প্রাজ্ঞ এবং সংস্কারমুখী নেতা হিসেবে তুলে ধরছেন। ভারতও বুঝতে পারছে যে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতার জন্য জনসমর্থনপুষ্ট একটি সরকারের সঙ্গে কাজ করা জরুরি। তবে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ এবং জলবণ্টন ইস্যুতে যদি দ্রুত কোনও সমাধানসূত্র না মিললে ভারত-বাংলাদেশের নতুন 'মৈত্রী এক্সপ্রেস'-এর যাত্রাপথ খুব একটা মসৃণ নাও হতে পারে।

অভিনন্দন মোদির

বনবাস শেষে ক্ষমতার শীর্ষে তারেক

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : রাজনীতির মাঠে একেই বলে ভোলবদল! যেন রূপকথার ফিনিক্স পাখি। ভস্ম থেকে উঠে এসে সোজা ঢাকার মসনদের দাবিদার। তিনি তারেক রহমান। বিএনপির এই বিপুল জয়ের পর তারেকই হতে চলেছেন বাংলাদেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী। অথচ মাত্র দু'বছর আগের ছবিটা একবার ভাবুন। দৃশ্যপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারেক রহমান ছিলেন সুদূর লন্ডনে স্বেচ্ছা নির্বাসনে। আর দেশে তাঁর দল বিএনপির নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের ঠিকানা ছিল তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের কারাগারের অন্ধকার কুঠুরি। সেখান থেকে আজকের এই রাজকীয় প্রত্যাবর্তন-এ এক নাটকীয় পালাবদল।

তারেক রহমানের রাজনৈতিক কেরিয়ার কখনই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, বরং ছিল বিতর্কের কাঁটায় ভরা। ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। পরের বছরই জামিনে মুক্তি পেয়ে পাড়ি জমান লন্ডনে। শুরু হয় দীর্ঘ প্রবাস জীবন। এর মাঝেই শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলার অভিযোগে তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। যদিও তারেক ও বিএনপি বরাবর দাবি করে এসেছে, এসব ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা।

চাকা ঘুরল ২০২৪-এ। প্রবল গণ আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর প্রেক্ষাপট নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। একে একে খারিজ হতে থাকে তারেকের বিরুদ্ধে থাকা পুরোনো মামলা ও দণ্ডাদেশ। দেড় যুগের 'বনবাস' কাটিয়ে বীরের বেশে দেশে ফেরেন বিএনপির এই কান্ডারি।

রক্তে তাঁর রাজনীতি। বাবা জিয়াউর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার অন্যতম মহানায়ক ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, যিনি ১৯৮১ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন। মা খালেদা জিয়া তিনবারের প্রধানমন্ত্রী, যাঁকে হাসিনার আমলে বহুবার জেল খাটতে হয়েছে, গৃহবন্দি থাকতে হয়েছে। এবারের নির্বাচনেও খালেদা জিয়ার লড়ার কথা ছিল। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! ছেলে লন্ডন থেকে ফেরার কয়েকদিন পরই নির্বাচনের ঠিক আগে ডিসেম্বরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

মায়ের মৃত্যুশোক বুকে নিয়ে ভোটের ময়দানে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তারেক। আজ সেই শোক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগ, মামলা আর নির্বাসনের অন্ধকার অধ্যায় পেছনে ফেলে তারেক রহমান এখন নতুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার অপেক্ষায়।

কাঁটার মুকুট ও অর্থনীতির অগ্নিপরীক্ষা

মসনদে বসা সহজ, কিন্তু চালানো? তারেক রহমানের সামনে এখন পাহাড়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। অর্থনীতিকে খাদের কিনারা থেকে টেনে তোলা। একসময় যে বাংলাদেশ এশিয়ার 'টাইগার' হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল এবং প্রতিবেশী দেশগুলিকে পেছনে ফেলার ইঙ্গিত দিচ্ছিল, কোভিডের ধাক্কা আর ২০২৪-এর অগাস্টে হাসিনা সরকারের পতনের পর তৈরি হওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতা তাকে অনেকটাই পিছিয়ে দিয়েছে। অস্থিতিশীলতার জেরে

বিনিয়োগকারীরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, ব্যবসায়িক আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকেছে। তার ওপর সাধারণ মানুষের পেটে লাথি মেরেছে লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি। বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি দাঁড়িয়েছে ৮.৫ শতাংশে, যা গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ। চাল-ডাল-তেলের আগুনে পুড়ছে আমজনতার সংসার। ব্যালট বাক্সে এই ক্ষোভের প্রতিফলন ঘটেছে। এখন দেখার, তারেক রহমান কি পারবেন এই মন্দার গ্রাস থেকে দেশকে উদ্ধার করতে?

শুধু ঘরের মাঠেই নয়, বিদেশের মাটিতেও লড়াইটা বেশ কঠিন। বাংলাদেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড, তৈরি পোশাক শিল্প (যা রপ্তানির প্রায় ৮০ শতাংশ) এখন মার্কিন শুল্কের জাঁতাকলে পিষ্ট। ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া শুল্কনীতির কোপ পড়েছিল গত বছরই, যখন বাংলাদেশি পণ্যের ওপর চাপানো হয়েছিল ৩৭ শতাংশের বিশাল শুল্ক। যদিও স্বস্তির খবর হল, ধাপে ধাপে কমিয়ে এই সপ্তাহেই এক নতুন বাণিজ্য চুক্তির আওতায় সেই শুল্ক ১৯ শতাংশে নামানো হয়েছে। তবে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা এখন তারেক সরকারের জন্য অগ্নিপরীক্ষা। রাজনীতির মাঠে জয় এসেছে, এবার অর্থনীতির যুদ্ধজয়ের পালা।

হিন্দু গয়েশ্বরের কাছে দুরমুশ জামায়াতে

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে ধারাবাহিক সংখ্যালঘু নির্যাতনের মধ্যেই রাজধানী ঢাকার কেরানিগঞ্জে বড় জয় পেলেন বিএনপি'র প্রবীণ নেতা ও স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। ঢাকা-৩ আসনে তিনি ৯৯,১৬৩ ভোট পেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মহম্মদ শাহিনুর ইসলামকে বিপুল ব্যবধানে পরাজিত করেছেন। কট্টরপন্থী জামাত প্রার্থীকে হারিয়ে গয়েশ্বরের এই জয় ওপার বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বস্তির ইঙ্গিত দিচ্ছে।

নির্বাচনের আগে থেকেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে সরব গয়েশ্বর জয়ের পর বলেন, 'জনগণ উগ্রবাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার-এই নীতিতেই আমরা আগামীর বাংলাদেশ গড়ব।' রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, জামাতকে হারিয়ে এই জয় বিএনপি'র অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির বড় বিজ্ঞাপন হতে চলেছে।

'ফুটবল' নিয়ে দৌড়েও হারলেন তাসনিম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ফেসবুকে ৭১ লক্ষ অনুরাগী। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় তিনি সুপারস্টার। বিএনপির দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা তারেক রহমানের চেয়েও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা বেশি। কিন্তু রাজনীতির বাস্তব মাটি যে বড়ই কঠিন এবং পিচ্ছিল, তা হাড়হাড়ে টের পেলেন ডা. তাসনিম জারা। অক্সফোর্ডের ডিগ্রি আর বিলেতের এনএইচএস-এর (মোটা মাইনের চাকরি ছেড়ে যিনি 'নতুন রাজনীতি'র স্বপ্ন নিয়ে ঢাকায় পা রেখেছিলেন, ভোটের

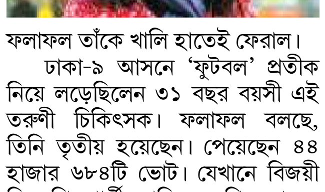

ফলাফল তাঁকে খালি হাতেই ফেরাল।

ঢাকা-৯ আসনে 'ফুটবল' প্রতীক নিয়ে লড়েছিলেন ৩১ বছর বয়সী এই তরুণী চিকিৎসক। ফলাফল বলছে, তিনি তৃতীয় হয়েছেন। পেয়েছেন ৪৪ হাজার ৬৮৪টি ভোট। যেখানে বিজয়ী বিএনপি প্রার্থী হাবিবুর রশিদ ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ১ লক্ষ ১১ হাজার ২১২ ভোট। ব্যবধান বিশাল। কিন্তু একজন স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ নবাগত হিসেবে ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে ৪৪ হাজার মানুষের সমর্থন পাওয়াও যে চাট্টিখানি কথা নয়, তা মানছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

তাসনিমের গল্পটা সিনেমার চিত্রনাট্যের মতো হতে পারত, কিন্তু শেষটা মিলল না। হলফনামা বলছে, তাঁর অস্থাবর সম্পদ মাত্র ২২ লক্ষ টাকার আশেপাশে। নেই কোনও কালো টাকার পাহাড় বা পেশিশক্তি। সম্বল ছিল কেবল সততা আর সোশ্যাল মিডিয়ার জনপ্রিয়তা। কিন্তু বাংলাদেশের ভোট-রাজনীতির ব্যাকরণ যে 'লাইক' আর 'শেয়ার' দিয়ে চলে না, তা প্রমাণ হল ব্যালট বাক্সে।

রংপুরের ফলাফলে উদ্বেগ উত্তরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা ও জলপাইগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ঢাকার মগবাজারে আজ দুপুরের রোদটা যেন একটু বেশি ম্লান। জামায়াতে ইসলামীর সদর দপ্তরে পা রাখলে মনে হবে, এখানে যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা। অথচ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগেই ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বৃহস্পতিবার মাঝরাত পর্যন্ত এই মগবাজারের বাতাস ছিল গগনবিদারী স্লোগানে ভারী। জামায়াত নেতারা তখন বুক ঠুকে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'সরকার আমরাই গড়ছি।' কিন্তু গণনার চাকা যত গড়িয়েছে, বিএনপির একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা যত স্পষ্ট হয়েছে, মগবাজারের সেই উল্লাস ততই ফিকে হয়ে উবে গেছে কর্পূরের মতো। তবে আপাতদৃষ্টিতে এই 'নিস্তব্ধতা' বা হাহাকার দেখে তৃপ্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং একে ঝড়ের আগের পূর্বাভাস বলাই শ্রেয়। সরকার গড়তে না পারলেও, আওয়ামি লিগবিহীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে জামায়াত যে 'বিষাক্ত' শিকড় বিস্তার করে ফেলেছে, তা দেখে দিল্লির সাউথ ব্লক তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের নবান্নের কপালেও চিন্তার ভাঁজ পড়তে বাধ্য।

সহজ কথায় বললে, আজকের বাংলাদেশে বিএনপি যদি হয় 'রাজা', তবে জামায়াত এখন 'কিংমেকার' না হলেও রাজনীতির দাবার বোর্ডে প্রধান বিরোধী শক্তি। এবং এই অবস্থান তারা তৈরি করেছে এমন এক কৌশলে, যা এক কথায় নজিরবিহীন। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে চোখ কপালে উঠতে বাধ্য। ১৯৯১ সালে জামায়াতের তথাকথিত স্বর্ণযুগে তারা পেয়েছিল ১৮টি আসন। আর এবার? সেই রেকর্ড ভেঙে চুরমার। প্রাথমিক হিসেবেই ৫৮টির বেশি আসন তাদের ঝুলিতে। এক লাফে চার গুণ শক্তি বৃদ্ধি! কিন্তু প্রশ্ন হল, হঠাৎ এই ভোলবদল কেন? ঢাকার রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, আওয়ামি লিগ নিষিদ্ধ থাকায় এবং ভোটের ময়দানে না থাকায়, বিএনপি-বিরোধী 'ভোটব্যাংক'-এর পুরোটাই গিলে খেয়েছে জামায়াত। ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার, সোশ্যাল মিডিয়ায় তুখোড় প্রচার এবং তথাকথিত 'জুনিয়র পার্টনার'দের (যেমন ছাত্রনেতাদের গড়া এনসিপি) সঙ্গে নিয়ে তারা এক সুচতুর জাল বুনেছিল। অনেক জায়গায় বিএনপির 'বিদ্রোহী' প্রার্থীরাও পরোক্ষে জামায়াতের এই উত্থানে অনুঘটকের কাজ করেছে।

তবে ঢাকার গলি ছেড়ে আমাদের নজর ফেরানো যাক সীমান্তের দিকে। এপার বাংলার, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের জন্য সবথেকে উদ্বেগের খবরটি লুকিয়ে আছে মানচিত্রের দিকে তাকালে। জামায়াত সবথেকে ভালো ফল করেছে পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতে। আমাদের কোচবিহার-জলপাইগুড়ির ঠিক ওপারেই রংপুরে জামায়াত ও তাদের সহযোগীরা যে অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছে, তা এক কথায় ভয়ঙ্কর। দক্ষিণে সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহের মতো 'পুরনো ঘাঁটি' গুলোতেও তাদের দাপট অটুট। রংপুরের যে মাটি একসময় এরশাদের দুর্গ ছিল, সেখানে আজ লাঙল নয়, উড়ছে কট্টরপন্থীদের নিশান।

হাসিনা জমানায় কোণঠাসা জামায়াত ২০২৪-এর পালাবদলের পর যেন পুনর্জন্ম পেয়েছে। বিষয়টি শুধু ভোটের অঙ্কে সীমাবদ্ধ নেই। তাদের ছাত্র সংগঠন 'শিবির' ইতিমধ্যেই ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দাপট দেখাতে শুরু করেছে। অর্থাৎ, শুধু বয়স্করা নয়, যুবসমাজের একটা বড় অংশ

এখন কট্টরপন্থার দিকে ঝুঁকছে-যা ভারতের নিরাপত্তার জন্য বড়সড় হুমকির কারণ।

অন্তর্বর্তীকালীন ইউনূস সরকারের আমলে জামায়াত যেভাবে প্রশাসনিক অক্সিজেন পেয়েছে, তার ফল এখন হাতেনাতে মিলছে। যদিও চরমোনাই পীরের দল 'ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ' আলাদা লড়ায় বিএনপি কিছুটা রক্ষা পেয়েছে।

সংসদে এবং রাজপথে এখন প্রধান বিরোধী মুখ জামায়াত। এতদিন যারা আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ত, এখন তারা সাংবিধানিক শক্তি নিয়ে মূলস্রোতে। ঢাকার মসনদ যারই হোক, সীমান্তের ওপারের এই 'মৌলবাদী' উত্থান আগামী দিনে দুই বাংলার সম্পর্ক এবং নিরাপত্তার সমীকরণে বড়সড় ঝাঁকুনি দিতে চলেছে, তা হলফ করে বলা যায়।

হাসিনার জন্য সংঘাত!

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশে নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগেই যাঁরা গোপন ডেরা থেকে চিৎকার করে বলেছিলেন, 'এ নির্বাচন মানি না, এ এক প্রহসন', আজ ব্যালটের রায় যেন তাঁদের সেই আর্তনাদকে ধুলোয় মিশিয়ে দিল। আওয়ামী লিগবিহীন নির্বাচনে বিএনপি এখন বিজয়ী। ঢাকার রাজনৈতিক অলিন্দে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, শেখ হাসিনার দল কি আর কখনও রাজনীতিতেফিরতে পারবে? নাকি 'সন্ত্রাসবিরোধী' আইনে নিষিদ্ধ হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়েই তাদের ঠাঁই হবে?

বর্তমানে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় আওয়ামী লিগের সব ধরনের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ। নির্বাচনে লড়া তো দূরের কথা, দলের নাম নেওয়াই এখন ঝুঁকির কাজ। কিন্তু বিএনপি সরকার গঠন করার পর কি এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবে? ভোটের প্রচারে গিয়ে বিএনপির হেভিওয়েট নেতা তথা স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরীর কাছে এই প্রশ্ন রেখেছিলাম। তাঁর উত্তর ছিল বেশ কৌশলী। তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন, 'বিএনপি কখনও কোনও রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানায়নি।'

অন্যদিকে, আত্মগোপনে থাকা এক আওয়ামী লিগ নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছিল। নিজের নাম-পরিচয় গোপন রাখার শর্তে তিনি টেলিফোনে জানালেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগই 'মিথ্যা এবং সাজানো'। তাঁর দাবি, 'আমাদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখতেই এই মিথ্যা মামলার পাহাড় তৈরি করা হয়েছে'। বাস্তবতা হল, গোপালগঞ্জের গুটিকয়েক এলাকা ছাড়া দেশের বাকি অংশ তাদের সেই 'কান্নায়' কান দিতে নারাজ।

সবচেয়ে বড় জট পেকেছে দিল্লিতে। শেখ হাসিনা এখনও ভারতে নির্বাসিত। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর অবধারিতভাবেই তাঁর প্রত্যর্পণ বা 'এক্সট্রাডিশন'-এর দাবি জোরালো হবে। শুক্রবার বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ জানান, হাসিনাকে বাংলাদেশে এনে বিচারের মুখোমুখি করতে তাঁরা ভারতকে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ জানাবেন। তিনি বলেন, 'আমরা আইন অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে তাঁর প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়ে আসছি। ভারত সরকারকে অনুরোধ করছি তাঁকে ফেরত পাঠাতে, যাতে তিনি বাংলাদেশে বিচারের মুখোমুখি হতে পারেন।'

হাসিনাকে ফেরত চেয়ে যদি ঢাকার নতুন সরকার দিল্লির ওপর চাপ সৃষ্টি করে, তবে তা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের জন্য এক বড় অগ্নিপরীক্ষা হয়ে দাঁড়াবে। বিএনপি কি সত্যিই সেই পথে হাঁটবে, না কি কূটনৈতিক সম্পর্কের খাতিরে কিছুটা নমনীয় হবে?

তারেক রহমানের সরকারের সামনে আসল চ্যালেঞ্জ আইন বা কূটনীতি নয়, 'জাতীয় ঐক্য'। আওয়ামী লিগ নিষিদ্ধ হতে পারে, নেতারা পালাতে পারেন, কিন্তু দেশে এখনও তাদের লক্ষ লক্ষ সমর্থক রয়েছেন। যাঁরা আজ নিজেদের ভোটাধিকারহীন এবং কোণঠাসা মনে করছেন। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে কি দেশ এগিয়ে নেওয়া সম্ভব? নাকি প্রতিহিংসার রাজনীতিতে আবার পথ হারাবে বাংলাদেশ? 'বর্জন' সহজ, কিন্তু ভাঙা মন জোড়া লাগানোই এখন নতুন সরকারের সবথেকে কঠিন পরীক্ষা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৬৬ সংখ্যা, শনিবার, ১ ফাল্গুন ১৪৩২

স্বস্তির সঙ্গেই উদ্বেগ

অনিশ্চয়তার আঁধার থেকে অবশেষে মুক্তির আলো দেখল বাংলাদেশ। শেখ হাসিনার পতন পরবর্তী মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গত ১ বছর ৬ মাস পদ্মাপারে কার্যত যে নৈরাজ্যের রাজত্ব চলেছিল, জনতার রায়ে তার অবসান ঘটল ধরে নেওয়া যেতে পারে।

হাসিনার পতনের পর মুখে যে দাবিই করা হোক না কেন, গত দেড় বছর ধরে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে শোষণ, বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার বদলে নামিয়ে আনা হয়েছিল অসহনীয় পরিবেশে। সেদিক থেকে দেখলে তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপির ঐতিহাসিক বিজয় পদ্মাপারে নতুন সূর্যোদয়ের সূচনা করল।

নির্বাচনের পাশাপাশি এবার রাষ্ট্রীয় সংস্কারের পক্ষে জুলাই সনদের ভিত্তিতে গণভোটে হ্যাঁ ভোটের পাল্লা ভারী হয়েছে। ফলে জনতার রায়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বসে তারেক রহমানকে রাষ্ট্র সংস্কারের কাজে হাত দিতে হবে। ভোটের আগে একাধিক জনমত সমীক্ষায় বেগম খালেদা জিয়ার দলের ক্ষমতায় আসার জোরালো আভাস ছিলই। তবে নির্বাচনের ময়দানে দুরন্ত উত্থান ঘটেছে জামায়াতে ইসলামির। জামায়াতের নেতৃত্বাধীন জোটের ফলাফল হেলাফেলার নয়।

তারা যে আসনগুলিতে জয়ী হয়েছে, তার সিংহভাগই পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া। ফলে জামায়াতের মতো মৌলবাদী শক্তি ভারতের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেল। নিষেধাজ্ঞার কারণে ভোট ময়দানে গত তিন দশকের মধ্যে এই প্রথম আওয়ামী লিগের নৌকা প্রতীক অনুপস্থিত ছিল। শেখ হাসিনা এই নির্বাচনকে প্রহসন বলে সমালোচনা করেছেন। দলে দলে মানুষ বুথমুখো হবেন বলে বিএনপি এবং জামায়াতে নেতারা দাবি করলেও শেষমেশ তার প্রতিফলন ঘটেনি আওয়ামী লিগ ভোট বয়কটের ডাক দেওয়ায়। মাত্র ৫৯.৪৪ শতাংশ ভোট পড়েছে।

ভোটের ফল বুঝিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশে আওয়ামী লিগের বিকল্প শক্তি এখন বিএনপি। তাঁর দলের বিপুল জয়ের পর তারেককে অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেগম খালেদা জিয়ার আমলে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উষ্ণতার অভাব ছিল। সেই সময় বাংলাদেশ নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠেছিল একাধিক ভারতবিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির।

শেখ হাসিনার আমলে নয়াদিল্লির সেই দুশ্চিন্তা দূর হয়েছিল। ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে হাসিনা আমলে যে উষ্ণতার ছোঁয়া লেগেছিল, ইউনূসের দেড় বছরের জমানায় তা পুরোপুরি উধাও হয়ে গিয়েছে। তারেকের জমানায় সেই পুরোনো মিত্রতা ফিরে আসবে কি না,সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

গঙ্গা ও তিস্তার জলবণ্টন চুক্তি দুই দেশের সম্পর্কে বহু বছর ধরে ছায়া ফেলে আসছে। এই দুটি বিষয়ে বাংলাদেশের নতুন সরকার কী অবস্থান নেবে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এগোতে হবে নয়াদিল্লিকে। বর্তমান বাংলাদেশে ভারতবিদ্বেষ প্রবল। তারেকও বারবার বাংলাদেশের স্বার্থকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলেছেন। ফলে তাঁর নেতৃত্বাধীন নতুন বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগোবে বাস্তব পরিস্থিতি মাথায় রেখেই।

হাসিনাহীন বাংলাদেশে পাকিস্তান ও চিনের প্রভাব আগের তুলনায় অনেকটা বেশি। ভারত তড়িঘড়ি তারেক ও তাঁর দলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের দাম বিএনপি মেটাতে চাইবে একেবারে তাদের নিজেদের শর্তে। বিএনপি-র মতো একটি পরীক্ষিত শক্তির পুনরুত্থান বাংলাদেশকে ইউনূস জমানার নৈরাজ্যের হাত থেকে সাময়িকভাবে মুক্তি দিয়েছে।

কিন্তু জামায়াতে ও পাকিস্তানপন্থী কট্টরপন্থী শক্তিগুলির মরূদ্যানে পরিণত হওয়া বাংলাদেশ যে মবতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছে, তাকে ভেবেচিন্তে সামলাতে হবে তারেক এবং বিএনপি নেতৃত্বকে। শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লিগের মতো তাঁর পক্ষে সহজাত ভারতবন্ধু হয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু ভারতের মতো একেবারে পাশে থাকা প্রতিবেশীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব বজায় রেখেও তাঁর খুব একটা সুবিধা হবে না।

অমৃতধারা

ঈশ্বর তোমায় বাণী পাঠান না কারণ তোমার শ্বাসের চেয়েও তিনি বেশি কাছের। তিনি শুধু তোমায় জাগিয়ে তোলেন। তুমি কখনও ঈশ্বরের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পার না। ঈশ্বরের সমীপ হবার চেষ্টায় আন্তরিক হও, তাঁকে ছাপিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা করও না। তাঁর শরণে তোমাকে যেতেই হবে- আজ নয়তো আগামীকাল। যেখানে ভালোবাসা আছে সেখানে ভয়ের কোনও স্থান নেই। ঈশ্বরের কাছে শাস্তি পেতে ভয় পেও না। তোমার প্রতি তাঁর ভালোবাসায় বিশ্বাস রাখ। ঈশ্বর বৈচিত্র্যপ্রেমী। তিনি শতনামে শত আকারে ও বৈচিত্র্যে প্রকাশমান। তাঁর বৈচিত্র্যময়তাকে স্বীকার করে নিতে পারলেই তুমি ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধবিশ্বাসের আনুগত্য থেকে মুক্ত হতে সক্ষম হবে।

-শ্রীশ্রী রবিশংকর

ফজলুর-রুমিনের মতো নেতা বাংলারও চাই

বাংলাদেশ বিদ্বেষ ও বিস্ফোরণের মাঝে দাঁড়িয়ে উগ্র মৌলবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের কাছে শিক্ষা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ...!

রাজাকার, রাজাকার, রাজাকার...!

বাংলাদেশের পুরো নির্বাচনজুড়ে এই দুটি শব্দ সবচেয়ে বেশি বার যিনি উচ্চারণ করে গিয়েছেন, তিনি মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান। বিএনপি নেতা। বাংলাদেশে যদি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক আবেগময় ভাষণ দেওয়ার লোক খোঁজার চেষ্টা করা যায়, তাহলে তিনি এই আশি ছুঁইছুঁই আইনজীবী। যাঁর কথা শুনলে কখনও দু'চোখ জলে ভরে ওঠে, কখনও রক্তে দোলা লাগে। নিজের উপর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না তখন।

সারা বাংলাদেশে যখন মুজিবুর রহমানের মূর্তি ভাঙা হচ্ছে, বাড়ি ভাঙা হচ্ছে তখন এই বিএনপি নেতাই বারবার বলে গিয়েছেন, এটা অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। ওই লোকগুলোর শাস্তি প্রাপ্য। সাফ বলেছিলেন, এই গণ অভ্যুত্থান কালো শক্তির আন্দোলন। যার পিছনে জামায়াতে। কিন্তু অসহায়, কিছু করতে পারেননি। কারণ মসনদে তখন মৌলবাদীদের হাতে বন্দি শাজাহান ইউনূস। তাঁর নিজের পার্টি বিএনপিও ছন্নছাড়া। তাঁকে তিন মাসের জন্য সব পদ থেকে থেকে সরিয়ে দেয় বিএনপি।

নির্বাচনের হাওয়ায় যখন বাংলাদেশের হিন্দুরা চরম দিশেহারা, ফজলুর তখন অনেক গ্রামে গিয়ে আবৃত্তি করেন রবীন্দ্রনাথ, আবৃত্তি করেন মাইকেল মধুসূদন। এই বয়সেও তিনি পুরো কবিতা বলতে থাকেন। শুধু বিঘে দুই ছিল মোর ভুঁই অথবা রেখো মা দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে।

বলার সময় তাঁর চোখমুখ পালটে যায়। মৌলবাদী জামায়াতের অনেকে তাঁকে বিদ্রুপ করে ফজলু পাগলা বলেন। তাতে কিছু এসে যায় না তাঁর। হিন্দু মহল্লায় গিয়ে তিনি এবার বলেছেন হিন্দুরা একটা হাত হলে মুসলিমরাও আরেকটা হাত। আমাদের দুই হাত নিয়ে চলতে হবে। তিনি দ্বিধাহীন বলে যেতে পারেন, মুক্তিযুদ্ধ তাঁর অহংকার, মুক্তিযুদ্ধ একমাত্র পরিচয়। বঙ্গবন্ধুই জাতির পিতা।

মাঝে এমন পরিস্থিতি হল, মনে হচ্ছিল, মুক্তিযুদ্ধ বলে কিছু হয়নি। আচমকা একদল লোক বলতে শুরু করল, মুক্তিযুদ্ধই ভারতের স্টান্টবাজি। এই সময় ফজলুর বিএনপিতে থেকেও কাঁদতে কাঁদতে বলে গিয়েছেন, মুজিবের ধানমন্ডি ৩২ নাই, তবু মুজিব বেঁচে থাকবেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে। যতদিন এই বাংলায় চন্দ্র-সূর্য উঠবে, যতদিন আমার পরবর্তী প্রজন্ম থাকবে, যতদিন এই বাংলায় পদ্মা মেঘনা যমুনা বইবে, কেউ মুক্তিযুদ্ধকে ধ্বংস করতে পারবে না।

সবচেয়ে বেশি ভোটে জেতা ফজলুরকে দেখে মনে হয়, এই বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে হলেও শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানে। প্রতিবাদ করতে জানে। অত সহজে মৌলবাদীদের হাতে দেশকে তুলে দেবেন না। লক্ষ মানুষের রক্ত ঝরানো এরকম ফজলুর অনেক রয়েছেন। যাঁরা এতদিন গুটিয়ে ছিলেন, তাঁরা আবার বেরিয়ে আসছেন রাস্তায়। যে প্রায় ৫০ শতাংশ ভোটার ভোট দিলেন না, তাঁরাও যেন নীরব প্রতিবাদ করে গেলেন ভোট বয়কটের মাধ্যমে। এর চেয়ে বড় নীরব প্রতিবাদ হতে পারে না কিছু। শেখ মুজিবকে যেভাবে অপমান করা হয়েছে তা আমরা মানতে পারছি না।

এই ভোটের পর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বা শেখ মুজিবুর রহমানকে আর উপেক্ষা করা যাবে না। আর বিশ্রীভাবেও অপমান করাও যাবে না। ফজলুর যেমন সভায় বলতেন, 'হাসিনার বিরুদ্ধে অবশ্যই বলব। হাসিনার দলের দুর্নীতির বিরুদ্ধেও বলব। কিন্তু শেখ মুজিবুরের বিরুদ্ধে একটা কথাও শুনব না।'

টলমল ইউনূস জামায়াতের দিকে ঢলে থাকা এক পরজীবী। মুজিবের শত অপমানের পরেও চুপটি করে বসে ছিলেন। এবার আর অত সহজ হবে না ব্যাপারটা।

আবার সংশয়ও থাকে একটা। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াতে জোট ভোটে জিতে তাদের জয়োৎসব পালন করেছিল হিন্দুদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে। বাংলাদেশের সব থানায় দুর্গা প্রতিমা ভাঙা হয়েছিল। হিন্দুরা সেই দুঃসময় ভোলেননি পঁচিশ বছর পরেও। সংশয় থাকবে না? ভাবী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কিন্তু তাঁর নির্বাচনি ইস্তাহারে সংখ্যালঘুদের আশ্বস্ত করার মতো কোনও কথা রাখেননি। সংশয় থাকবে না?

ফজলুর ছাড়া আরেকজনের কথা বলতে হবে যিনি বিএনপিতে থেকেও মুজিবুরের কৃতিত্বের কথা বলে বেরিয়েছেন। লিগের নির্যাতিত সমর্থক, কর্মীদের হয়ে কথা বলেছেন। লিগকে নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। সাহসের সঙ্গে, দাপটের সঙ্গে। বিএনপির অনৈতিক কাজ নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। বিএনপি তাঁকে একসময় বহিষ্কার করেছে। অথচ তিনি নিজেই স্বতন্ত্র পার্টির হয়ে নেমে ভোটে জিতেছেন স্বচ্ছন্দে। তিনিও এক প্রতিবাদী জোয়ার। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা।

এমন দু'-তিনজন আজও আছেন বলেই আজও আশ্বাস ছড়ায় বিএনপি।

এবং এইসব জোয়ারের কাছে ভেসে যেতে বাধ্য দেশকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া মৌলবাদ। ভোটটা জিতেছে বিএনপি, আসলে জিতেছে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ। যার জন্য বাংলাদেশকে শ্রদ্ধা করত বাকি বিশ্ব। জামায়াতে নেতারা জুলাইয়ের ছন্নছাড়া রক্তাক্ত হামলাকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলে চালাতে চাইছিলেন। আশা করা যাক এবার সেই অশেষ মূর্খামির শেষ হবে। ফজলুর বলেছেন, 'বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ নাম যদি থাকে, জামায়াতে জীবনে কোনওদিন আল্লার রহমতে ক্ষমতায় আসতে পারবে না। কোনওদিন না।'

মজা হল, বাংলাদেশকে মৌলবাদীদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য যে জনাতিনেক ইউটিউবার বিদেশ থেকে মিথ্যে এবং উত্তেজক কথা বলে বেরিয়েছে, সেই পিনাকী ভট্টাচার্য বা ইলিয়াস হোসেনরা এখনও নিশ্চুপ নয়। লজ্জাহীন। তাই এখনও বড় বড় কথা বলে যাচ্ছে। তারেক রহমান সরকারের উচিত, ক্ষমতায় এসেই এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। আর কতদিন অকথ্য মিথ্যে বলে দেশবাসীকে উত্তেজিত করবে তারা?

এই নির্বাচনের ফলের ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছিল বাংলাদেশের নারীদের ভাগ্য। জামায়াতে জোট জিতলে তাঁদের অধিকাংশকেই বাড়িতে বসে থাকতে হত বোরখা বা হিজাব পরে।

ঢাকার এক নায়িকা ভোটগণনার আগে বলেছিলেন, 'পয়লা ফাল্গুনের অনুষ্ঠানে শাড়ি পরতে পারব, না বোরখা পরতে হবে, তা ঠিক হবে আজ।' বিএনপির জয়ে অবশ্যই তিনি স্বস্তিতে। স্বস্তিতে তাঁর মতো আরও কয়েক লক্ষ বাঙালি নারী। তবে সবচেয়ে অবাক করা কাণ্ড, এই বাজারেও জামায়াতের পক্ষে এখনও কিছু মহিলা রয়েছেন। যাঁরা বোরখা পরে মিছিলে হাঁটেন। ভোটের পাঁচদিন আগেই তসলিমা নাসরিন একটি ভিডিও পোস্ট করেন, যেখানে দেখা যায়, কয়েকশো মহিলা বোরখা পরে জামায়াতের মিছিলে।

ভাবতে অবাক লাগে, হাসিনা-খালেদার দেশে সংসদে এবার মাত্র ৭ জন নারী। এবং এটাই নাকি অনেক। এঁরা নির্বাচিত ফরিদপুর (২), সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঝালকাঠি, নাটোর, মানিকগঞ্জ থেকে। তার মানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, খুলনার মতো বড় শহরে নারী নেত্রীরা উপেক্ষিত।

আরও অস্বস্তির, ঢাকার মতো প্রাণোচ্ছল ও মুক্তচিন্তার শহরে কুড়ির মধ্যে ৭টি আসনে জামায়াতে জোটের প্রার্থীর জয়। এই শহরই মুজিবের বাড়ি ও মূর্তি ধ্বংস হতে দেখেছিল না? তবু ওরা জেতে কী করে! ৬ ধান্দাবাজ ছাত্র নেতা জামায়াতের কাঁধে ভর দিয়ে জিতেছেন দল একেবারে পদ্মায় ডুবে গেলেও।

অস্বস্তি নম্বর দুই, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত লাগোয়া বাংলাদেশি এলাকায় জামায়াতের জয়গান। এপারে মৌলবাদের ঝনঝনানি দেখে ওপারও মৌলবাদের রক্তাক্ত অস্ত্র বেছে নিচ্ছে। অথবা উলটোটা। ওপারের লোক বিষ পান করছে দেখে এপারের লোকও বিষ পান করবে তা হলে! তিনবিঘার লাগোয়া এলাকায় উগ্র মৌলবাদকেই বেছে নিয়েছে ওপার বাংলার মানুষ।

এর শেষ কোথায়?

শেষ আছে, আলো আছে শুরুতেই। গোটা বাংলাদেশ তো বিদ্বেষ, বিস্ফোরণের মাঝে দাঁড়িয়ে উগ্র মৌলবাদকে শেষপর্যন্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের কাছে শিক্ষা।

আমাদের বাংলাতেও কিছু ফজলুর রহমান এবং রুমিন ফারহানার মতো স্পষ্ট বক্তা, আবেগপ্রবণ নেতা দরকার। যাঁরা পার্টির ভুল নীতির ঊর্ধ্বে উঠে সহজ সত্য ন্যায্য কথাটা বলতে পারবেন। বক্তৃতা দিয়ে কাঁদাতে পারবেন মানুষকে, আগুন জ্বালাতে পারবেন হৃদয়ে!

প্রতিবাদের দুই মুখ।। ফজলুর রহমান ও রুমিন ফারহানা।

আজ

১৮৬৬

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা।

১৯৩৩

অভিনেত্রী মধুবালার জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

আমাদের বহুমাত্রিক সম্পর্ককে মজবুত করা ও অভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি আপনার (তারেক রহমান) সঙ্গে একযোগে কাজ করার প্রত্যাশা রাখছি। গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পক্ষে ভারত তার সমর্থন অব্যাহত রাখবে।

- নরেন্দ্র মোদি

ভাইরাল/১

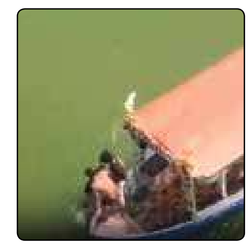

ভালোবাসার সপ্তাহে প্রেমিক তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেননি। অভিমানে সরযু নদীতে ঝাঁপ দেন তরুণী। নদীতে পড়ার পরে টনক নড়ে। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের মৎস্যজীবীরা তাঁকে উদ্ধার করেন। উত্তরপ্রদেশের মউ জেলার ঘটনার ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

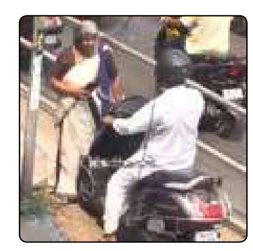

কেরলের কোঝিকোড়ে ফুটপাথে স্কুটার চালিয়ে যাচ্ছিলেন একজন। স্কুটারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন এক বৃদ্ধা। চালককে রাস্তায় যেতে বলেন। স্কুটারচালক পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে মোবাইলে ছবি তুলতে থাকেন বৃদ্ধা। শেষে কথা মানেন চালক।

জনমন জনমত

টেস্ট না হওয়ায় প্রশ্ন

জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা উচ্চমাধ্যমিক। সিমেস্টার অনুযায়ী পরীক্ষার ব্যবস্থায় বদল এসেছে। কিন্তু তৃতীয় সিমেস্টারে ছাত্রছাত্রীরা শুধুমাত্র এমসিকিউ প্যাটার্ন অনুযায়ী পরীক্ষা দিয়েছে। সেক্ষেত্রে বড় প্রশ্নের উত্তর লেখার ক্ষেত্রে প্রস্তুতি হিসেবে তারা হয়তো তিন থেকে চার মাস সময় পেয়েছে। সেক্ষেত্রে তারা কতটা নিজেদের প্রস্তুত করতে পেরেছে সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। নিজেদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারত টেস্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এবছর তারা সেরকম সুযোগ পায়নি। ফলে ১০০ ভাগ নিজেদের তৈরি করে নেওয়ার আগেই তারা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে। স্কুলগুলিও সেভাবে কোনও নির্দেশ পায়নি। সংসদ থেকেও কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। ফলে প্রস্তুতির কিন্তু ফাঁক থেকেই যাচ্ছে।

টেস্ট ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতিতে। তাই আগামীর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা যাতে সঠিক সময় এবং সঠিক প্রস্তুতির মাধ্যমগুলো পায় সে ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি।

বিট্টু রায়
সমরনগর, শিলিগুড়ি।

আত্রেয়ী সেতুর সৌন্দর্যায়ন হোক

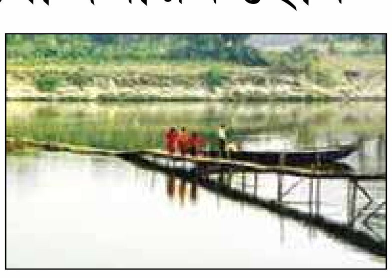

পতিরাম আজ জেলার অতি পরিচিত নাম। একদিকে নৈসর্গিক চিত্র, অন্যদিকে ইতিহাসের নানা সাক্ষ্য বহন করছে পতিরাম। পতিরামের জনসংখ্যা বিগত বছরের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এই পতিরামের বুকেই বয়ে চলেছে পুণ্যসলিলা আত্রেয়ী নদী। এই নদীর ওপরে নির্মিত আত্রেয়ী সেতু। এই সেতু পতিরামের দুই পারের মানুষের মাঝে সংযোগস্থাপন করেছে।

সেতুর পাশেই সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। এই সেতুর ওপর দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য গাড়ি ও মানুষ চলাচল করে। পড়ন্ত বিকেলের দিকে অনেকেই সেতুর কাছে একটু দাঁড়ান প্রকৃতিকে দেখতে। আত্রেয়ী সেতুর সৌন্দর্যায়ন হলে এর শোভা আরও বাড়বে। বিশেষত রং, আলোকসজ্জা ও স্থাপত্যশৈলীতে এর সৌন্দর্যায়ন বাড়ুক। তাতে বাইরের মানুষজনের কাছেও পতিরাম আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

সংবাদ পাঠের সেই ধ্রুপদি ঘরানার অবসান

সরলা মাহেশ্বরীর প্রয়াণ এক শান্ত ও মার্জিত যুগের অবসান ঘটিয়ে সংবাদমাধ্যমের হৃত গাম্ভীর্যকে মনে করিয়ে দিল।

শেখর সাহা

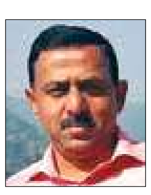

সংবাদ কেবল শুষ্ক তথ্যপুঞ্জ নয়, বরং তা একটি শিল্প এবং একইসঙ্গে এক গভীর নৈতিক দায়বদ্ধতা। এই ধ্রুপদি সত্যটিকে যিনি দীর্ঘ তিন দশক ধরে ভারতের কোটি কোটি মানুষের ড্রয়িংরুমে জীবন্ত করে রেখেছিলেন, তিনি সদ্য প্রয়াত সরলা মাহেশ্বরী। ১৯৭৬ থেকে ২০০৫—দিল্লির দূরদর্শনের পর্দায় তাঁর উপস্থিতি ছিল আভিজাত্য আর আস্থার এক অনন্য মিশেল। তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় সংবাদ পরিবেশনার আকাশ থেকে যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়ল, যা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই ফেলে আসা স্বর্ণযুগের কথা।

তাঁর বাচনভঙ্গিতে ছিল এক অদ্ভুত মায়া, অথচ তা কোনওদিন খবরের গুরুত্বকে ছাপিয়ে যায়নি। হিন্দি সংবাদ পাঠের ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চারণ ছিল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। আজকের দিনে যখন সংবাদ পরিবেশনা অনেক সময় চিৎকার আর কৃত্রিম উত্তেজনার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে সরলা মাহেশ্বরীর সেই ধীর-স্থির ও সংযত ভঙ্গি ছিল এক পশলা শান্তির মতো। তিনি যখন বলতেন, মানুষ বিশ্বাস করত। কারণ তাঁর কণ্ঠে নাটকীয়তা ছিল না, ছিল শ্রোতার প্রতি গভীর সম্মান। তিনি নিজেকে খবরের উপরে স্থান দেননি কখনও; বরং খবরের বাহক হিসেবেই নিজেকে বিনম্র রেখেছেন।

বর্তমান বেসরকারি সংবাদমাধ্যমের দিকে তাকালে এক অস্থির চিত্র ধরা পড়ে। টিআরপির ইঁদুরদৌড়ে সংবাদ আজ তথ্যের চেয়ে বিনোদনের উপকরণে পরিণত হয়েছে।

ড্রয়িংরুমে খবর শুনতে বসলে আজ তথ্য পাওয়ার বদলে দর্শক অনেক সময় ক্লান্ত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। উগ্র গ্রাফিকস, উচ্চকিত আবহসংগীত আর সংবাদপাঠকের ব্যক্তিগত মতামতের ভিড়ে মূল সত্যটি আজ প্রায়ই অপাংক্তেয়। রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট আর আক্রমণাত্মক ভঙ্গি সংবাদমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। ঠিক এই সন্ধিক্ষণেই সরলা মাহেশ্বরীর প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে অনুভূত হয়।

তিনি প্রমাণ করেছিলেন, উচ্চকণ্ঠ নয় বরং যুক্তির দৃঢ়তা এবং নিরপেক্ষ উপস্থাপনা দিয়েই মানুষের মন জয় করা সম্ভব। গ্রাম থেকে শহর—সর্বত্র তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল আস্থার প্রতীক। রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যমকে তিনি যেভাবে এক সুশৃঙ্খল এবং মর্যাদাপূর্ণ রূপ দিয়েছিলেন, তা আজকের প্রজন্মের সংবাদকর্মীদের কাছে এক পাঠ্যপুস্তক হতে পারে। প্রযুক্তি এগিয়েছে, চ্যানেলের সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সংবাদের সেই গাম্ভীর্য ও শুচিতা কি কোথাও পথ হারিয়েছে?

তিনি কেবল একজন সংবাদপাঠিকা ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক প্রজন্মের স্মৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাতীয় শোক থেকে শুরু করে নির্বাচনের ফলাফল- সবকিছুই তাঁর স্বরে এক বিশেষ গাম্ভীর্য পেত। তাঁর প্রয়াণ আমাদের এই শিক্ষাই দিয়ে গেল যে, সংবাদমাধ্যমের শক্তি তার চিৎকারে নয়, বরং তার বিশ্বাসযোগ্যতায়। দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা আর পেশাদারিত্বের মাধ্যমে তিনি যে বিশ্বাসের মিনার গড়েছিলেন, তা আজও অমলিন।

পরিশেষে বলা যায়, সরলা মাহেশ্বরীর মহাপ্রয়াণ একটি অধ্যায়ের যবনিকা টেনে দিল। সংবাদ পরিবেশন যে এক সামাজিক দায়বদ্ধতা, সেই ধ্রুবসত্যটি তিনি তাঁর জীবন দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি এবং আশা রাখি, আগামীদিনের সংবাদমাধ্যম তাঁর দেখানো সেই শান্ত, স্থির ও মর্যাদাপূর্ণ আদর্শ থেকেই আগামীর দিশা খুঁজে নেবে।

(লেখক অক্ষরকর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৭০

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। সামাজিক আনন্দ অনুষ্ঠান ৩। রামায়ণ রচয়িতার সঙ্গে যে পোকার সম্পর্ক আছে ৫। দুর্বোধ বিষয় ৭। দেওয়ালের খাড়া গাঁথনি ৯। এক ধরনের দানাশস্য ১১। পারলৌকিক ক্রিয়ায় ১৬ প্রকার বিষয় বা বস্তু দান ১৪। যার বিন্দুমাত্র দয়া-মায়া নেই ১৫। এক বিশেষ প্রজাতির কলা।

উপর-নীচ : ১। গল্প বা রূপকথা ২। কাপড়ের প্রস্থ ৩। একই বয়সের বন্ধু ৪। খয়েরি রংয়ের ৬। সুবিধা বা জুত ৮। মাজা, পরিষ্কার করা ১০। যুধিষ্ঠিরের সারথি ১১। লাফালাফি বা ছটপট করা ১২। যে ব্যক্তি ন্যূনতম পড়াশোনো জানে ১৩। অলক্তরাগ বা লাল টুকটুকে।

সমাধান ■ ৪৩৬৯

পাশাপাশি : ১। বিপাশা ৩। জ্বালা ৫। মাত্রা ৬। কবল ৮। সুজন ১০। কুহেলি ১২। ভ্রমর ১৪। হুঁকা ১৫। টব ১৬। চামর।

উপর-নীচ : ১। বিভাবসু ২। শামাদান ৪। লাঘব ৭। লগ্নি ৯। শুভ্র ১০। কুচোকাচা ১১। লিপিকর ১৩। মলাট।

বিন্দুবিসর্গ

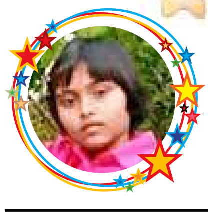

ছোট্ট তারা

পৌষানী চকদার কোচবিহারের শ্রী অরবিন্দ পাঠভবনের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

১৩টি শৌচালয় তৈরি হচ্ছে তুফানগঞ্জে

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জনবিরল এলাকায় বা গাছের আড়ালে তুফানগঞ্জ শহরের একাংশে শৌচকর্ম করার ছবি খুব চেনা। পর্যাপ্ত শৌচালয় না থাকায় রাস্তাঘাটে চলার পথে এই দৃশ্যটা অনেকের চোখে পড়েছে। এতে একদিকে যেমন দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, অন্যদিকে ছিল স্বাস্থ্য ঝুঁকিও। এবার তুফানগঞ্জ শহরকে দূষণমুক্ত করে তুলতে নয়া উদ্যোগ নিল পুরসভা। মানুষের ভোগান্তি কাটাতে ও পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে একাধিক জায়গায় বসছে সেই আধুনিক মানের টয়লেট। হাসপাতাল, মন্দির, স্কুল, ক্রীড়া সংস্থার ময়দান সহ বেশ কিছু জায়গায় বসছে সেই টয়লেটগুলি। ইতিমধ্যে তার কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর বলেন, 'পুরসভার উদ্যোগে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকায় শহরে মোট ১৩টি শৌচাগার বসছে। একই সঙ্গে থাকছে স্নানের ব্যবস্থাও। অনুমোদন পেলে আরও ৪টি টয়লেট বসানো হবে।' পুরসভার এমন উদ্যোগে খুশি জনসাধারণও।

দূষণ কমাতে উদ্যোগ পুরসভার

বর্তমান সময়ে স্বচ্ছতা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় জোর দিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ই। সুস্থ জীবনযাপনের জন্য এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বা আবর্জনামুক্ত কতটা জরুরি, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল সকলেই। অথচ তারপরেও অনেকে এখনও প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে খোলা জায়গায় শৌচকর্ম সারেন। সেই পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে শৌচাগার বসানোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন অনেকেই। শহরের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী স্বপন সাহার কথায়, 'মদনমোহন মন্দিরে মাঝেমধ্যেই পাঠে আসতে হয়। ব্যবহারযোগ্য শৌচালয় না থাকায় নিত্য ভোগান্তির মুখে পড়তে হত। এদিকে সুগারের রোগী। তাই না গেলেও হয় না। যাক এবারে সেই সমস্যা মিটবে।'

পুরসভা সূত্রে খবর, তুফানগঞ্জ কলেজ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুল, ইলাদেবী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সার্কিট হাউস, অন্দরান ফুলবাড়ি হরিরধাম হাইস্কুল, নেতাজি বিদ্যালয়, মহকুমা হাসপাতাল, এসএসএ ময়দান, মদনমোহন মন্দির, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সহ আরও নানা জায়গায় বসছে এই শৌচালয়গুলি। ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরুও হয়ে গিয়েছে। সবমিলিয়ে এতে দূষণমুক্ত শহর গড়ে উঠবে বলে মনে করছে পুরসভা। পুরসভার এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়ে শহরবাসী সুজিত দাস বলছেন, 'একে তো শহরে পর্যাপ্ত শৌচাগারের ব্যবস্থা নেই। তার ওপর বর্তমানে হাতেগোনা যেসব শৌচালয় রয়েছে, সেটাও ব্যবসাকেন্দ্র। এতে পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি রোগবালাই ছড়ানোয় ঝুঁকিতে পড়ছে জনস্বাস্থ্য। এ অবস্থায় পুরসভার উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়।'

ঝুলন্ত দেহ

মাথাভাঙ্গা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : নিজের ঘরে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম রাজীব পোদ্দার (২২)। বাড়ি মাথাভাঙ্গা শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে নিজের ঘরেই ছিলেন রাজীব। বেলা বাড়লেও তিনি বাইরে না আসায় তাঁর মা ডাকাডাকি করেন। ভিতর থেকে সাড়া না মেলায় প্রতিবেশীদের সহায়তায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে রাজীবকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠায়।

দিনহাটা শহরের একটি দোকানে ভ্যালেন্টাইন্স ডে উপলক্ষ্যে ফুলের পসরা। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

দিনহাটার রেস্তোরাঁগুলিতে চলছে সাজসজ্জার তোড়জোড়। কোথাও লাল বেলুন, কোথাও ক্যান্ডেল লাইটের ঝলক। বিশেষ 'কাপল মেনু' আর রোমান্টিক ডিনারের অফারে আকৃষ্ট হচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা। সন্ধ্যা নামতেই শহরের ক্যাফেগুলোতে বাজছে ধীরলয়ের প্রেমের গান, চলছে টেবিল বুকিংয়ের হিড়িক, আলোকপাত করলেন প্রসেনজিৎ সাহা।

ফুলে, গানে, আলোয় ভালোবাসার আয়োজন

দিনহাটা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : রাত পোহালেই ভ্যালেন্টাইন্স ডে। আর সেই দিনকে ভালোবাসার মানুষটির কাছে স্মরণীয় করে রাখতে নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা নানা ভাবনা ভাবছে। আর তাদের ভাবনাকে পূর্ণতা দিতে কোনও সুযোগই ছাড়ছে না শহরের রেস্তোরাঁ থেকে ফুল ও গিফটের দোকানগুলি। রেস্তোরাঁয় যেমন জুটিদের স্বাগত জানাতে নানা ধরনের ভালোবাসার স্পেশাল পদ তৈরি করা হবে, তেমনি ফুলঘরগুলি নতুন ফুলের তোড়া সাজাতে দিনরাত এক করছে। অন্যদিকে, গিফটের দোকানগুলিও বিভিন্ন ধরনের উপহার সামগ্রী নিয়ে প্রস্তুত। এককথায় দিনহাটা শহর যেন ভালোবাসার রঙে সেজে উঠেছে।

এদিন গোসানি রোড দিয়ে যেতেই দেখা গেল, একাধিক দোকানের সামনে ছাতা টাঙিয়ে টেবিলে রাখা গোলাপ, অর্কিড, জারবেরা হাতছানি দিচ্ছে। আর সেই ফুল নিতে এদিন থেকেই তরুণ-তরুণীদের ভিড় জমেছে দোকানগুলিতে। প্রেমিক-প্রেমিকাদের কেউ আগেভাগেই কিনে রাখছেন ভালোবাসার প্রতীক গোলাপ। কেউ আবার ভালোবাসার মানুষকে কী উপহার দেবেন তা আজই কিনে রাখছেন।

তবে আগে থেকেই ভিড় থাকায় যেমন ব্যস্ততা বেড়েছে তেমনি মুখে হাসি ফুটেছে দিনহাটার ফুল ব্যবসায়ী সুরজ সাহা, অমিত রায়দের মুখে। তাঁদের কথায়, সকাল থেকেই ব্যস্ত একটার পর একটা অর্ডার সাজাতে। কেউ ডজনখানেক গোলাপ নিচ্ছেন,

- প্রেমিক-প্রেমিকাদের কেউ আগেভাগেই কিনে রাখছেন ভালোবাসার গোলাপ
- কেউ সংগ্রহ করছেন ভালোবাসার মানুষকে দেবার জন্য
- রেস্তোরাঁগুলিতেও কোথাও লাল বেলুন, কোথাও ক্যান্ডেল লাইটের ঝলক
- 'কাপল মেনু' আর রোমান্টিক ডিনারের অফারে আকৃষ্ট হচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা

কেউ আবার চাইছেন মিশ্র ফুলের বোকে। 'গত দু'দিন ধরে বিক্রি প্রায় তিনগুণ বেড়েছে', বললেন সুরজ। অমিতের কথায়, 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে মানেই আমাদের বছরের সেরা ব্যবসার সময়।'

তবে শুধু ফুল নয়, শহরের গিফট দোকানগুলিতেও জমজমাট ভিড়। টেডিবিয়ার, কাস্টমাইজড ফোটো ফ্রেম, মগ, হার্ট আকৃতির কুশন। ব্যবসায়ী স্বপন সাহার কথায়, 'প্রেমের মাস ফেব্রুয়ারিতেই বিক্রি সবচেয়ে বেশি হয়। এখন প্রায় প্রতিদিনই নতুন মাল আনতে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, রেস্তোরাঁগুলিতেও চলছে সাজসজ্জার তোড়জোড়। কোথাও লাল বেলুন, কোথাও ক্যান্ডেল লাইটের ঝলক। বিশেষ 'কাপল মেনু' আর রোমান্টিক ডিনারের অফারে আকৃষ্ট হচ্ছেন তরুণ-তরুণীরা। সন্ধ্যা নামতেই শহরের ক্যাফেগুলোতে বাজছে ধীরলয়ের প্রেমের গান, চলছে টেবিল বুকিংয়ের হিড়িক। রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী শিবম চক্রবর্তী জানালেন, একদিকে খাবারের পদে যেমন বিশেষ দিনের ছোঁয়া থাকছে তেমনি থাকছে বিশেষ অফারও। আবার লাভ বার্ডদের জন্য বিশেষ গেমের ব্যবস্থা থাকছে তাঁর রেস্তোরাঁয়। সব মিলিয়ে দিনহাটা শহরজুড়ে এখন রোমান্টিক উচ্ছ্বাস।

ভবানীগঞ্জ বাজার নিয়ে দিলীপের নয়া উদ্যোগ

শিবির করে কর আদায়

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ভবানীগঞ্জ বাজারে ক্যাম্প করে বকেয়া কর সংগ্রহ করবে পুরসভা। এই বাজারে তিন বছর ধরে দোকানের বিভিন্ন কর, স্টল ট্রান্সফার ও হোটেল কনজারভেন্সির টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে বাজারে এই ক্যাম্প বসবে। শুক্রবার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ের পর একথা জানান চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা। বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। চেয়ারম্যান বলেন, 'পুরসভার ফান্ড বাড়ানোর লক্ষ্যে আমরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে ভবানীগঞ্জ বাজারে ক্যাম্প করে ২০২৩ সাল থেকে দোকানের ভাড়া, স্টল ট্রান্সফার ও হোটেল কনজারভেন্সির যে সমস্ত টাকা বকেয়া পড়ে রয়েছে। সেগুলি সব সংগ্রহ করব। বকেয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই ক্যাম্প চলবে।' তিনি জানান, এই ক্যাম্পে পুরসভার পাশাপাশি ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরাও থাকবেন। আশা করছি, এতে প্রায় ২ কোটি টাকা সংগ্রহ হবে।'

কর নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই পুরসভার সঙ্গে ব্যবসায়ীদের টানাপোড়েন চলছিল। এনিয়ে প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশও করে ব্যবসায়ী সমিতি। শেষপর্যন্ত মাসখানেক আগে রবি ঘোষ পদত্যাগ করার পর পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান হন দিলীপ সাহা। দিলীপ চেয়ারম্যান হওয়ার পর কয়েকদিন আগে পুরসভার বিভিন্ন উন্নয়নের বিষয় নিয়ে জেলা শাসক রাজু মিশ্রের সঙ্গে বৈঠক করে পুরসভা। সেখানেই জেলা শাসক পুরসভাকে জানিয়েছিলেন, পুরসভার নিজস্ব তহবিল বাড়াতে হবে। কয়েকদিন আগে চেয়ারম্যান কলকাতায় গিয়ে নগরোন্নয়ন সহ প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তর ঘুরে পুরসভার উন্নয়নে ফান্ডের জন্য তদ্বির করে আসেন। সেখানেও বিভিন্ন দপ্তরের তরফে পুর কর্তৃপক্ষকে নিজস্ব ফান্ড বাড়াতে বলা হয়।

এরপরই কোচবিহারে এসে শুক্রবার তড়িঘড়ি বোর্ড মিটিং করে পুরসভা বাজারে শিবির করে কর সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়। দিলীপ চেয়ারম্যান হওয়ার পর পুরসভার সঙ্গে ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক ভালো হওয়ায় ব্যবসায়ী সমিতি এই নিয়ে পুরসভাকে সহযোগিতা করবে বলে জানায়। এতে স্বভাবতই স্বস্তিতে পুরসভা।

জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, 'এটা খুবই ভালো জিনিস। আমরাও চাই ব্যবসায়ীদের যে সমস্ত বকেয়া রয়েছে, তাঁরা সেগুলি দিয়ে তাঁদের কাগজপত্র সব আপডেট রাখুক। এতে সকলেরই সুবিধা হবে। আমরা এতে পুরসভাকে সহযোগিতা করব।'

এছাড়া পুরসভা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পে আরও বেশ কিছু গাড়ি কিনবে। শহরকে আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এখন থেকে সাগরদিঘি, বৈরাগীদিঘি, ভবানীগঞ্জ বাজার চত্বর ও মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ডাস্টবিন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি মহারাজা বিশ্বসিংহনারায়ণ, কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও প্রয়াত গায়ক জুবিন গর্গের মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শহরে এখন যে সমস্ত মূর্তি রয়েছে সেগুলি পরিষ্কার করার পাশাপাশি সৌন্দর্যায়নে সেখানে গাছ ও আলো লাগাবে পুরসভা। এছাড়াও যুবশ্রীর জন্য শহরের গুঞ্জবাড়ির পঞ্চানন ভবন, রবীন্দ্র ভবন ও উৎসব অডিটোরিয়ামে ১০ দিন ধরে ক্যাম্প করা সহ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পুরসভা নিয়েছে।

কোচবিহার পুরসভার বোর্ড মিটিং। ছবি : জয়দেব দাস

- তিন বছর ধরে বিভিন্ন কর ও কনজারভেন্সির টাকা বকেয়া রয়েছে ভবানীগঞ্জ বাজারে
- বকেয়া কর সংগ্রহ করতে পুরসভা আগামী সাতদিনের মধ্যে এই বাজারে শিবির করবে
- বকেয়া আদায় না হওয়া পর্যন্ত শিবির চলবে, শিবিরে প্রায় ২ কোটি টাকা আদায়ের আশা

> **আমরা চাই ব্যবসায়ীদের যা বকেয়া রয়েছে, তাঁরা সেগুলি দিয়ে তাঁদের কাগজপত্র সব আপডেট রাখুক। এতে সকলেরই সুবিধা হবে। আমরা পুরসভাকে সহযোগিতা করব।**
>
> **-সুরজ ঘোষ** সম্পাদক, জেলা ব্যবসায়ী সমিতি

তুফানগঞ্জে শিল্প সম্মেলন

তুফানগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে শুক্রবার শিল্প সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সমিতির কনফারেন্স হলঘরে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক কিংশুক মাইতি, সংগঠনের জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরোজ ঘোষ, মহকুমা সভাপতি অশোক দে, দমকলকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গৌতম সাহা প্রমুখ। অশোক বলেন, 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করে বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন।'

উদ্বৃত্ত বাজেট পাশ জেলা পরিষদে

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি : উদ্বৃত্ত বাজেট পাশ করল কোচবিহার জেলা পরিষদ। ২০২৬-'২৭ সালে জেলা পরিষদ কী কী কাজ করবে তা নিয়ে আর্থিক প্রস্তাব নিয়ে আগেই বৈঠক হয়। সেখানে একটা খসড়া বাজেট পেশ হয়। শুক্রবার জেলা পরিষদে সাধারণ সভায় এদিন তা পাশ হয়।

জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন বলেন, 'শুক্রবার জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় ২৫৬ কোটি টাকার বাজেট পাশ হয়েছে। এর মধ্যে ২৪৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকার কাজ হবে। অর্থাৎ আমরা উদ্বৃত্ত বাজেট পাশ করেছি।' এর মধ্যে 'মিশন নির্মল বাংলা'য় ৬০ কোটি ২৯ লক্ষ, ডিস্ট্রিক্ট পাবলিক হেলথ সেলে ১৫ কোটি ১৫ লক্ষ, জমি ক্রয়ে ৪০ কোটি ২৫ লক্ষ সহ বিভিন্ন খাতে খরচ ধরা হয়েছে। এদিনের সাধারণ সভায় সহকারী সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ, অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্ত সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ব্লাড ব্যাংকে আশার আলো

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করে রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের রক্ত সুরক্ষা বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা ডাঃ বিজয়প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মেখলিগঞ্জের মানুষের ব্লাড ব্যাংকের প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু এটি সীমান্তঘেঁষা প্রত্যন্ত এলাকা তাই এখানে ব্লাড ব্যাংক হওয়া উচিত।' অন্যদিকে এদিনই হাসপাতালে এসে উপস্থিত হন স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রাক্তন ডিরেক্টর ডাক্তার দেবাশিস হালদার। তিনি মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন। হাসপাতালের তরফে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি, আইসিইউ চালু সহ পরিকাঠামো উন্নয়নের একাধিক প্রস্তাব স্বাস্থ্য দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। এদিন সেইসব বিষয় সরেজমিনে দেখার জন্যই তিনি এসেছিলেন। এদিনের জোড়া পরিদর্শনের ফলে স্বাভাবিকভাবেই মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক তৈরির বিষয়ে আশাবাদী হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'মেখলিগঞ্জের মানুষের স্বার্থে অবিলম্বে মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক চালু করা প্রয়োজন।' অপর বাসিন্দা শুভময় চক্রবর্তী বলেন, 'এদিন সকালে স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন। ব্লাড ব্যাংক না থাকায় সমস্যার বিষয়ে তাঁকে জানানো হয়েছে।' স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স সোসাইটির তরফে কাজল অধিকারী বলেন, 'মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক তৈরি হলে আমরাও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সাধ্যমতো রক্তদান শিবির করে রক্তের জোগান ঠিক রাখব।' হাসপাতালের সুপার ডাক্তার তাপস দাস বলেন, 'হাসপাতালের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন থেকে ব্লাড ব্যাংক তৈরির বিষয়ে আমরা যথেষ্ট আশাবাদী।' রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারীর বক্তব্য, 'আজকের পরিদর্শনে আমরা আশাবাদী যে দ্রুত এখানে ব্লাড ব্যাংক গড়ে উঠবে।'

শিবরাত্রির মেলা শুরুর আগেই বিতর্ক

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : মাঝে মাত্র আর একদিন। রবিবার থেকে মাথাভাঙ্গা শহরের মেলার মাঠ ও বি টিম মাঠে বসতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী শিবরাত্রি মেলা। নাগরদোলা, রোশনাই, দোকানপাট-সব মিলিয়ে উৎসবের আবহে শহর যখন প্রস্তুত, ঠিক তখনই বি টিম মাঠের বরাতকে ঘিরে বিতর্কে সরগরম পুরসভা। ২০১৫ সালে তৃণমূল মাথাভাঙ্গা পুরসভায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে মেলার দায়িত্ব সামলেছেন লক্ষপতি প্রামাণিক। সম্প্রতি তিনি পদত্যাগ করায় চেয়ারম্যান হয়েছেন ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রবীর সরকার। আর প্রথম শিবরাত্রির মেলাতেই নতুন চেয়ারম্যানকে পড়তে হয়েছে টেন্ডার বিতর্কের মুখে।

মাথাভাঙ্গা শহরের বি টিম মাঠে শিবরাত্রির মেলার তোড়জোড় চলছে।

এবিষয়ে বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষ বলছেন, 'শুনেছি বকলমে বি টিম মাঠের মেলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার। নিলামের ন্যূনতম মূল্য ৮ লক্ষ টাকা যেখানে ধার্য ছিল, সেখানে পুনরায় নিলাম না করে তার চেয়ে কমে কেন মাঠের বরাত দেওয়া হল? কাউন্সিলার এবং চেয়ারম্যানের যোগসাজশে এধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।' যদিও পুরসভার চেয়ারম্যানের দাবি, 'ই-টেন্ডারের মাধ্যমেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সময় কম থাকায় পুনরায় নিলাম করা যায়নি। আগামী বছর আগেভাগেই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।'

পুরসভা মেলার মাঠ নিজে পরিচালনা করলেও বি টিম মাঠের দায়িত্ব ঠিকাদার সংস্থাকে দেওয়া হয়। গত বছর এই বরাত থেকে সেখানে তার কমে বরাত দেওয়া হল কীভাবে? মাঠটি নিলামের আগেই সেখানে দোকানপাট ও নাগরদোলা বসতে শুরু করে দিয়েছিল। তাহলে কি পুরসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোপন বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল ঠিকাদার সংস্থার। এটি প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি। পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি তোলা হবে।' ৮ নম্বর

ঘরে-বাইরে সমালোচিত প্রবীর

পুরসভার আয় হয়েছিল ১১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। এ বছর সেই অঙ্ক নেমে এসেছে ৩ লক্ষ ১ হাজার টাকায়। প্রায় ৮ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকার এই পার্থক্য ঘিরেই ঘরে বাইরে উঠছে প্রশ্ন। ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার উদয় চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'নিলামের ন্যূনতম মূল্য যেখানে ৮ লক্ষ টাকা ধার্য ছিল, ওয়ার্ডের কাউন্সিলার কাকলি ঘোষও আয় কমে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে বৃহস্পতিবার চেয়ারম্যানকে প্রশ্নও করেছিলেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য পুরসভার আয় বাড়ানো। সেক্ষেত্রে বি টিম মাঠের টেন্ডারে মেলার আয় কমে গেল, এটা মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি নিয়ে বোর্ড মিটিংয়ে প্রশ্ন তুলব।'

পদ্মাপারে বিএনপি'র জয়ে উচ্ছ্বসিত এপারের ব্যবসায়ীরা

সীমান্তে পারাপার শুরু

নিউজ ব্যুরো

১৩ ফেব্রুয়ারি : ভোটপর্ব শেষ হয়েছে বাংলাদেশে। পদ্মাপারে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছে বিএনপি। আর এই ফলাফলে উচ্ছ্বসিত হিলি ও চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তের ব্যবসায়ীরা। ওপার বাংলার হবু প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে সুদিন ফিরবে বলে তাঁদের প্রত্যাশা।

শুক্রবার সকাল থেকেই হিলি ও চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন কেন্দ্র দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়। তবে বাংলাদেশের সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় দুটি আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরেই শনিবার থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য শুরু হবে। বাংলাদেশে ভোটের কারণে বুধ থেকে শুক্রবার পর্যন্ত দুই দেশের আমদানি-রপ্তানি বন্ধ ছিল। হিলির ব্যবসায়ী আশুতোষ সাহা বলেন, 'বিএনপি যখন আগে ক্ষমতায় ছিল, তখনও ব্যবসা-বাণিজ্য ভালোই ছিল। তারেক রহমান বগুড়ার ছেলে। হিলির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর ভালো সম্পর্ক। আশা করছি, হিলি স্থলবন্দর বাড়তি সুযোগসুবিধা পাবে।'

চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশনকেন্দ্র দিয়ে যাতায়াত শুরু। শুক্রবার।

হিলির আরেক ব্যবসায়ী উত্তম জৈন বলেন, 'বাংলাদেশের দিনাজপুরের বিএনপি প্রার্থী হিলি স্থলবন্দর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ করে আন্তর্জাতিক মানের তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাই এই বন্দরের পরিকাঠামো ও বাণিজ্য নিয়ে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আমরা নতুন সন্ধিক্ষণের প্রত্যাশা করছি।' মহদিপুর এক্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, 'বাংলাদেশে গণ অভ্যুত্থানের পর থেকেই ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগে প্রতিদিন প্রায় ৪০০ লরি মাল বাংলাদেশে রপ্তানি করতাম। এখন সেটাই কমে হয় ২০০ গাড়ি। তাছাড়া ওপারের যাঁরা আমদানি করছেন, তাঁরা টাকা না দিলেও আমাদের অভিযোগ জানানোর জায়গা ছিল না। আশা করি, এবার এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।'

বৃহস্পতিবার ভোট উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন কেন্দ্র বন্ধ রাখা হয়। তাই ভারতের ইমিগ্রেশন কেন্দ্র খোলা থাকলেও হিলি বা চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে কোনও পর্যটক পারাপার করতে পারেননি। তবে এদিন চ্যাংরাবান্ধা সীমান্ত দিয়ে ওপার থেকে বেশ কয়েকজন এপারে এসেছেন। আগের মতোই বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রে ব্যস্ততা লক্ষ করা গিয়েছে। সীমান্ত গেটে ট্রাকের ভিড় বা বৈদেশিক বাণিজ্যের হট্টগোল না থাকলেও কড়া পাহারায় রয়েছে বিএসএফ।

চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চত্বরের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়কেন্দ্রে বসে ব্যবসায়ী সৈয়দ নাজিমুল হক বললেন, 'দীর্ঘদিন বিভিন্ন ভিসা বন্ধ থাকায় কেবল মেডিকেল ও স্টুডেন্ট ভিসায় খুব কম যাত্রী যাতায়াত করছেন। ফের যাতায়াত শুরু হল। ধীরে ধীরে ভিসা দেওয়ার পরিমাণ বাড়ানো হলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সকলের সুবিধা হবে।' এদিন বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট এলাকার গুপীনাথচন্দ্র দাস সপরিবারের এপারে এসেছেন চিকিৎসা করাতে। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের একমাত্র দাবি সংখ্যালঘুরা যেন নিরাপদে থাকতে পারেন। এই দুই বছরের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে তা বলার নয়। দেশের উন্নয়নে নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্যকরী ভূমিকা পালন করবেন, এটাই আমাদের আশা।'

আরেক বাংলাদেশি নাগরিক পঞ্চগড় জেলার আটোয়ারির বাসিন্দা প্রিয়নাথ বর্মনের মন্তব্য, 'শান্তিপূর্ণভাবে ভোটদান করতে পেরে আমরা খুশি। দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলার পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেও সুসম্পর্ক চাই আমরা। তারেক রহমানের কথায় আমরা আশাবাদী।' এপারে পা রেখে রাধারানি রায় বলেন, 'কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই দেখা উচিত নতুন সরকারের। সেইসঙ্গে নারীশিক্ষার অগ্রাধিকার কর্তব্য হওয়া উচিত।'

পিবিইউতে কোর্সের সংযুক্তিকরণ

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি : পড়ুয়াদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে বছরকয়েক আগে পাঁচটি বিষয়ে সান্ধ্যকালীন স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করেছিল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে সেখানে দিবা বিভাগের কোর্সগুলির চাহিদা ঠিকঠাক থাকলেও সান্ধ্যকালীন কোর্সগুলিতে পড়ুয়াদের সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা। আর সে কারণেই সান্ধ্যকালীন কোর্স হিসেবে থাকা বাংলা, ইতিহাস এবং সংস্কৃত বিভাগ দিবা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি একথা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে দিবা বিভাগের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ সিমেস্টারের পঠনপাঠন চলছে। আপাতত এই দুটি বিষয়ের দ্বিতীয় সিমেস্টারের ক্লাস সন্ধ্যাবেলা হলেও খুব শীঘ্রই রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোর্সও দিবা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) মাধবচন্দ্র অধিকারী। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও কোর্সে ছাত্রসংখ্যা ১০, কোথাও বা তারও কম। সন্ধ্যায় পাঁচটি কোর্স মিলিয়ে মোট ৫৫৫টি আসন থাকলেও পড়ুয়ার সংখ্যা একেবারেই কম থাকায় সান্ধ্যকালীন কোর্স দিবা বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

প্রাথমিকের ইন্টারভিউ কলকাতায়

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহার জেলার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রার্থীদের ইন্টারভিউ হবে কলকাতায়। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সল্টলেকের আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ভবনে আগামী ২৪ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই ইন্টারভিউ হবে।

ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রার্থীদের পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পোর্টাল থেকে কল লেটার এবং টেট পাশ করার সার্টিফিকেট ডাউনলোড করতে বলা হয়েছে। বয়সের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে। ইন্টারভিউয়ের জন্য মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষার মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট, উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষার মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট, ডিএলএড, ডিএড (বিশেষ শিক্ষা), বিএলএড অথবা তার সমমানের পরীক্ষার মার্কশিট এবং সার্টিফিকেট সহ প্রয়োজনীয় শংসাপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

ইতিহাসের আগের ইতিহাস

আমরা জানি সভ্যতা শুরু হয়েছে মেসোপটেমিয়া বা মিশরে, বড়জোর ৫-৬ হাজার বছর আগে। কিন্তু তুরস্কের 'গোবেকলি তেপে' সেই ধারণা বদলে দিয়েছে। এখানে পাওয়া গিয়েছে ১২,০০০ বছরের পুরোনো এক বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ! যখন মানুষ চাষবাস জানত না, চাকা আবিষ্কার হয়নি, ধাতুর ব্যবহার জানত না— তখন তারা কীভাবে এত বিশাল পাথরের স্তম্ভ খোদাই করল এবং এক জায়গায় জড়ো করল? এই আবিষ্কার প্রমাণ করে যে, হয়তো ধর্মের টানেই মানুষ প্রথম একজোট হয়েছিল, চাষাবাদের প্রয়োজনে নয়। আমাদের ইতিহাসের বইয়ের অনেক পাতাই যে নতুন করে লিখতে হবে, গোবেকলি তেপে সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

লোভ সংবরণ

শিশুদের সামনে যদি একটা মার্শমেলো (এক ধরনের মিষ্টি) রেখে বলা হয়, 'এখন না খেয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করলে দুটো পাবে', তবে তারা কী করবে? ১৯৬০-এর দশকে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির এই 'মার্শমেলো টেস্ট' মনোবিজ্ঞানের এক বিখ্যাত পরীক্ষা। দেখা গিয়েছে, যেসব বাচ্চা লোভ সামলে অপেক্ষা করতে পেরেছিল, তারা বড় হয়ে জীবনে অনেক বেশি সফল হয়েছে। আর যারা তক্ষুনি খেয়ে ফেলেছিল, তারা নানা সমস্যায় পড়েছে। এই পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, 'ধৈর্য' বা 'সেল্ফ কন্ট্রোল' কেবল নৈতিক গুণ নয়, এটি সফল জীবনের চাবিকাঠি। আপনার বাচ্চা মার্শমেলো পেলে কী করত, ভেবে দেখেছেন?

জেলখানার নাটক

মানুষ কি জন্মগতভাবেই নিষ্ঠুর, নাকি পরিবেশ তাকে নিষ্ঠুর বানায়? ১৯৭১ সালে স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ফিলিপ জিমবার্ডো এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এক নকল জেলখানা তৈরি করেন। সেখানে কিছু ছাত্রকে 'কয়েদি' এবং কিছু ছাত্রকে 'জেল পুলিশ' সাজানো হয়। কথা ছিল পরীক্ষাটি দুই সপ্তাহ চলবে। কিন্তু মাত্র ৬ দিনের মাথায় এটি বন্ধ করতে হয়। কারণ? সাধারণ ছাত্ররা যারা পুলিশের ভূমিকায় ছিল, তারা এতটাই ক্ষমতার মদে অন্ধ হয়ে পড়েছিল যে, কয়েদিদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। অন্যদিকে, কয়েদিরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। এই 'স্ট্যানফোর্ড প্রিজন এক্সপেরিমেন্ট' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছিল— ক্ষমতা পেলে সাধারণ মানুষও দানব হয়ে উঠতে পারে।

লোহার হাতের যোদ্ধা

'গেম অফ থ্রোনস'-এর জেইমি ল্যানিস্টারকে মনে আছে? যার হাত কাটা যাওয়ার পর সোনার হাত লাগানো হয়েছিল? বাস্তবে ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান নাইট গটজ ভন বার্লিচিনজেন ছিলেন এমনই এক চরিত্র। যুদ্ধে তাঁর ডান হাত উড়ে যায়। কিন্তু তিনি দমে যাননি। কামারশালা থেকে একটি লোহার কৃত্রিম হাত বানিয়ে নেন, যা দিয়ে তিনি তলোয়ার চালাতে পারতেন, এমনকি কলম দিয়ে লিখতেও পারতেন! এই 'আয়রন হ্যান্ড' নিয়ে তিনি আরও ৪০ বছর যুদ্ধ করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী পড়েই নাকি জেইমি ল্যানিস্টারের চরিত্রটি তৈরি করা হয়েছে। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে শারীরিক অক্ষমতাকে জয় করার তিনি এক আদিম সুপারহিরো।

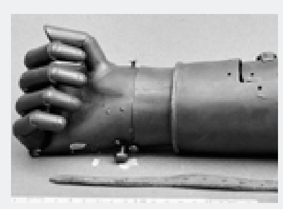

পঞ্চাননের জন্মদিনেও ভোটের অঙ্ক

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ভোট বড় বালাই। রাজবংশী জনজাতির মানুষের মন পেতে তাই মনীষীর শরণে দুই ফুলের নেতারা। ১৪ ফেব্রুয়ারি পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন পালন করতে বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে বিজেপি। দলীয় তরফে প্রতিটি মণ্ডলে মণ্ডলে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে তপশিলি জনজাতি অধ্যুষিত বিধানসভাগুলোতে। বৃহস্পতিবার দলের সাংসদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন রাজ্য নেতৃত্ব স্থানীয়রা।

'২১ এর বিধানসভায় ভালো ফল হলেও ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোট ও তারপর একাধিক উপনির্বাচনে খারাপ ফলাফলে দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। অনেক রাজবংশী নেতা দলের থেকে দূরত্ব তৈরি করেছেন। জেলায় জেলায় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কোন্দল। পাশাপাশি দলেরই রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায়ের বেসুরো গেয়ে ওঠা, এসআইআর ভোগান্তি সহ নানা ইস্যুতে রাজবংশী ভোটব্যাংক নিয়ে আর নিশ্চিন্ত থাকতে পারছেন না নেতারা।

প্রশ্ন উঠছে, রাজবংশী ভোটব্যাংক নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে বিজেপি? নাকি তপশিলি সংরক্ষিত আসনে জেতা বিধায়কদের পাঁচ বছরের পারফরমেন্সে জনতার ক্ষোভ আঁচ করতে পেরেই আবেগে উসকে দিতে চাইছে তারা? তৃণমূলও এই কর্মসূচিকে 'ভোটের আগে লোকদেখানো' বলে কটাক্ষ করছে।

উত্তরজুড়ে মহাসমারোহে মনীষীর জন্মদিন পালনের মূল দায়িত্বে রয়েছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। তিনি অবশ্য ওপরের সমস্ত সম্ভাবনা নস্যাৎ করে বলেছেন, 'পঞ্চাননকে কেবল উত্তরবঙ্গের মনীষী করে রাখা হয়েছে। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই অঞ্চলের মানুষের কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। জন্মদিন উপলক্ষ্যে গোটা রাজ্যে তাঁর বাণী ছড়িয়ে দিতে চাই।'

জয়ন্তর দাবি শুনে তাচ্ছিল্যের সুর খলিসামারি পঞ্চানন মেমোরিয়াল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্টের সম্পাদক তথা তৃণমূলের কোচবিহার জেলা কমিটির চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের গলায়। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপির কোনও নেতা কখনও রাজবংশীদের অধিকার নিয়ে বলার জন্য ছিলেন না। বিধানসভা ভোটের আগে লোকদেখানো প্রীতি দেখাতে ব্যস্ত ওরা। আমরা প্রতিবছরের মতোই দিনটি পালন করব।'

বিজেপির মতো দলগতভাবে নির্দিষ্ট নির্দেশ না থাকলেও তৃণমূলও নির্বাচনের আগে রাজবংশী আবেগকে কাজে লাগাতে চাইছে। উত্তরবঙ্গজুড়ে মনীষীর জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি নিয়েছে তারা। রাজবংশী স্কুল থেকে

- মণ্ডলে মণ্ডলে পঞ্চানন বর্মার জন্মদিন পালনে কমিটি গঠন বিজেপির
- সাংসদদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক রাজ্য নেতৃত্বের
- ভোটের আগে রাজবংশী-প্রীতি, কটাক্ষ তৃণমূলের

পঞ্চানন বর্মার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরিকে সামনে রেখে প্রচার চালানো হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ জানালেন, যে যেখানে পারবেন, মাল্যদান সহ নানা অনুষ্ঠান করবেন।

শুধুমাত্র জন্মদিনে নিজেদের কর্মসূচি সীমাবদ্ধ রাখছে না পদ্ম শিবির। কেন্দ্র কতটা রাজবংশী-প্রেমী, তা বোঝাতে বিগত কয়েকবছরে রাজবংশী জনজাতির কতজন মানুষকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, সে নিয়েও জোরদার প্রচার চালানো হবে। প্রচারে থাকবে, কীভাবে এই মানুষদের অভাব-অভিযোগ লোকসভায় ও বিধানসভায় তুলে ধরেছেন দলের সাংসদ, বিধায়করা। উত্তরবঙ্গের ৫৪টি বিধানসভা আসনের ১৭টি তপশিলিদের জন্য সংরক্ষিত। তপশিলি অধ্যুষিত আরও ২১টি আসন রয়েছে। এগুলোতে রাজবংশী ভোট ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ। শেষ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি এখানকার ৩০টি আসন জিতেছিল। বর্তমানে দলে থাকা ২৫ জন বিধায়কের মধ্যে তপশিলি ৯ জন। এবার শুধুমাত্র রাজবংশী জনজাতির ভোটের ওপর ভরসা করে মোট ৩৮টি আসনকে টার্গেট করছে তারা।

সহযোগিতার হাত। শুক্রবার কোচবিহার ফাঁসিরঘাটে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ব্যাগ ফেরাল পুলিশ

আলিপুরদুয়ার, ১৩ ফেব্রুয়ারি : টোটোতে এনবিএসটিসি ডিপোতে যাওয়ার সময় নিশীথকুমার ঘোষ নামে এক ব্যক্তির ১১ হাজার টাকা ও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র সহ একটি ব্যাগ হারিয়ে যায়। অভিযোগ পেয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেই ব্যাগ উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দেয় আলিপুরদুয়ার ট্রাফিক পুলিশ। নিশীথ বলেন, 'তিনবার ব্যাগের খোঁজ করেছি। সিভিকদের কাছ থেকে ব্যাগের বিষয়ে জানতে পারি। টাকা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।'

রয়েছ নয়নে

প্রথম পাতার পর

নাতির পছন্দের অংশটা আলাদা করে রাখতে ভোলেন না। রান্নার বড় দায়িত্ব বিজয়ের কাঁধে। থালা বাড়িয়ে দিলে ঠাকুমা প্রথমে জানতে চান, 'তুই খাচ্ছিস তো?' স্কুলে যাওয়ার কথা উঠতেই মাথা নীচু করে বিজয়, 'আমি স্কুলে গেলে খাওয়া জুটবে না। ওই সময়টায় ঠাকুমাকে নিয়ে ভিক্ষে করি।' কথায় আক্ষেপ কম, দায়িত্ববোধ বেশি। আর মণির গলায় নিঃশর্ত নির্ভরতা, 'নাতি না থাকলে বিষ খেয়ে নেব। ওই আমার শেষ সম্বল।' হুমকি নয়, জন্মান্ধ বৃদ্ধার নির্ভরতার আর্তি।

অভাব আছে, অনিশ্চয়তা আছে, উপোসও আছে। নেই শুধু বিচ্ছেদ। অন্ধ ঠাকুমার অন্ধকার পৃথিবীতে বিজয়ই একমাত্র আলো। আর বিজয়ের কঠিন জীবনে মণিই আশ্রয়, স্নেহ, ঘর। দারিদ্র্যের রুক্ষ মাটিতে তাদের ভালোবাসাই যেন একমাত্র সবুজ অঙ্কুর।

দুর্বল সেতুতে বিপদের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

শীঘ্রই সেগুলি সংস্কার হবে।' তিনি আরও জানান, দুর্বল সেতুগুলির দু'দিকে 'হাইট রেস্ট্রিকশন বার' লাগানো হয়েছে, যাতে ভারী যানবাহন সেতুতে উঠতে না পারে।

পূর্ত দপ্তরের সড়ক বিভাগের অধীনে জেলায় ৭৩টি সেতু রয়েছে। তার মধ্যে গদাধর সেতু দুর্বল হওয়ায় সেটির কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রসেনজিৎ কুণ্ডু। পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট, সবচেয়ে বেশি দুর্বল সেতু রয়েছে জেলা পরিষদের অধীনে। গত ৩০ জানুয়ারি শীতলকুচির দেবনাথপাড়ায় ভারী ডাম্পার উঠতেই একটি পুরোনো সেতু ভেঙে পড়ে। এরপরই বাকি দুর্বল সেতুগুলিকে নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। যদিও তৃণমূল নেত্রী তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মনের বক্তব্য, 'দুর্বল সেতুগুলিকে আমরা চিহ্নিত করেছি। সেগুলি সংস্কারের জন্য তোড়জোড় করা হচ্ছে।' সেতুর হাল নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'তৃণমূল সরকার দুর্নীতি আর কাটমানিতে ব্যস্ত। উন্নয়নের পথে তারা নেই। এতগুলি সেতু দুর্বল অবস্থায় রয়েছে কিন্তু রাজ্য সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। এর আগেও সেতু ভেঙে গিয়েছে। আবার কোনও বিপদ হলে তার দায় কে নেবেন?' নির্বাচন এগিয়ে আসছে। তার আগে জেলাজুড়ে বেহাল সেতুকে বিরোধীরা নির্বাচনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে বলেই ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

এলআইসি

প্রথম পাতার পর

এদিন ওই অফিসে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ষাটোর্ধ্ব রমেন দত্ত। তাঁর কথায়, 'অফিসের কর্মীরা শুক্রবার আসতে বলেছিলেন। এদিন এসে দেখি অফিস বন্ধ। অগত্যা কোনও কাজ হল না। বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে।' গোসানিমারি থেকে গ্রাহকদের টাকা জমা দিতে এসেছিলেন এলআইসি'র এক এজেন্ট। কিন্তু ঢোকার মুখে মূল ফটকে পতাকা ঝুলতে থাকায় থমকে যান। তিনি বলেন, 'বুধবারও এসেছিলাম। ধর্মঘট থাকায় কাজ হয়নি। এদিনও বন্ধ থাকায় অগত্যা টাকা জমা না দিয়েই চলে যেতে হল।' এদিন শহরেরই এক গ্রাহক ভাস্বতী দত্তর কথায়, 'টাকা জমা করতে এসেছিলাম। কিন্তু কেন জানি না আজকেও অফিস বন্ধ। তাই চলে যাচ্ছি।'

ওপারে 'সবুজ' বিপদ!

প্রথম পাতার পর

আর সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার বিরুদ্ধে এটা এক নীরব প্রতিবাদ। বিএনপির ২১২ আসনের জয় সেই আস্থাকেই নির্দেশ করে।

কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটি বড়ই ভয়ংকর। ঢাকা, চট্টগ্রাম বা সিলেটে বিএনপি যখন 'ক্লিন সুইপ' করছে, তখন খুলনা আর রংপুরের মতো সীমান্তঘেঁষা জেলাগুলোতে জামায়াতের এই উল্লম্ফন কেন? ক্ষমতায় না এলেও সীমান্তের স্পর্শকাতর জেলাগুলোতে তারা যেভাবে শিকড় গেড়েছে, তা ভারতের জন্য মাথাব্যথার কারণ। রংপুরের প্রায় পুরোটাই এখন তাদের অলিখিত দখলে। জোনায়েদ সাকি বা রুমিন ফারহানার মতো প্রগতিশীল ও লড়াকু নেতাদের জয় নিঃসন্দেহে আশার আলো, কিন্তু রংপুরের ফলাফল চিৎকার করে বলছে- সীমান্তের ডেমোগ্রাফি এবং মনস্তত্ত্বে এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

অনেকেই বিএনপির এই জয়কে 'লেসার ইভল' বা মন্দের ভালো হিসেবে দেখছেন। প্রশাসনিক শূন্যতা ভরাতে একটি শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, সংসদে বসে বিএনপি কি পারবে তাদের শরিক বা সহযোগী এই কট্টরপন্থী শক্তির লাগাম টেনে ধরতে? বিশেষ করে যখন সীমান্তের চাবিটা কার্যত তাদের 'মিত্র'দের পকেটেই চলে গিয়েছে?

এক স্বৈরাচারের পতনের পর মসনদে আরেক দল। কিন্তু ঢাকার রাশ কি সত্যিই তাদের হাতে থাকবে? নাকি রিমোট কন্ট্রোল চলে যাবে নেপথ্যের কট্টরপন্থীদের হাতে? আওয়ামী লিগের বিদায়ের পর যাঁরা ভেবেছিলেন সীমান্তে অস্থিরতা কমবে, তাঁদের জন্য এই ফলাফল এক বড় ধাক্কা। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সীমান্ত সংলগ্ন জেলাগুলোতে এমন শক্তির হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা যাচ্ছে, যাদের ভারতবিদ্বেষী অবস্থান ঐতিহাসিক।

ঢাকায় সরকার বদল হয়েছে, ব্যালটে মানুষ নৈরাজ্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে- এটা গণতন্ত্রের জয়। কিন্তু রংপুরের মাটিতে কট্টরপন্থার এই 'নীরব বিপ্লব' আগামীদিনে দুই বাংলার সম্পর্কের সমীকরণে বড়সড়ো ঝাঁকুনি দিতে পারে। ধানের শিষের আড়ালে সীমান্তের ওপারে বেড়ে ওঠা এই 'সবুজ' বিপদকে অবহেলা করার উপায় নেই।

লেখক সাংবাদিক ও দক্ষিণ এশিয়া বিশারদ

হারলেও রেকর্ড আসন

প্রথম পাতার পর

যা ভারতের পক্ষে নিশ্চিন্তে থাকার কারণ নয়।

বিএনপি-জোটকে সরকার গঠনের ম্যান্ডেট দিলেও সেই সরকারের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'জুলাই সনদ'-এ সিলমোহর মেরেছে জনতা। বিএনপিকে ক্ষমতায় বসিয়ে লাগামটা জনতা নিজের হাতে রেখেছে। বাংলাদেশের ৬৭.৯৫ শতাংশ মানুষ 'জুলাই সনদ'-এর পক্ষে রায় দিয়েছেন। না বলেছেন, ৩২.০৫ শতাংশ মানুষ। সোজা কথায়, হাসিনাহীন বাংলাদেশে এটা যেন ইউনূসের সবথেকে বড় 'সার্জিক্যাল স্ট্রাইক', যা ভবিষ্যতে একনায়কতন্ত্রের কফিনে পেরেক পুঁতে দিল।

প্রশ্ন হল, বিজয়ী সরকার কি সনদের শর্তগুলো মেনে নেবে? তারেক রহমান কি চাইবেন প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ সীমিত হোক বা বিরোধীদের হাতে ক্ষমতা যাক? মনের ইচ্ছা যাই থাক, ৬৮ শতাংশ মানুষের রায়কে উপেক্ষা করা আর সম্ভব হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। 'জুলাই চার্টার' দলিলে স্পষ্ট বলা হয়েছে—আর কোনও প্রধানমন্ত্রী আজীবন ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। প্রধানমন্ত্রীর পদের নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকবে। সংসদে তৈরি হবে 'উচ্চকক্ষ', রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বাড়বে এবং বিচার বিভাগ হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সবথেকে বৈপ্লবিক বিষয়, সংসদে বিরোধীদের সম্মান ও ক্ষমতা নিশ্চিত হবে। এই সনদ অনুযায়ী, ডেপুটি স্পিকার এবং সংসদীয় কমিটির প্রধানরা আসবেন বিরোধী দল থেকে। ব্যতিক্রমী চিত্র অবশ্য মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার পৈতৃক ভিটে গোপালগঞ্জে। সারাদেশ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দিলেও গোপালগঞ্জে আওয়ামী লিগের এই দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে মানুষ এই চার্টারকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ঐতিহাসিক জয়ের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে তারেক রহমানের প্রচেষ্টায় তাঁর সমর্থন ও শুভকামনা থাকবে। তারেকের সঙ্গে মোদি ফোনেও কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিএনপি চেয়ারপার্সনকে তারেক ভাই বলে সম্বোধন করে এক্স বার্তায় লিখেছেন, 'বাংলাদেশের সমস্ত ভাইবোনকে, জনগণকে জানাই আমার শুভনন্দন, আমার আগাম রমজান মোবারক। সবাই ভালো থাকুন, সুখী থাকুন।'

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, সেদেশের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি প্রমুখ তারেককে অভিনন্দন জানিয়েছেন। শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে।

ভাগ্যিস জন অসন্তোষ আছে

প্রথম পাতার পর

পাশা ওলটাবে কি না, তা নিয়ে তাঁদেরও সন্দেহ ছিল।

গণনাকেন্দ্রে তাই অধীর আগ্রহে সেবার ভিড়টা ছিল বেশি। কাঙ্ক্ষিত জয়ের আভাস পেতেই সেই ভিড়ে যেন বন্ধনমুক্তির উল্লাস শুরু হয়েছিল। মানুষ এভাবেই নীরবে পালটে দেয়। যদিও তৃণমূলকে ভালোবেসে নয়, অধিকাংশ লোক সিপিএমকে শিক্ষা দিতে ঘাসফুলকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

এত কথা বলার কারণ একটিই- যে দল যাই দাবি করুক না কেন, জেতানো-হারানোর কলকাঠি মানুষের হাতে। সামান্য চিৎকার না করেও মানুষ রাজপাট উলটে দিতে পারেন।

ইতিহাসের সেই শিক্ষাটা উপেক্ষা করে নেতাদের বগল বাজানো তাই হাস্যকর। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির হাতের পাঁচ কার্যত তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভয়ংকর গণ অসন্তোষ। আগ্নেয়গিরির মতো ক্ষোভ জমে জমে এখন ফেটে পড়ার অপেক্ষায়। সাংগঠনিক ক্ষমতা তেমন না থাকলেও সেই রাগ, ক্ষোভকে পুঁজি করে ২০২১-এ ৭০টি আসন পেয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারীরা। সিপিএমের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন ২০১১-তে জমানা বদলে দিয়েছিল। ২০২১-এ বিজেপিকে কিন্তু সংখ্যা বাড়িয়েই রণে ভঙ্গ দিতে হয়েছিল। কপালে জয়তিলক পরা হয়নি।

প্রশ্ন হল, সেই নেতিবাচক ভোটের ঝুলিটা কি ইতিবাচক চরিত্র পেয়েছে? কিংবা আগের ঝুলির আকার কি বড় হয়েছে? ভোটে জিততে আরও একটি শর্ত আছে। সমর্থন যতই থাক, তাকে ইভিএম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার কার্যকর ব্যবস্থা থাকা জরুরি। যাকে বলে ভোট মেশিনারি।

এই মেশিনারি একসময় সবচেয়ে পাকাপোক্ত ছিল সিপিএমের। তবে জন অসন্তোষ তীব্র হলে যে সেই মেশিনারি ব্যর্থ হয়, তার প্রমাণ তো ২০১১-তে বাম দুর্গের পতন।

তৃণমূল নিজের মতো করে মেশিনারিটি তৈরি করে ফেলেছে বটে। কিন্তু বামেদের মতো অতটা শক্তপোক্ত নয়। ব্যক্তি বা ব্যবসার স্বার্থে কিংবা অর্থের লোভে তৃণমূলের মেশিনারি বিকিয়ে যায়। ২০২১-এ তার অনেক উদাহরণ ছিল। সে ভিন্ন কথা। প্রথম দুটি প্রশ্নের উত্তর ও বিজেপি কতটা মেশিনারি বানাতে পেরেছে, তার ওপর নির্ভর করছে এবার অমিত শা'র ২০০ আসনের স্বপ্নপূরণের সম্ভাবনা।

তৃণমূলের প্রতি বিতৃষ্ণা জনিত বা বামেদের প্রতি হতাশায় প্রচুর ভোট পদ্মের বোতাম ছুঁয়েছিল একসময়। কিন্তু সেই ভোট বিজেপিকে কতটা ভালোবেসে (অর্থাৎ ইতিবাচক), তা নিয়ে সংশয় শেষ হয়নি।

গত কয়েক বছরে দেখা গিয়েছে, বিশেষ করে তৃণমূলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে যে ভোট বিজেপিতে গিয়েছিল, তা আবার যথাস্থানে ফিরেছে। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা বাম ভোটের পুরোটা গেরুয়া শিবিরের ঝুলিবন্দি হয়ে থাকেনি।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা ছিল, সংগঠনের পরিধি বেড়েছে কি? বেড়ে থাকলে কতটা? বাস্তবে বাংলার বিজেপি নেতারা ভাষণে যতটা চৌকশ, সংগঠন গড়ে তুলতে ততটা নন। উত্তরের নির্বাচিত পদ্ম বিধায়কদের কথা ভাবুন। ২৭ জন বিধায়কের একজনকেও সবসময় এলাকায় দেখা যায়- এই কথাটা দলের কট্টর কর্মী-সমর্থকরা হলফ করে বলবেন না। তৃণমূলের হাতে নিগৃহীতদের পাশে যে নেতা, জনপ্রতিনিধিরা সেভাবে দাঁড়ান না- তার উদাহরণ তো অনেক।

চাকরি কেলেঙ্কারি, র‍্যাশন দুর্নীতি, অভয়া নিগ্রহ, ডাক্তার আন্দোলনে গালভরা কথা আর হুমকি যতটা শোনা গিয়েছে বিজেপি নেতাদের মুখে, মাঠে নেমে প্রতিবাদের ঢাক ততটা বাজিয়েছেন কি! হাতের কাছে জমির দালালি, বালি-পাথরের বেআইনি কারবার, ভুয়ো জন্মের শংসাপত্রের কারবার ইত্যাদি নানা হাতেগরম ইস্যু মজুত থাকলেও মিছিল-মিটিংয়ে প্রশাসনকে, শাসকদলকে ব্যতিব্যস্ত করার ন্যূনতম কর্মসূচি কোথাও দেখা যায়নি গেরুয়া শিবিরের।

এমনকি রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও প্রশান্ত বর্মনের পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারি ফাঁস হলেও লাগাতার আন্দোলনের নাম নিল না বিজেপি। প্রতিবাদে পথে না নামলে সেই দলকে কে আপন করে নেবে? শুধু হিন্দুত্ব ধুয়ে যে এবঙ্গে ভোটের জল খাওয়া কঠিন, সেটা এতদিনে মালুম হয়েছে পদ্ম শিবিরের। অনুপ্রবেশের ভয় দেখানোর পাশাপাশি তাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধির সজোর প্রতিশ্রুতি শোনাতে হচ্ছে।

তাতেও কি চিঁড়ে ভিজবে? ভাগ্যিস, তৃণমূলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, প্রতিবাদ পাহাড়প্রমাণ। শুধু অসন্তোষের সেই আগুন উসকে বাংলার ক্ষমতার লটারির টিকিট মিলবে কি না- সেটা এখন কোটি টাকার প্রশ্ন!

পুর বাজেট

শুক্রবার কলকাতা পুরসভায় ১১১ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বকেয়া কর আদায়ে বিশেষ জোর দেওয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। যদিও কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা।

বহুতলে আগুন

সল্টলেক সেক্টর ফাইভে একটি বহুতলে তথ্যপ্রযুক্তি অফিসে আগুন লাগে। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। হতাহতের কোনও খবর নেই। তদন্ত শুরু হয়েছে।

প্রার্থী বাছাই

দলের প্রার্থী তালিকা তৈরি করতে শনিবার কোর কমিটির বৈঠক বসছে বিজেপির। বৈঠকে থাকবেন কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব, সুনীল বনসল, মঙ্গল পান্ডে ও রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতারা।

ওসিকে তলব

কয়লা পাচার মামলায় বুদবুদ থানার প্রাক্তন ওসি মনোরঞ্জন মণ্ডলকে তলব করল ইডি। এর আগেও তাঁকে তলব করা হয়েছিল। তিনি তখন হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছিলেন। ইডি তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল।

‘সাইনবোর্ড’ কংগ্রেস তকমা মুছতে লক্ষ্য পুরোনো গড়ে

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : রাজনীতিতে প্রেম আর জোট—দুটোই বড় নড়বড়ে। কে যেন বলেছিল, জোর করে দেওয়া বিয়ে টেকে না! বাংলার রাজনীতিতে কংগ্রেস আর সিপিএমের ‘জোট’-এর প্রেমকাহিনি অনেকটা সেই বলিউডি সিনেমার মতো, যার ট্রেলারে ধামাকা থাকলেও সিনেমাটা বক্স অফিসে সুপার ফ্লপ। ২০১৬ সালে ‘জোট’, ২০১৯-এ ‘আসন সমঝোতা’র ব্যর্থ চেষ্টা, ২০২১-এ ফের ‘সংযুক্ত মোর্চা’, আর ২০২৪-এর লোকসভায় ভরাডুবি। বারংবার হাত ধরাধরি করে ডুবে মরার পর ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বিধানভবনে অবশেষে বোধোদয় হয়েছে—‘একাই থাকব, একাই লড়ব’।

প্রদেশ কংগ্রেসের নতুন ক্যাপ্টেন শুভঙ্কর সরকার নাকি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ‘অনেক হয়েছে কমরেড, এবার পথ আলাদা।’ এআইসিসি-র পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর সম্প্রতি জেলা সফর করে যে রিপোর্ট কার্ড তৈরি করেছেন, তাতে নিচুতলার ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি স্পষ্ট। ব্লক স্তরের নেতারা তাঁকে মুখের ওপর বলে দিয়েছেন, ‘সিপিএমের কাঁধে ভর দিয়ে চললে আমরা পরজীবী হয়ে যাব। হারলে হারব, কিন্তু এবার নিজেদের পতাকায় লড়তে দিন।’ জম্মু-কাশ্মীরের পোড় খাওয়া নেতা মীর সেই রিপোর্টই সোনিয়া-রাহুলের টেবিলে জমা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় কংগ্রেসের ‘রিভাইভাল’ চাইলে, ক্রাচটা আগে ছুড়ে ফেলতে হবে।

বিধানভবনের অন্দরে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। গত কয়েক বছর ধরে নিচুতলার কর্মীরা গুমরে মরছিলেন। যে সিপিএমের ‘হার্মাদ’রা একসময় কংগ্রেসের ঝান্ডা ধরা হাতগুলো গুঁড়িয়ে দিত, ভোটের অঙ্কে তাদের সঙ্গেই কোলাকুলি করতে হয়েছে। মালদা-মুর্শিদাবাদের পুরনো কংগ্রেসিরা আজও সাঁইবাড়ি বা নানুর হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করেন। তাঁদের কাছে সিপিএমের সঙ্গে জোট ছিল অনেকটা ‘তেলে-জলে’ মেশানোর চেষ্টা। অধীর চৌধুরীর জমানায় যে কট্টর ‘বাম-ঘেঁষা’ নীতি নেওয়া হয়েছিল, ২০২৪-এ বহরমপুরে অধীর-গড় ধুলিসাৎ হওয়ার পর হাইকমান্ড বুঝেছে, ওটা ছিল আসলে ‘আত্মঘাতী গোল’। রাজনীতির পাটিগণিত খুব নির্মম—সিপিএমের ভোট কংগ্রেসে ট্রান্সফার হয় না, উল্টে কংগ্রেসের সনাতনী ভোটাররা কাস্তে-হাতুড়ি দেখে মুখ ফিরিয়ে নেন।

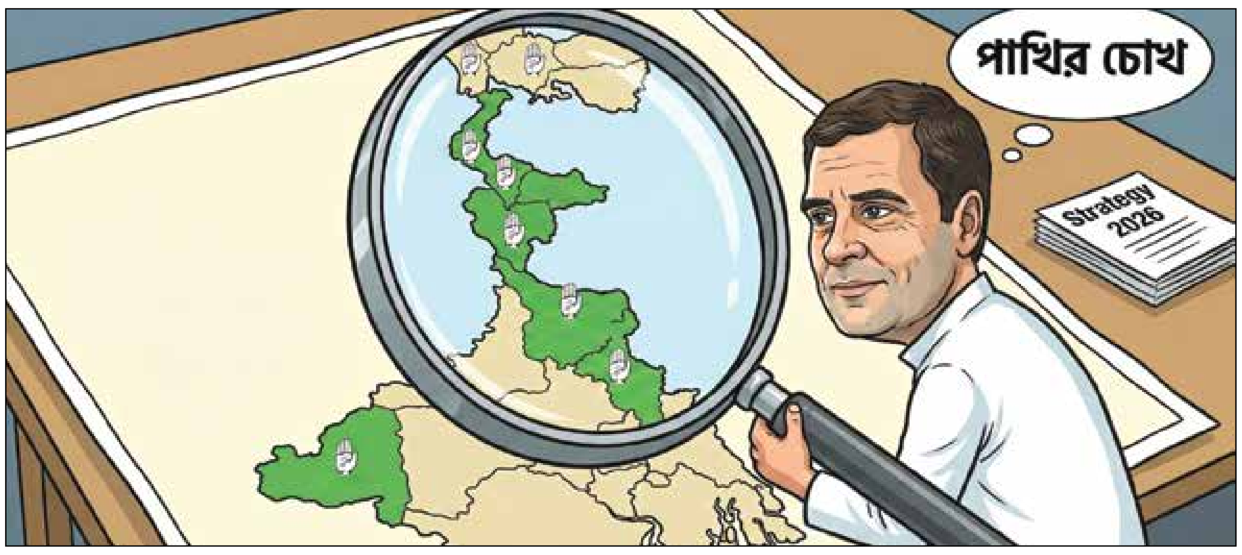

তাই এবার স্ট্র্যাটেজি বদল। লক্ষ্য—‘অপারেশন ফিনিক্স’। রাজ্যের গোটা ষাটেক আসনকে ‘পাখির চোখ’ করছেন শুভঙ্কররা। এই আসনগুলো মূলত মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, নদিয়া এবং পুরুলিয়ার মতো জেলাগুলিতে ছড়িয়ে আছে, যেখানে একসময় কংগ্রেসের দাপট ছিল।

কিন্তু প্রশ্ন হল, রাহুলের ‘ভারত জোড়ো’ কি বাংলায় এসে ‘কংগ্রেস জোড়ো’তে পরিণত হবে? খবর যা, প্রিয়াঙ্কা-রাহুল জুটি এবার নিছক ট্যুরিস্ট হয়ে আসবেন না। তাঁদের প্রচারে নিশানা হবে বহুমুখী—মোদি-দিদি তো বটেই, তোপ দাগা হবে একদা জোটসঙ্গী আলিমুদ্দিনের বিরুদ্ধেও। কংগ্রেসের গেমপ্ল্যান খুব পরিষ্কার—সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কে যে ধস নেমেছে, তা মেরামত করা এবং আদি কংগ্রেসী হিন্দু ভোটকে ঘরে ফেরানো, যা গত কয়েক বছরে বিজেপির দিকে ঝুঁকেছিল।

রাজনৈতিক মহলে অবশ্য অন্য গুঞ্জনও আছে। এই ‘একলা চলো’ কি আসলে তৃণমূলকে সুবিধা করে দেওয়ার কৌশল? ত্রিমুখী লড়াই হলে বিরোধী ভোট ভাগ হবে, আর তার সরাসরি ডিভিডেন্ড পাবে শাসকদল, নাকি বিজেপিকে রোখার নাম করে আসলে এটা কংগ্রেসের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার শেষ মরণকামড়!

শুভঙ্কর সরকার অবশ্য এসব জল্পনায় জল ঢেলে কর্মিসভায় স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সাইনবোর্ড হতে আসিনি।’ অতীতে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি বা গনি খান চৌধুরী যে কংগ্রেসকে গড়েছিলেন, সেই আবেগকে উসকে দিতেই এবার ময়দানে নামছে দল।

২০২৬-এর আগে কংগ্রেসের এই ‘ইউ-টার্ন’ নিঃসন্দেহে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মশলা যোগ করল। শরীর থেকে লাল আবির ধুয়ে ফেলে কংগ্রেস কর্মীরা এখন তেরঙ্গা নিয়ে কতটা দৌড়তে পারেন, সেটাই দেখার। তবে একটা কথা নিশ্চিত, এবার আর ব্রিগেডের মঞ্চে মহম্মদ সেলিমের পাশে রাহুল গান্ধিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাবে না। জোটের কফিনে শেষ পেরেকটা বোধহয় পোঁতা হয়েই গেল!

‘অযথা আদালতের সময় নষ্ট নয়’

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : মিটিং, মিছিলের অনুমতি নিয়ে অযথা আদালতে সময় নষ্ট করা যাবে না বলে মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের। শুক্রবার এই সংক্রান্ত একটি মামলায় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের মত, ‘রাজ্য ও আবেদনকারীকে মিটিং, মিছিলের

কড়া বিচারপতি

অনুমোদন নিয়ে যৌথভাবে আলোচনায় বসতে হবে। থানায় বসে আলোচনার মাধ্যমে বিকল্প সময়, জায়গা, পথ নির্ধারণ করতে হবে। অযথা আদালতের সময় নষ্ট কেন?’ সম্প্রতি বহু মিটিং, মিছিল করার ক্ষেত্রে অনুমোদন দিচ্ছে না পুলিশ-প্রশাসন। এই নিয়ে বিস্তর মামলাও চলে হাইকোর্টে। এদিন বিধাননগরে একটি মিছিল সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলছিল। তখনই একপ্রকার ক্ষোভপ্রকাশ করে বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘প্রতিবাদ জানানোর অধিকার সকলের রয়েছে। তা বন্ধ করা যায় না। তবে এক্ষেত্রে বিষয়গুলি যাতে অন্যের সমস্যার কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।’

‘সব মন্তব্য বর্ণবিদ্বেষী নয়’

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : পেশাগত মতপার্থক্য বা ঈর্ষার কারণে কারোর বিরুদ্ধে এসসি-এসটি আইনের আওতায় অভিযোগ আনা যথার্থ নয়। এমনটাই মত কলকাতা হাইকোর্টের। দুই সহকর্মীর বিরোধ সংক্রান্ত মামলায় সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, তপশিলি জাতি বা উপজাতি সদস্যদের উদ্দেশে করা সব মন্তব্যই অপমান বা নৃশংসতা নয়। আদালত স্পষ্ট করেছে, পেশাগত মতপার্থক্য বা কর্মক্ষেত্রে মৌখিক অপমানকে এসসি-এসটি আইন ১৯৮৯-এর অধীনে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না, যদি না এর মধ্যে ভয় দেখানো বা বর্ণভিত্তিক অপমান স্পষ্ট থাকে।

সম্প্রতি একজন সংস্কৃত অধ্যাপিকা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তিনি অপর এক সহযোগী অধ্যাপককে বিভাগীয় সিদ্ধান্ত থেকে বাদ রেখেছেন। তাঁকে ক্লাস নিতে বা পরীক্ষার দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করে রেখেছেন। অনলাইন বৈঠকে অশালীন ভাষা ব্যবহার করেছেন, যা বর্ণবৈষম্যের সমান। এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে আমহার্স্ট স্ট্রিট থানায় এফআইআর দায়ের হয়। পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে সমন জারি করে। আর তার পরেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন অধ্যাপিকা। বিচারপতি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় দাসের পর্যবেক্ষণ, ‘সম্পূর্ণ বিবাদ পেশাগত মতপার্থক্য থেকে উদ্ভূত বলে মনে করছে আদালত। আবেদনকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বর্ণের ভিত্তিতে অপমান বা ভয় দেখিয়েছেন তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই। আইনের ধারাগুলিকে ব্যক্তিগত আক্রোশ চরিতার্থ করার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়।’ আদালত মনে করছে, এসসি-এসটি আইনের আওতায় অপরাধ প্রমাণের জন্য প্রাথমিক কিছু শর্ত থাকা জরুরি। পড়ুয়াদের সামনে ‘আদর্শ’ স্যার বলে সম্বোধন করলে তা ব্যাঙ্গাত্মক হয় না। সব শেষে নিম্ন আদালতে এই সংক্রান্ত মামলা, দায়ের হওয়া চার্জশিট বাতিল বা খারিজ করেছে হাইকোর্ট।

আপাতত মাত্র ৭ লক্ষ ভোটার বাদ

নথি যাচাই নিয়ে সংশয়ে কমিশনই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ভোটার তালিকা থেকে অযোগ্যদের নাম কাটতে জেলা শাসকদের ওপর প্রবল চাপ কমিশনের। এত ঢক্কানিনাদ করেও এখনও পর্যন্ত সাড়ে ৭ লক্ষের মতো নাম বাদ গিয়েছে। যদিও নথি যাচাই চূড়ান্ত হওয়ার পর আরও কয়েক লক্ষ নাম বাদ যাবে। ইতিমধ্যেই মৃত ও ভূতুড়ে ভোটারের যে ৫৮ লক্ষের তালিকা প্রকাশ হয়েছে তাকে হিসেবে ধরলে সাকুল্যে নাম বাদ যাওয়ার সংখ্যা বড়জোর ৬৬ লক্ষ। তবে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, ‘শুনানি শেষ। ১ কোটি ৫১ লক্ষের মধ্যে ১ কোটি ২৩ লক্ষ নথির যাচাই শেষ হয়েছে। তবে কী যাচাই হয়েছে তা বলতে পারব না।’

’২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে ভোটার তালিকাকে ১০০ শতাংশ ত্রুটিমুক্ত করতে তড়িঘড়ি এসআইআর-এর সিদ্ধান্ত কমিশনের। বিজেপি নেতারা আগাম ঘোষণা করেছিলেন, অন্তত ১ কোটি ২০ লক্ষের বেশি নাম বাদ যাবে। প্রথম দফায় ৫৮ লক্ষ নাম বাদ যাওয়ার পর বিজেপি বলেছিল, ইয়ে তো পহেলা ঝাঁকি হ্যায়, ফিল্ম আভি বাকি হ্যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় যথাক্রমে ৩১ লক্ষ আনম্যাপড ও ১ কোটি ২০ লক্ষ লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে থাকা ভোটারের শুনানি শেষ হওয়ার পর এদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, শেষ দফায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার নাম অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এর আগে ৬ লক্ষ ২০ হাজার নাম অযোগ্যের খাতায় গিয়েছিল।

ভুয়ো নাম তালিকায় রেখে দিতে পরিকল্পিতভাবে কমিশনের অনুমোদনহীন নথি আপলোড করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, শুনানি সংক্রান্ত নথি আপলোড করায় ঢিলেমি হয়েছে। শনিবারই শেষ হচ্ছে শুনানি। এই পরিস্থিতিতে তার আগের দিন দিল্লি থেকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। সেখানেই অন্তত ৮ জেলা শাসকের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছে কমিশন। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা থেকে শুরু করে দুই ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসকদের দায়িত্বে অবহেলার জন্যেই কড়া ধমক শুনতে হয়। রাজনৈতিক মন্তব্য না করার জন্যে পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসককে সাবধান করা হয়েছে। শুনানি সংক্রান্ত নথি আপলোড করতে দেরি করার জন্যে কোচবিহারের জেলা শাসকও কমিশনের তোপের মুখে পড়েন।

> **শুনানি শেষ। ১ কোটি ৫১ লক্ষের মধ্যে ১ কোটি ২৩ লক্ষ নথির যাচাই শেষ হয়েছে। তবে কী যাচাই হয়েছে তা বলতে পারব না।**
>
> **-মনোজ আগরওয়াল**

ভাঙড়ের মাইক্রো অবজার্ভারদের নিষেধ সত্ত্বেও নথি আপলোড করার নির্দেশ দিয়েছিলেন ইআরও। বৈঠকে সেই প্রসঙ্গ তুলে কমিশনের এক কর্তা বলেন, কোন এক্তিয়ারে ওই ইআরও মাইক্রো অবজার্ভারদের নিষেধ সত্ত্বেও অবৈধ নথি আপলোড করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন? দেখা গিয়েছে, নথি হিসেবে খবরের কাগজের কাটিং, কোথাও সাদা কাগজ বা অস্পষ্ট কিছু ছবিও আপলোড করেছেন ইআরওরা। যা দেখিয়ে কমিশনের এক কর্তা বলেন, যে ইআরওরা এধরনের নথি আপলোড করলেন তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কোথায় দায়ের করা হয়েছে? কেন জেলা শাসকরা এ ধরনের নথি দেখেও তা যাচাই করেননি? সতর্ক করে কমিশন বলেছে, জেলা শাসকরা যেন ইআরও এবং এইআরওদের আবারও জানিয়ে দেন যে কমিশন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো নির্ধারিত ১৩টি নথির বাইরে কোনও নথি যেন তাঁরা আপলোড না করেন।

কমিশনের নির্দেশ, আগামী সোমবার ১৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ৫টার মধ্যে কমিশনের সিস্টেমে থাকা এ ধরনের সমস্ত ভুয়ো নথি বাতিল করতে হবে। জেলা শাসকরা তা বাতিল করলেন কি না তা খতিয়ে দেখতে কমিশনের আইটিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরেও যদি কোনও ভুয়ো নাম ও নথি থাকে তাহলে তার জন্যে জেলা শাসকই দায়ী থাকবেন। কমিশনের কর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, আগামী ৫ বছর পরেও যদি প্রমাণিত হয় যে কোনও বিদেশির নাম বা ভুয়ো নথি রয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে ওই জেলা শাসক, এসডিও (ইআরও) বা এইআরও তাঁদের পেশাগত জীবনে বিপদের মুখে পড়বেন।

বাঙালি বলেই খুন, দাবি অভিষেকের

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : পরিকল্পিতভাবেই বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষা বলা পরিযায়ী শ্রমিকদের খুন করা হচ্ছে বলে ফের অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দু’দিন আগেই পুরুলিয়ার বান্দোয়ানের বাসিন্দা সুখেন মাহাতোকে মহারাষ্ট্রের পুনেতে হত্যা করা হয়েছে। শুক্রবারই মৃতের পরিবারের বাড়িতে যান অভিষেক। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে অভিষেক বলেন, ‘মহারাষ্ট্র পুলিশের উচিত দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করা এবং কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা। বিজেপি শাসিত রাজ্যে খুনি, ধর্ষকরা রাতারাতি জামিন পেয়ে যায়।’ এক্ষেত্রে তেমন যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখতে মহারাষ্ট্র পুলিশের কাছে আবেদন করেন তিনি। এরপরই তাঁর চ্যালেঞ্জ, ‘মহারাষ্ট্র পুলিশ যদি মনে করে তারা পারবে না, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মামলা হস্তান্তর করুক। আমরা ৫০ দিনের মধ্যে ব্যবস্থা নিয়ে দেখিয়ে দেব।’ এদিন তিনি আরও বলেন, ‘১০ দিনের মধ্যে যদি অপরাধীরা গ্রেপ্তার না হয়, তাহলে তৃণমূলের বিধায়কদের একটি প্রতিনিধি দল নিহতের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পুনে যাবে।’

অভিষেক বলেন, ‘বাংলা ভাষা বলার কারণেই সুখেনকে খুন করা হয়েছে। আমরা এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতিকে জড়াতে চাই না। বিজেপির জনপ্রতিনিধিরাও এই পরিবারের পাশে থাকুক।’ মৃত সুখেনের সঙ্গে তাঁর আরও দুই ভাই পুনেতে কাজ করতেন। মৃতদেহ নিয়ে তাঁরা পুরুলিয়ায় ফিরে এসেছেন। এখন আর তাঁরা সেখানে যেতে চাইছেন না। তাঁদের এই রাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাবেন বলেও এদিন প্রতিশ্রুতি দেন অভিষেক। অভিষেক বলেন, ‘মৃতদেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। এতেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাঁকে খুন করা হয়েছে। কীভাবে সুখেন মারা গিয়েছেন তা আমি জানি না। প্রকৃত তদন্ত হলে সত্য সামনে আসা উচিত। সত্য সামনে আনতে প্রয়োজনে আমরা হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টে যাব। কিন্তু দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি আমরা করব। শুনেছি একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। বাকিদেরও দ্রুত গ্রেপ্তারির দাবি জানাচ্ছি।’

মালদা টাউন-আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন হোলি উৎসবের সময়ে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩৪৩৫/০৩৪৩৬ মালদা টাউন-আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুসারে চলবে :-

মালদা টাউন – আনন্দ বিহার (টি)			(০৩৪৩৫) (০৩৪৩৬)	আনন্দ বিহার (টি) – মালদা টাউন		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
সোমবার	—	০৯.৩০	↓ মালদা টাউন	২২.৩০	—	বুধবার
	১২.৪২	১২.৫২	ভাগলপুর	১৮.১০	১৮.২০	
	১৩.৫০	১৩.৫৫	জামালপুর জং	১৬.১৩	১৬.১৮	
	১৮.১৫	১৮.২০	গয়া জং	১১.৪০	১১.৪৫	
মঙ্গলবার	০১.৫০	০১.৫৫	প্রয়াগরাজ	০৩.০০	০৩.০৫	
	১৩.৪০	—	আনন্দ বিহার টার্মিনাস ↑	—	১৫.৩৫	মঙ্গলবার

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনটি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নিউ ফারাক্কা, বড়হরওয়া জং, সাহেবগঞ্জ জং, পীরপৈন্তি, কহলগাঁও, সুলতানগঞ্জ, অভয়পুর, কিউল জং, শেখপুরা, নয়ালা, তিলাইয়া, অনুগ্রহ নারায়ণ রোড, ডেহরি অন সোন, সাসারাম, ভাবুয়া রোড, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জং, গোবিন্দপুরী এবং টুন্ডলা স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : মালদা টাউন থেকে ০৩৪৩৫ :** ০২/০৩, ০৯/০৩ এবং ১৬/০৩/২০২৬ তারিখ (সোমবার) = ০৩টি ট্রিপ এবং **আনন্দ বিহার টার্মিনাস থেকে ০৩৪৩৬ :** ০৩/০৩, ১০/০৩ এবং ১৭/০৩/২০২৬ তারিখ (মঙ্গলবার) = ০৩টি ট্রিপ। **গঠন :** এসি ২-টিয়ার - ০২, এসি ৩-টিয়ার - ০৬, স্লিপার ক্লাস - ০৮, সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণী (এলএস) - ০৪, এলএসএলআরডি - ০১ এবং পাওয়ার কার - ০১ = ২২টি কোচ। **ক্যাটেগরি :** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সশস্ত্র সেনা চিকিৎসা পরিষেবা
ARMED FORCES MEDICAL SERVICES

চিকিৎসা আধিকারিক (স্বল্প সেবা কমিশন) পদের জন্য

FOR THE POST OF MEDICAL OFFICER (SHORT SERVICE COMMISSION)

সশস্ত্র সেনা চিকিৎসা পরিষেবাতে চিকিৎসা আধিকারিক (স্বল্প সেবা কমিশন) রূপে শারীরিক এবং মানসিক দিক থেকে সুস্থ আগ্রহী যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় নাগরিক (মহিলা এবং পুরুষ) -কে আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে।
পদের জন্য সাক্ষাৎকারটি ২০২৬ সালের মার্চ মাসে দিল্লিতে আয়োজন করা হবে।
শূন্যপদের সংখ্যা - ১০০ (৭৫ জন পুরুষ + ২৫ জন মহিলা)
ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা - এমবিবিএস
বয়সের সীমা - এমবিবিএস ডিগ্রি প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বয়স **৩১শে ডিসেম্বর ২০২৬** এর হিসেবে **৩০ বছরের** কম হতে হবে, (অর্থাৎ যাদের জন্ম **২রা জানুয়ারি ১৯৯৭** সালে হবে অথবা তার পরবর্তীতে হয়ে থাকবে, একমাত্র তারাই এই পদের জন্য যোগ্য বলে স্বীকৃতি পাবে) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত আবেদনকারীদের বয়স **৩১শে ডিসেম্বর ২০২৬** এর হিসেবে **৩৫ বছরের** কম হতে হবে, (অর্থাৎ যাদের জন্ম **২রা জানুয়ারি ১৯৯২** সালে হবে অথবা তার পরবর্তীতে হয়ে থাকবে, একমাত্র তারাই এই পদের জন্য যোগ্য বলে স্বীকৃতি পাবে।)
আবেদন সংক্রান্ত শর্তগুলি জানার জন্য **২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬** -এর রোজগার সমাচার পত্র / Employment News-টি দেখুন অথবা www.join.afms.gov.in -ওয়েবসাইটে পরিদর্শন করুন।
অনলাইনে আবেদনের জন্য www.join.afms.gov.in ওয়েবসাইটে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৪ঠা মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত নিবন্ধীকরণ করা যাবে।

Applications are invited from physically fit and mentally robust Indian citizens, both male and female, desirous of joining the AFMS as Medical officers (Short Service Commission).
Interview will be conducted at **Delhi** tentatively in the month of **March 2026**.
Vacancy - 100 (75 for male + 25 for female)
Minimum Educational Qualification - MBBS
Age Limit - Candidate must not have attained the age of 30 years as on 31 Dec 2026 if holding an MBBS degree (only those born on or after 02 Jan 1997 are eligible) and must not have attained the age of 35 years as on 31 Dec 2026 if holding a PG degree (only those born on or after 02 Jan 1992 are eligible).
For Eligibility Conditions, Application Format etc see Employment News / Rozgar Samachar issue on **21 Feb 2026** and the website www.join.afms.gov.in.
Registration for online application will open from 21 Feb 2026 to 04 Mar 2026 on www.join.afms.gov.in
CBC 10601/11/0073/2526

জোট নয়, তবুও কংগ্রেস নাকি বন্ধু

রিমি শীল

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কংগ্রেসকে ছাড়াই বামপন্থী ও বাম মনোভাবাপন্ন ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে নিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই হবে বলে স্পষ্ট করে দিলেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি। শুক্রবার সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন হয়। তাতে কংগ্রেস প্রসঙ্গে সিপিএমের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন এমএ বেবি। কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের সম্পর্ক ‘ক্রিটিক্যালি ফ্রেন্ডলি’ বা সমালোচনামূলক বন্ধুত্ব বলে দাবি করেছেন তিনি। আরএসএস ও বিজেপিকে রুখতে কংগ্রেসকে যথার্থ সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়ে মত রেখেছেন তিনি। বলেন, ‘কংগ্রেসকে একজোট হওয়ার গুরুত্ব বুঝতে হবে। বিহার, তামিলনাড়ুতে একসঙ্গে জোট হয়েছে। যে সমস্ত জায়গায় সম্ভব সেখানে জোট হয়েছে। ইন্ডিয়া জোট গঠনের সময় আরএসএস-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছিল। এখন সিপিএম তো সবার রাজনৈতিক মনোভাব কন্ট্রোল করতে পারে না।’ ইন্ডিয়ার শরিকদের নীতিগত সিদ্ধান্তের পার্থক্য আদতে বিজেপি ও আরএসএস-এর সুবিধা করেছে বলে দাবি সিপিএমের সাধারণ সম্পাদকের।

শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি এমএ বেবি ও মহম্মদ সেলিম।

এদিন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে হুমায়ুন কবীর নিয়ে যে বিস্তর জলঘোলা হয়েছে, তা এদিন সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতি থেকেই স্পষ্ট। এদিন সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে বিধানসভা নির্বাচন ও আসনরফা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। শরিক ও আইএসএফের সঙ্গে আসন নিয়ে এখনও কোনও রফা হয়নি বলে জানা গিয়েছে। তবে সেলিম এদিন বলেন, ‘আইএসএফ-এর সঙ্গে সদর্থক আলোচনা হয়েছে। বামফ্রন্টে বৈঠক হয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’ হুমায়ুন কবীর তাঁকে জোটের নেতা হিসেবে মানতে চান এই প্রসঙ্গে সেলিমের মত, ‘বামফ্রন্টে আলোচনা করে সব ঠিক হয়। বামফ্রন্টের বাইরে কাদের নেওয়া যায় সেটা ঠিক করা হবে। এই সপ্তাহে আসনরফার বিষয়টি ঠিক হবে। পরে আরও কারা যোগ দেবে সেটা নিয়ে আলোচনা হবে।’

১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি রাজ্য কমিটির বৈঠক রয়েছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে। তখনও থাকতে পারেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক। তারপর বামফ্রন্টের বৈঠকে আসন সমঝোতার বিষয়টি স্পষ্ট হবে। বামেরা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে বিজেপি ও তৃণমূলের বিরোধিতায় একজোট হতে আহ্বান জানিয়েছে। এমএ বেবি জানান, লিবারেশন সহ বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা চলছে। রাজ্যে ভোটের প্রস্তুতি একপ্রকার বেঁধেই দিয়ে গিয়েছেন তিনি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মতামত নিয়ে একটা নির্বাচনি ইস্তাহার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁরা। একটি ওয়েবসাইটেরও উদ্বোধন করা হয়েছে। স্লোগান করা হয়েছে, ‘বাংলার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন : আপনার মতামত, আমাদের ইস্তাহার’।

পদ্মাপাড়ের সংসদে মহিলা মাত্র ৭ জন

নির্দল রুমিনের চমক

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দু-দশক পর বাংলাদেশের রাজনীতির পটপরিবর্তনে বিএনপির নির্ণায়ক জয়ের পাশাপাশি নজর কেড়েছে মহিলা প্রার্থীদের একাংশের সাফল্য। ৮৩ জন মহিলা এবারের ভোটে ভাগ্যপরীক্ষা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে সংসদে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছেন মাত্র ৭ জন। ছয়জনই বিএনপির ধানের শিষ প্রতীকে জয়ী হয়েছেন। তবে সবচেয়ে বড় চমক দিয়েছেন বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে লড়াই করা ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা। ব্রাহ্মণবেড়িয়া-২ আসনে তিনি বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিবকে প্রায় ৪০ হাজার ভোটে পরাজিত করেছেন।

রুমিন ফারহানা পেয়েছেন ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৪৭ ভোট। হাবিবের ঝুলিতে গিয়েছে ৮০ হাজার ৪৩৪টি ভোট। নির্বাচনের ঠিক আগে রুমিনকে বরখাস্ত করেছিল বিএনপি। তারপর ব্রাহ্মণবেড়িয়া-২ আসনে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ঘোষণা করেন রুমিন। তাঁকে ঠেকাতে চেষ্টায় খামতি রাখেনি বিএনপি। রুমিনকে সমর্থনের কারণে ওই এলাকার প্রায় ৩০০ নেতাকে বরখাস্ত করে তারেক রহমানের দল। তাতেও অবশ্য দাপুটে নেত্রীর জয় ঠেকানো যায়নি। ফল ঘোষণার পর রুমিন বলেন, 'বিএনপির আন্দোলন-সংগ্রাম ছিল ভোটের অধিকারের জন্য, সুষ্ঠু-নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য, যে আন্দোলনে আমিও শরিক ছিলাম। কিন্তু দলের ১৮ মাসের কার্যক্রমে আমরা দেখেছি কী করে মানুষের কাছ থেকে পয়সা আদায় করা যায়, কী করে জুলুম করা যায়, কী করে জমি-ব্যবসা দখল করা যায়, কী করে চাঁদাবাজি করা যায়!' তাঁর কথায়, 'আমি আশা করব তারা (বিএনপি) ২০০১ থেকে ২০২৬-এ যে ভুল করেছে, তার পুনরাবৃত্তি হবে না। গত দেড়বছর তারা মানুষকে নানারকমভাবে বিরক্ত করেছে, সেটার পুনরাবৃত্তি হবে না।'

বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিএনপির হয়ে এবার জয় ছিনিয়ে এনেছেন মানিকগঞ্জ-৩ আসনে আফরোজা খান রিতা, ফরিদপুর-২ আসনে শামা ওবায়েদ, ঝালকাঠি-২ আসনে ইশরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো, ফরিদপুর-৩ আসনে নায়েব ইউসুফ কামাল, নাটোর-১ আসনে ফারজানা শারমিন পুতুল এবং সিলেট-২ আসনে তাহসিনা রুশদীর লুনা। পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৪-এর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর হওয়া এই নির্বাচনে মহিলাদের অংশগ্রহণ কম থাকলেও গুণগত মানে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী। বিএনপির ছয় মহিলা প্রার্থীই পথে নেমে আন্দোলনের পরীক্ষিত সৈনিক। তাঁদের জয় তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপির 'অন্তর্ভুক্তিমূলক ও আধুনিক বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যকে আরও শক্তিশালী করবে।

নতুন সমীকরণের আশায় চিন-পাক

ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির নিরঙ্কুশ জয়ের আভাস মিলতেই ঢাকায় কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়িয়েছে বেজিং ও ইসলামাবাদ। দু-দশক পর বিএনপির ক্ষমতায় ফেরা এবং তারেক রহমানের 'বাংলাদেশ ফার্স্ট' নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সু-সম্পর্কের নতুন বার্তা দিয়েছে ভারতের দুই প্রতিবেশী।

ভোটের ফল স্পষ্ট হতেই চিনা দূতাবাস এক বিবৃতিতে এই নির্বাচনকে 'অবাধ ও সফল' বলে চিহ্নিত করেছে। অভিনন্দন বার্তায় তারা বলেছে, 'আমরা বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে এবং চিন-বাংলাদেশ সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় রচনার অপেক্ষায় আছি।' পর্যবেক্ষকদের মতে, ২০২৪-এর অগাস্টে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে চিন অতিসক্রিয়। গত দেড় বছরে বাংলাদেশে প্রায় ৮০ কোটি ডলারের চিনা বিনিয়োগ এসেছে এবং প্রতিরক্ষা ও চিকিৎসা খাতে সহযোগিতার পরিধি আরও বেড়েছে। বিশেষ করে মংলা বন্দরের আধুনিকীকরণ ও তিস্তা মহাপরিকল্পনায় চিনের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দিল্লির জন্য কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

অন্যদিকে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি তারেক রহমানকে 'উষ্ণ অভিনন্দন' জানিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও ঘনিষ্ঠ করার আহ্বান জানিয়েছেন। শাহবাজ শরিফ লিখেছেন, 'বাংলাদেশের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করে আমাদের ঐতিহাসিক ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ বহুমুখী সম্পর্ককে আরও জোরদার করতে চাই।' চিনের এই অতি-সক্রিয়তা এবং পাকিস্তানের বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সব মিলিয়ে তারেক রহমান ২.০-এর জমানায় দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে ভারতের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

'ভারতবিদ্বেষী' সারজিস পরাজিত

পঞ্চগড়, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পঞ্চগড়ের দুটি আসনেই নিরঙ্কুশ জয় পেয়েছে বিএনপি। তবে সবচেয়ে বড় চমক পঞ্চগড়-১ আসনে কট্টর ভারতবিরোধী হিসেবে পরিচিত জাতীয় নাগরিক কমিটির (এনসিপি) অন্যতম শীর্ষনেতা সারজিস আলমের শোচনীয় পরাজয়। এখানে বিএনপি প্রার্থী ব্যারিস্টার নওশাদ জমির ১,৮৬,১৮৯ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। সারজিস আলম পেয়েছেন ১,৬৮,০৪৯ ভোট। রাজনৈতিক মহলের মতে, জুলাই আন্দোলনের পর সারজিস আলমের ক্রমাগত ভারতবিদ্বেষী মন্তব্য এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্কিত অবস্থানকে সাধারণ ভোটাররা ভালোভাবে নেননি। সারজিসের উগ্র অবস্থানই তাঁর হারের মূল কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নতুনকে স্বাগত... সেবা তীর্থের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ অন্যরা। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

দ্বারোদঘাটন করলেন মোদি

সেবা তীর্থে সরে গেল পিএমও

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ভারতের প্রশাসনিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল শুক্রবার। স্বাধীনতার পর প্রথমবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর বা পিএমও-এর ঠিকানা বদলে গেল। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করলেন নতুন প্রশাসনিক কমপ্লেক্স 'সেবা তীর্থ'র। সেখান থেকেই এবার পিএমও-র কাজ হবে। সেবা তীর্থের দ্বারোদঘাটনের পর মোদি বলেন, 'দাসত্বের শিকল ভেঙে রাষ্ট্রসেবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে নতুন ভারত। সেবা তীর্থে যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হবে তা ১৪০ কোটি দেশবাসীর জীবনকে আরও ভালো করবে।'

এদিন দুপুর ২টো নাগাদ প্রধানমন্ত্রী 'সেবা তীর্থ' নামটি প্রকাশ করেন। এরপর সেবা তীর্থের পাশাপাশি কর্তব্য ভবন-১ ও কর্তব্য ভবন-২-এর উদ্বোধন করেন তিনি। তিনটি নতুন ভবন মিলিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর ও মন্ত্রকের কাজকর্ম এবার থেকে এক ছাদের নীচে আসছে। সরকারের ভাষায়, এটি ভারতের প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় এক 'রূপান্তরমূলক মাইলফলক'। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী একটি ১০০ টাকার স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করেন।

নতুন পিএমও-তে বসেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর প্রথম সিদ্ধান্তগুলির মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিলেন, সরকারের অগ্রাধিকার তালিকার কেন্দ্রে রয়েছেন কৃষক, মহিলা, যুবসমাজ ও সমাজের দুর্বল শ্রেণির মানুষ। নতুন অফিস থেকে একাধিক জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে অনুমোদন দেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে অন্যতম হল পিএম রাহাত প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা সর্বোচ্চ ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস চিকিৎসা পাবেন। নারী ক্ষমতায়নের কথা মাথায় রেখে 'লাখপতি দিদি' প্রকল্পের লক্ষ্য বাড়িয়ে ৬ কোটি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যার সময়সীমা ধরা হয়েছে মার্চ ২০২৯।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সেন্ট্রাল ভিস্তার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পুরোনো ভবন থেকে কাজ চালাত কেন্দ্রীয় মন্ত্রকগুলি। সরকারের মতে, এর ফলে সমন্বয়ের অভাব, প্রশাসনিক জটিলতা, রক্ষণাবেক্ষণের অতিরিক্ত খরচ সব মিলিয়ে বহু সমস্যার মুখে পড়তে হত সরকারকে। নতুন এই সমন্বিত কমপ্লেক্সের মাধ্যমে সেই সমস্ত সমস্যা দূর করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কম খরচ এবং আরও স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলাই লক্ষ্য বলে জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর।

সেবা তীর্থ কমপ্লেক্সে একই সঙ্গে কাজ করবে সরকারের তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (সেবা তীর্থ-১), ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট (সেবা তীর্থ-২) এবং ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট (সেবা তীর্থ-৩)।

এর আগে এই দপ্তরগুলি আলাদা আলাদা জায়গা থেকে পরিচালিত হত। এখন একসঙ্গে থাকায় কৌশলগত সমন্বয় আরও মজবুত হবে বলেই আশা কেন্দ্রের। অন্যদিকে, কর্তব্য ভবন-১ ও ২-এ জায়গা পাচ্ছে অর্থ, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার, তথ্য ও সম্প্রচার, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, রাসায়নিক ও সার, উপজাতি কল্যাণ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক। এতে আন্তঃমন্ত্রক সমন্বয় বাড়বে।

এদিকে, সেবা তীর্থে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর স্থানান্তরের ফলে ঐতিহাসিক নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লক খালি হলে সেখানে গড়ে তোলা হবে জনসাধারণের জাদুঘর, 'যুগে যুগে ভারত সংগ্রহালয়'। এই জাদুঘর প্রকল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়নের জন্য ২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর ফ্রান্সের মিউজিয়াম ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির সঙ্গে একটি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

রাহুলে পিছু হটল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ভালোবাসা দিবসের প্রাক্কালে রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে 'যুদ্ধংদেহি' অবস্থান থেকে সরে এল বিজেপি। শুধু 'দেখে নেব' গোছের ফাঁকা আওয়াজ দিয়েই এযাত্রায় ক্ষান্ত থাকল গেরুয়া শিবির। কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু শুক্রবার জানিয়েছেন, বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে সরকারের তরফে স্বাধিকারভঙ্গের যে নোটিশটি আনার তোড়জোড় চলছিল, সেই পরিকল্পনা আপাতত বাতিল করা হয়েছে। তাঁর যুক্তি, যেহেতু বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে প্রাইভেট মেম্বার হিসেবে একটি সাবস্ট্যান্টিভ মোশন আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই সরকার বিরোধী দলনেতার বিরুদ্ধে আলাদা করে কোনও প্রস্তাব আনছে না।

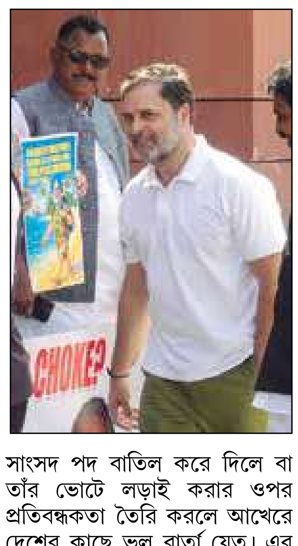

রিজিজু বলেন, 'সরকারের তরফে যে প্রস্তাবটি আনার কথা ছিল সেটি আপাতত আমরা আনছি না।' তিনি বলেন, 'সাবস্ট্যান্টিভ মোশনটি গৃহীত হলে লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটি, এথিক্স কমিটি নাকি নিম্নকক্ষে কোথায় সেটি সরাসরি আনা হবে তা আমরা লোকসভার স্পিকারের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করব।' তবে প্রস্তাব আনা হোক না হোক, রাহুলকে নিশানা করতে দমেননি রিজিজু। তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি বেআইনিভাবে একটি অপ্রকাশিত বইয়ের উল্লেখ করে নিয়ম ভেঙেছেন। তাই সরকার ঠিক করেছে তাঁর বিরুদ্ধে একটি নোটিশ আনা হবে। উনি বাজেট বক্তৃতায় দেশকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে গোছের একাধিক আজেবাজে কথা প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে বলেছেন।' রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিল এবং তিনি যাতে আর কোনওদিন ভোটে দাঁড়াতে না পারেন তার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারির দাবিতে নিশিকান্ত দুবে সাবস্ট্যান্টিভ মোশনটি আনেন।

রাহুল অবশ্য ওই প্রস্তাবকে পাত্তা দিতে চাননি। তিনি ভিডিওবার্তায় সাফ জানিয়ে দেন, 'এফআইআর হোক, মামলা দায়ের হোক, প্রিভিলেজ প্রস্তাব আনা হোক, যা খুশি ওরা করুক। আমি কৃষকদের জন্য লড়াই করবই।' কংগ্রেসও পালটা হুঁশিয়ারি দেয়। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, সরকারের তরফে রাহুল গান্ধির সাংসদ পদ বাতিল করে দিলে বা তাঁর ভোটে লড়াই করার ওপর প্রতিবন্ধকতা তৈরি করলে আখেরে দেশের কাছে ভুল বার্তা যেত। এর আগে কোর্টের নির্দেশে রাহুলের সাংসদ পদ বাতিল হয়ে গিয়েছিল। তার জেরে তাঁকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছিল। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে সেই বিষয়টিকে সামনে রেখে প্রচারের ঝড় তুলেছিল কংগ্রেস। ফলে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা বেড়ে ১০০-র দোরগোড়ায় পৌঁছে যায়। রাহুলও বিরোধী দলনেতার আসন দখল করেন। বিজেপি শীর্ষনেতৃত্ব সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাইছে না বলেই স্বাধিকারভঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে আপাতত থমকে গিয়েছে তারা। এদিকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে অভিযোগ করেন, ধন্যবাদসূচক ভাষণের ওপর তাঁর বক্তব্যের বিশাল অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে।

> **সরকারের তরফে যে প্রস্তাবটি আনার কথা ছিল সেটি আপাতত আমরা আনছি না।**
>
> **কিরেন রিজিজু**

একাদশের পড়ুয়াকে গণধর্ষণ

ভোপাল, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে গণধর্ষণের শিকার একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। অভিযোগ, একই জায়গায় নয়, চারটি গাড়িতে করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণ করা হয়। মেয়েটিকে ধর্মান্তরণের জন্য জোর করা হয়। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ও তার শাগরেদ কয়েক দিন আগে ধরা পড়েছে। ঘটনার তদন্ত করছে এসআইটি। ভোপালের কোহেফিজা থানার প্রধান কনস্টেবল বিষয়টির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। চারটি গাড়ির মধ্যে একটিকে বাজেয়াপ্ত করতে পেরেছে পুলিশ। পকসো, আইটি, ফ্রিডম অফ রিলিজিয়ন অ্যাক্টে মামলা রুজু হয়েছে।

পুলিশ জানতে পেরেছে, অভিযুক্তরা পড়ুয়াকে ধর্ষণের ভিডিও নিজেদের মধ্যে শেয়ার করেছিল। তাদের ৪০ হাজার টাকা না দিলে ভিডিওটি ভাইরাল করা হবে বলে হুমকি দিয়েছিল নিগৃহীতাকে। পড়ুয়ার সঙ্গে তারা একাধিকবার শারীরিক সম্পর্ক করেছে বলে স্বীকার করেছে মূল অভিযুক্ত আওসফ আলি খানের শাগরেদ মাজ খান। আইফোনে রেকর্ড করা হয়। গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করলেও এখনও আইফোন উদ্ধার হয়নি।

রুশ ক্ষেপণাস্ত্র কিনছে ভারত

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ভারতের আকাশসীমা দুর্ভেদ্য করতে রাশিয়ার থেকে ২৮৮টি এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র কেনার ছাড়পত্র দিল প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার এই প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কাউন্সিল। ফাস্ট ট্র্যাক প্রক্রিয়ায় ১২০টি স্বল্প পাল্লার ও ১৬৮টি দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র দ্রুত কেনা হবে।

গত বছর 'অপারেশন সিঁদুর'-এ এস-৪০০-এর অভাবনীয় সাফল্যের পর এই মজুত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওই অভিযানে বায়ুসেনা ৩১৪ কিমি গভীরে লক্ষ্যভেদ করে শত্রুপক্ষকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল।

প্রেম দিবসের আগে জার্মানির কোলন শহরে।

মুখ্যসচিব নন্দিনীকে নয়াদিল্লিতে তলব, প্রশাসনে অস্বস্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতির মাঝেই পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সংঘাত আরও গভীর হল। ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন ঘিরে একাধিক অভিযোগে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে তলব করল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার দুপুর ২.৫৮ থেকে ৪.০২ পর্যন্ত বৈঠক হয় নন্দিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকদের। সূত্রের খবর, কোনও আনুষ্ঠানিক চিঠি বা ইমেল নয়, সরাসরি ফোনেই এই নির্দেশ দেওয়া হয় রাজ্যের মুখ্যসচিবকে, যা প্রশাসনিক মহলে নজিরবিহীন বলেই ধরা হচ্ছে। এরই মধ্যে এনকে মিশ্রকে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার চলমান স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিশেষ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছে নির্বাচন কমিশন।

সূত্রের দাবি, নন্দিনী চক্রবর্তীকে এই তলবের নেপথ্যে রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের চার নির্বাচনি আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ার অভিযোগ। বেআইনিভাবে ভোটার তালিকায় নাম তোলার অভিযোগে গত বছর অগাস্টে সংশ্লিষ্ট দুই কেন্দ্রের ইআরও ও এইআরওদের বিরুদ্ধে এফআইআর এবং সাসপেনশনের নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। সেই নির্দেশ কার্যকর না হওয়াতেই ক্রমশ কড়া অবস্থান নেয় কমিশন।

যদিও নবান্নের যুক্তি ছিল, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ এফআইআর করার মতো গুরুতর নয়। রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেলের মতামত নিয়ে কমিশনকে জানানো হয়, এটি একটি 'কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ত্রুটি', যার জন্য এত বড় শাস্তি অনুচিত। কিন্তু সেই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হয়নি কমিশন। বরং চলতি বছরের ২ জানুয়ারি সংশ্লিষ্ট দুই জেলার জেলাশাসকদের এফআইআর করার নির্দেশ দেওয়া হলেও সেটিও কার্যকর হয়নি। এরপরই মুখ্যসচিবের কাছে রিপোর্ট তলব করে কমিশন এবং শেষ পর্যন্ত সরাসরি তাঁকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়।

চিকিৎসার জন্য সরানো হচ্ছে ইমরানকে

ইসলামাবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের শারীরিক অবস্থার চরম অবনতি হওয়ায় তাঁকে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা জেল থেকে সরিয়ে ইসলামাবাদ মডেল জেলে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট অনুযায়ী, সময় মতো চিকিৎসা না পাওয়ায় ইমরান খান তাঁর ডান চোখের ৮৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। গত দু'বছর ধরে তিনি নির্জন কারাবাসে রয়েছেন। নবনির্মিত ইসলামাবাদ মডেল জেলে বিশেষজ্ঞদের নজরদারিতে, জরুরি ইউনিট ও উন্নত রোগ নির্ণয় সুবিধা থাকবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভি জানিয়েছেন, আগামী দু'মাসের মধ্যে এই জেলটি পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যাবে, যা ইমরান খানের মতো উচ্চপর্যায়ের বন্দিদের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিশেষ সহায়ক হবে।

নেহরুর রণনীতিকে খোঁচা সিডিএসের

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জওহরলাল নেহরুর ছায়া থেকে যেন কিছুতেই বেরোতে পারছে না কেন্দ্র। হয়তো বা তাই নেহরুর সমালোচনা চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল অনিল চৌহানের গলাতেও।

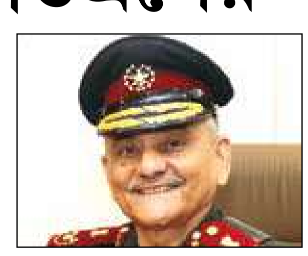

সম্প্রতি দেরাদুনে এক অনুষ্ঠানে সিডিএস চৌহান ১৯৫৪ সালের পঞ্চশীল চুক্তি নিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রণনীতিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। জেনারেলের দাবি, নেহরু ভেবেছিলেন এই চুক্তির জোরে ভারতের উত্তর সীমান্ত নিয়ে চিনের সঙ্গে দীর্ঘকালীন বিবাদ চিরতরে মিটে গিয়েছে। কিন্তু চিনের দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য ছিল ভারতের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

স্বাধীনতার পর ব্রিটিশরা চলে গেলে সীমান্ত নির্ধারণের কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নেহরু তিব্বতকে চিনের অংশ হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে শান্তির পথ বেছে নিয়েছিলেন। ভারত মনে করেছিল, তিব্বত নিয়ে চিনের দাবি মেনে নিলে সীমান্তে স্থায়ী স্থিতিশীলতা আসবে। কিন্তু চৌহানের বক্তব্য, চিনের কাছে এই চুক্তি ছিল মূলত একটি বাণিজ্যিক কাঠামো মাত্র। সীমান্ত প্রশ্নে চিন তাদের অবস্থানে অনড় ছিল। পঞ্চশীল চুক্তিকে তারা কখনই সীমান্ত সমাধানের দলিল হিসাবে দেখেনি। ইদানীংকালের উত্তপ্ত আবহে সিডিএসের এহেন বিশ্লেষণ নেহরুর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নতুন ভূ-রাজনৈতিক বিতর্কের জন্ম দিতে পারে।

ইরফান হাবিবের দিকে জলভরা বালতি

আবার আক্রান্ত প্রবীণ ইতিহাসবিদ

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ফের আক্রান্ত হলেন নবতিপর ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ইরফান হাবিব। চরম অনভিপ্রেত ও লজ্জাকর ঘটনার সাক্ষী থাকল দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগ।

বুধবার বামপন্থী ছাত্র সংগঠন আইসা আয়োজিত একটি সাহিত্য উৎসবে বক্তব্য রাখছিলেন বরেণ্য অধ্যাপক ইরফান হাবিব। 'ইতিহাসের পুনর্লিখন এবং উচ্চশিক্ষায় জাতপাতের অবস্থান' শীর্ষক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর ভাষণ চলাকালীন হঠাৎই দেওয়ালের আড়াল থেকে একবালতি জল ছুড়ে মারা হয় তাঁর দিকে। এই ঘটনায় উপস্থিত শ'দুয়েক পড়ুয়া হতচকিত হয়ে যান।

ভারী বালতি সরাসরি গায়ে না লাগলেও সম্পূর্ণ ভিজে যান অধ্যাপক হাবিব। তবে এই ন্যক্কারজনক ঘটনায় বিচলিত না হয়ে তিনি কয়েক মিনিট বিরতি নিয়ে পুনরায় তাঁর ভাষণ চালিয়ে গিয়ে তা শেষ করেন। পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গে জানান, 'বিশ্ববিদ্যালয় হল বিভিন্ন মতাদর্শ ও ভিন্নমতের পরিসর, যাকে শ্রদ্ধা করা উচিত। কারও দ্বিমত থাকলে তাঁরা সুস্থ সংলাপে আসতে পারতেন, কিন্তু এই কাপুরুষোচিত হামলা কোনওভাবেই কাম্য নয়।' তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, বালতিতে জলের বদলে পাথর বা আরও খারাপ কিছু থাকতে পারত।

এই ঘটনায় ক্যাম্পাস রাজনীতি তুঙ্গে পৌঁছেছে। আইসা-র দাবি, আরএসএস-ঘনিষ্ঠ এবিভিপি সদস্যরা মঞ্চের কাছে এসে উসকানিমূলক স্লোগান দিয়ে এই সুপরিকল্পিত হামলা চালায়। যদিও এবিভিপি সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও 'বামপন্থীদের সাজানো নাটক' বলে উড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলেও গণতান্ত্রিক পরিসরে যুক্তির বদলে পেশিশক্তির এই আস্ফালন দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

ভোটের আগে স্ট্যালিনের মাস্টারস্ট্রোক

ভোর না হতেই অ্যাকাউন্টে ৫,০০০!

চেন্নাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি : শুক্রবার ভোর ছ'টা। তামিলনাড়ুর ঘরে ঘরে তখন সবে চায়ের জল ফুটেছে। ঠিক তখনই রাজ্যের ১ কোটি ৩১ লক্ষ মহিলার মোবাইলে এল ব্যাংকের মেসেজ। কোনও আগাম ঘোষণা ছাড়াই প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ঢুকে গেল ৫ হাজার টাকা! বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনের এই ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে কার্যত দিশাহারা বিরোধী শিবির।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতে আর দেরি নেই। চালু হতে চলেছে নির্বাচনি আচরণবিধি। রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন ছিল, ভোট ঘোষণার দোহাই দিয়ে মহিলাদের জন্য মাসিক অনুদান প্রকল্প 'কালাইগনার মগলির উরিমাই থোগাই' আটকে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে বিরোধীরা। সেই পথ পুরোপুরি বন্ধ করতেই সূর্য ওঠার আগে এই বিপুল অর্থসাহায্য পৌঁছে দিলেন স্ট্যালিন। একধাক্কায় ৬,৫৫০ কোটি টাকা উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, রাজনীতির ময়দানে তিনি কয়েক কদম এগিয়ে।

প্রকল্পের নিয়ম অনুযায়ী মহিলারা মাসে এক হাজার টাকা করে পান। মুখ্যমন্ত্রী ফেব্রুয়ারি, মার্চ এবং এপ্রিল এই তিন মাসের টাকা (মোট ৩ হাজার টাকা) একবারে আগাম পাঠিয়ে দিয়েছেন। এর সঙ্গে অতিরিক্ত যোগ করা হয়েছে ২০০০ টাকার একটি বিশেষ 'সামার প্যাকেজ'। সব মিলিয়ে প্রত্যেক মহিলার অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে ৫০০০ টাকা।

স্ট্যালিন এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'নির্বাচনবিধিকে হাতিয়ার করে অনেকেই মহিলাদের এই প্রাপ্য অধিকার তিন মাস আটকে রাখার ছক কষছিলেন। কিন্তু আমাদের দ্রাবিড় মডেল সরকার সেই সুযোগ দেয়নি। আমি যা বলি, তাই করি।' এখানেই শেষ নয়, নির্বাচনে জয়ী হলে এই মাসিক অনুদান বাড়িয়ে ২ হাজার টাকা করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।

তামিলনাড়ুর প্রধান বিরোধী দল এআইএডিএমকে এই পদক্ষেপকে 'ভোট কেনার চেষ্টা' বলে কটাক্ষ করলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রভাব ব্যাপক। এই ঘটনাকে স্ট্যালিনের 'ছক্কা' বলে বর্ণনা করছেন তাঁর সমর্থকরা। পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ পরিবারের কাছে সরাসরি টাকা পৌঁছে দিয়ে স্ট্যালিন শুধু গ্রামীণ ভোটব্যাংক নয়, বরং অভিনেতা বিজয়ের রাজনৈতিক দলের দিকে ঝুঁকতে থাকা তরুণ প্রজন্মের মহিলাদেরও নিজের দিকে টেনে নিলেন।

মহারাষ্ট্র ও বিহারের মতো রাজ্যগুলিতে ভোটের আগে বড় অঙ্কের অর্থসাহায্যের নজির দেখা গিয়েছিল। তবে তামিলনাড়ুতে স্ট্যালিন যেভাবে ভোরের স্তব্ধতাকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীদের কোনও সুযোগ না দিয়ে এই 'অপারেশন' চালালেন, তা নির্বাচনি ইতিহাসে এক নতুন রণকৌশল হয়ে থাকবে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

বয়কট বিতর্ক নয়, ক্রিকেটে ফোকাস চান মুরলী

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৩ ফেব্রুয়ারি : শর্ত ছিল একটাই- 'বয়কট' নিয়ে কোনও প্রশ্ন নয়। কিন্তু কথার পিঠে কথা, আর তাতেই বেরিয়ে এল আসল সত্যিটা। রবিবার কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারত-পাকিস্তান মহারণ। তার আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদের একান্ত আড্ডায় খোলামেলা শ্রীলঙ্কান স্পিন লেজেন্ড মুথাইয়া মুরলীধরন। ফোন ধরে নিজেই কথা বললেন। সূর্যকুমার যাদবের ভারতকে ফেভারিট বাছলেন, আবার হুঁশিয়ারিও দিলেন পাকিস্তানকে হালকাভাবে না নিতে।

এক নজরে মুরলীর 'গুগলি'

ফেভারিট কে? সোজা ব্যাটে মুরলী বললেন, 'অবশ্যই ইন্ডিয়া।' টি২০ ফর্ম্যাটে টিম ইন্ডিয়ার বর্তমান আগ্রাসী মনোভাব আর ধারাবাহিকতা দেখে সূর্যকুমারদেরই এগিয়ে রাখছেন তিনি। তবে সতর্কবার্তা- 'ভারত-পাক ম্যাচ মানেই সব হিসেব উলটে যাওয়া। নির্দিষ্ট দিনে কেউ একজন জ্বলে উঠলেই ম্যাচের ভাগ্য বদলে যাবে!'

বয়কট বিতর্ক

খেলার মাঠে রাজনীতি? প্রথমে এড়িয়ে যেতে চাইলেও পরে স্বীকার করলেন, মাঠের বাইরের উত্তাপ মাঠেও ছড়াবে। মুরলীর কথায়, 'ক্রিকেট দুনিয়ার সেরা ম্যাচের আগে এই বয়কট বিতর্ক না হলেই ভালো হত। রাজনীতির ছায়া ক্রিকেটে আমার একদম পছন্দ নয়।' তবে মানছেন, এই বিতর্ক রবিবারের ম্যাচের ঝাঁঝ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

স্পিন ওয়ার ও 'মিস্ট্রি' উসমান

রবিবার কলম্বোয় লড়াইটা হবে স্পিনে-স্পিনে। পাকিস্তানের নতুন সেনসেশন উসমান তারিককে নিয়ে প্রচুর হাইপ, কিন্তু মুরলী এখনই তাঁকে 'হিরো' মানতে নারাজ। তাঁর সাফ কথা, 'একটা ম্যাচ দেখে বিচার নয়। রবিবার ভারতের শক্তিশালী ব্যাটিং লাইন-আপের সামনেই উসমানের আসল পরীক্ষা।'

অসুস্থ অভিষেক ও ভারতের বেঞ্চ

অভিষেক শর্মার অসুস্থতা নিয়ে চিন্তা নেই মুরলীর। তাঁর মতে, ভারতীয় দলের বেঞ্চ স্ট্রেংথ এতটাই সলিড যে, পরিস্থিতি সামলানোর মতো ব্যাটারের অভাব হবে না।

বুমরাহ ফ্যাক্টর

সবাই যখন স্পিন নিয়ে ব্যস্ত, মুরলী বাজি ধরলেন পেসের ওপর। তাঁর মতে, ম্যাচের এক্স-ফ্যাক্টর জসপ্রীত বুমরাহ। 'বুমরাহ জানে কোন পিচে কী করতে হয়। ও যদি একাই পাকিস্তানের ব্যাটিং ধসিয়ে দেয়, আমি অন্তত অবাক হব না,' আত্মবিশ্বাসী মুরলী।

সেমিফাইনালিস্ট কারা?

জ্যোতিষী নন, তবু অভিজ্ঞতার বিচারে মুরলীর বাজি- ভারত, শ্রীলঙ্কা, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কাকেও তিনি শক্তিশালী মনে করছেন।

পিচ বিতর্ক

কলম্বোর স্লো পিচ নিয়ে আইসিসি-র দিকেই বল ঠেলে দিয়ে সেফ খেললেন স্পিন জাদুকর। বললেন, 'পিচ নিয়ে আমি আর কী বলব। কিছু বললে আবার বিতর্কও হয়। তাছাড়া বিশ্বকাপ তো আইসিসি-র প্রতিযোগিতা। পিচের দায়িত্ব তো আইসিসি কিউরেটরের। আমার কিছুই বলার নেই।'

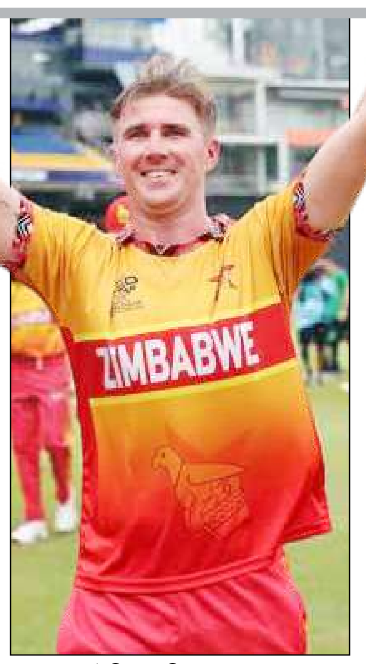

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের পর জিম্বাবোয়ের ব্র্যাড ইভান্স। কলম্বোয়।

জিম্বাবোয়ের কাছে হার অজিদের

৪ উইকেট নিয়ে জিম্বাবোয়ের জয়ের কারিগর ব্লেসিং মুজারাবানি।

জিম্বাবোয়ে -১৬৯/২
অস্ট্রেলিয়া-১৪৬ (১৯.৩ ওভারে)

কলম্বো, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কুড়ি বিশের বিশ্বযুদ্ধে দুই দশক আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি।

বছর কুড়ি আগে টি২০ বিশ্বকাপ অভিষেকে অস্ট্রেলিয়াকে ৫ উইকেটে হারিয়েছিল জিম্বাবোয়ে। শুক্রবার আরও একবার সেই অজিদেরই ২৩ রানে হারাল সিকান্দার রাজার দল। মঞ্চটা একই, টি২০ বিশ্বকাপ।

এদিন শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে দেখা যায় জিম্বাবোয়ের ব্রায়ান বেনেট ও তাদিওয়ানাশে মারুমানিকে। ২১ বলে ৩৫ করে মার্কাস স্টোয়িনিসের বলে আউট হন মারুমানি। এরপর রায়ান বার্লের সঙ্গে জুটিতে আরও ৭০ রান যোগ করেন বেনেট। জিম্বাবোয়ের হয়ে সেরা ব্যাটিং করেন বেনেটই। ৫৬ বলে ৬৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেন তিনি। ৩৫ রান করেন রায়ান। ২০ ওভারে ১৬৯ রান করে জিম্বাবোয়ে।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে অস্ট্রেলিয়া। ২৯ রানে ৪ উইকেট খুঁইয়ে প্রবল চাপে পড়ে যায় তারা। সেই জায়গা থেকে দলকে টেনে তোলার চেষ্টা করেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও ম্যাট রেনশ। ম্যাক্সওয়েল অবশ্য ৩১ রান করেন ৩২ বল খেলে। উলটোদিকে রেনশর ৪৪ বলে ৬৫ রানের ইনিংসের মানই রইল না। ১৪৬ রানে অলআউট হয়ে যায় অজি বাহিনী। জয়ের দিনেই বড় ধাক্কা খেয়েছে জিম্বাবোয়ে। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছেন ব্রেন্ডন টেলর। পরিবর্ত হিসেবে বেন কুরানকে দলে নিয়েছে তারা।

ইডেনে আজ স্কটিশ বিপ্লবের হুংকার

প্র্যাকটিসের ফাঁকে সৌরভের 'ক্লাসে' সল্টরা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : ক্রিকেট ঐতিহ্যে প্রায় আসমান-জমিন পার্থক্য।

ইংল্যান্ডের পাশে কার্যত 'লিলিপুট' বলা চলে স্কটল্যান্ডকে। যদিও ক্রীড়াক্ষেত্রে দুই প্রতিবেশির লড়াইয়ের ইতিহাস বেশ পুরোনো। কাকতালীয়ভাবে যে ইংল্যান্ড-স্কটিশ ক্রীড়া-যুদ্ধের শরিক 'সিটি অফ জয়' কলকাতাও। তাও প্রায় দেড়শো বছর আগে। সালটা ১৮৭২! রাগবি টুর্নামেন্ট 'ক্যালকাটা কাপ'-এ মুখোমুখি হয়েছিল দুই দেশ।

বেশ কয়েক বছর চলেও ক্যালকাটা কাপ। আগামীকাল টি২০ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড-স্কটিশ ক্রিকেটীয় যুদ্ধের আবহে দেড় শতাধিক বছর পুরোনো ইতিহাসের স্মৃতি রোমন্থন করতে দেখা গেল স্কটল্যান্ডের জোরে বোলার ব্র্যাড হুইল। বাইশ গজে লড়াইয়ে পিছিয়ে থাকলেও ক্রীড়াক্ষেত্রে চিরপ্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের তাগিদটা ফুটে বেরোচ্ছিল তাঁর কথায়।

দুই দলের কাছে জিততে হবে পরিস্থিতি। স্কটল্যান্ডের মতো ইংল্যান্ড দুটি ম্যাচে একটিতে জিতেছে, একটিতে হার। নেপালের বিরুদ্ধে কোনওক্রমে জিতেছে হ্যারি ব্রুক ব্রিগেড। ক্যারিবিয়ানের ধাক্কায় দ্বিতীয় ম্যাচে পা হড়কানো। আগামীকাল হার মানে সুপার এইটের রাস্তা আরও জটিল। জিতে রাস্তাটা খোলা রাখার ম্যাচে কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমি ছাড়ার মুডে থাকবে, সেটাই প্রত্যাশিত। দুপুরে ঘন্টা তিনেকের পুরোদস্তুর প্রস্তুতি সারে স্কটিশরা। সন্ধেয় ইংল্যান্ড।

গত সপ্তাহ দুয়েক ধরে কলকাতায় রয়েছে স্কটল্যান্ড। গোটা দুয়েক ম্যাচও খেলেছে ইডেনে। ফলে ইডেনের পরিস্থিতি, পিচ সম্পর্কে হাতেগরম অভিজ্ঞতা নিয়ে তৃতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে রিচি বেরিংটনের দল। ইংল্যান্ডের সামনে সেখানে গত ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারের ক্ষত সরিয়ে জয়ের ট্র্যাকে ফেরার চ্যালেঞ্জ।

স্কটিশ-হার্ডল টপকাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের একাদশেই ভরসা রাখছে ব্রেন্ডন ম্যাককুলামরা। দল অপরিবর্তিত থাকছে— এদিনই ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। ফিল সল্ট, জোস বাটলার, জেকব বেথেল, টম ব্যান্টন, হ্যারি ব্রুক (অধিনায়ক), স্যাম কুরান, উইল জ্যাকস, লিয়াম ডসন, জেমি ওভারটন, জেমি ওভারটন, জোফ্রা আর্চার্র, আদিল রশিদ।

চেনা ইডেন গার্ডেন্সে ঝড় তোলার আগে ব্যাট-বলে টাচ ঠিক করে নিচ্ছেন ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। ছবি : ডি মণ্ডল

ধারেভারে শক্তিশালী দল। যার পাশে অনেকটাই পিছিয়ে। তবে হঠাৎ পাওয়া সুযোগে, প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে এখনও পর্যন্ত স্কটল্যান্ড কিন্তু ছাপ রেখেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারলেও লড়াই করেছিল। ইতালির বিরুদ্ধে দাপুটে জয়। স্কটিশদের প্লাসপয়েন্ট, দলের একঝাঁক ক্রিকেটার কাউন্টি ক্রিকেট খেলে। সাংবাদিক সম্মেলনে বসে হ্যাম্পশায়ারের হয়ে কাউন্টি খেলা ব্র্যাড হুইল বলেও দিলেন, যা কালকের ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নীলনকশা তৈরিতে কাজে আসবে।

ইংল্যান্ড কিন্তু সতর্ক। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপে ভারত থেকে খালি হাতে ফিরেছিল বেন স্টোকসের দল। চলতি টি২০ বিশ্বকাপে সেই আশঙ্কা। কাল স্কটল্যান্ডের মন্থর গতির বোলারদের বিরুদ্ধে ফিল সল্টদের 'বুম বুম' ব্যাটিং কতটা ঝড় তোলে শনিবাসরীয় নন্দনকাননে, তার ওপর ম্যাচের ভাগ্য অনেকাংশে নির্ভর করবে।

রাতে ইডেন ছাড়ার আগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে লম্বা 'সেশন' সল্টের। প্রথমে সঙ্গী ছিলেন আদিল রশিদও। পরে সৌরভের 'ক্লাসে' একান্তে কেকেআরের প্রাক্তন তারকা ইডেনে একাধিক চোখ ধাঁধানো ইনিংস খেলা সল্ট। আগামীকাল মহারাজের ক্লাস থেকে পাওয়া 'টিপস' কতটা কাজে লাগাতে পারেন ইংরেজ ওপেনার, চোখ থাকবে।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে ফেরা যাক। ২০১৮-তে ওডিআই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছিল স্কটল্যান্ড। ২০২৪-এর টি২০ বিশ্বকাপে দুই দলের ম্যাচ ভেস্তে যায়। যে পয়েন্ট ভাগাভাগি কাপ দৌড় থেকে ছিটকে দেয় ইংল্যান্ডকে। আগামীকাল? আশা-আশঙ্কার দোলাচল। শেষ হাসি কে হাসে সেটাই দেখার।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

আয়ারল্যান্ড বনাম ওমান
সকাল ১১টা, কলম্বো

ইংল্যান্ড বনাম স্কটল্যান্ড
বিকাল ৩টা, কলকাতা

নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
সন্ধ্যা ৭টা, আহমেদাবাদ

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

অ্যাটলেটিকো ঝড়ে বিধ্বস্ত বার্সেলোনা

মাদ্রিদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : প্রথমার্ধেই চার গোল হজম!

পরিসংখ্যান বলছে, ম্যাচের ৬৫ শতাংশ বল দখলই হ্যান্সি ফ্লিকের ছেলেদের পক্ষে। এমনকি সবচেয়ে বেশি গোলমুখী শট তারাই নিয়েছে। কিন্তু ম্যাচের ফল, অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ৪-০ গোলে জয়ী। কোপা ডেল রে সেমিফাইনালের প্রথম লেগে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ কার্যত বার্সেলোনাকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে আছড়ে ফেলেছে। ম্যাচের ৭ মিনিটেই আত্মঘাতী গোল করে বসেন এরিক গার্সিয়া। যদিও গোলটির জন্য বার্সা গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়াই দায়ী। এরিক গার্সিয়ার একটি নিরীহ ব্যাক পাস রিসিভ করতে গিয়ে বল পায়ের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেন হুয়ান।

৭ মিনিট পরে দ্বিতীয় গোল হজম করে বার্সেলোনা। এবার গোলস্কোরার আতোয়াঁ গ্রিজম্যান। বক্সের মধ্যে ডিফেন্ডার নাহুয়েল মোলিনার পাস ধরে বাঁ পায়ে ফিনিশ করেন তিনি। ৩৩ মিনিটে হুলিয়ান আলভারেজের পাস থেকে গোল করেন আদেমোলা লুকম্যান। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে চতুর্থ গোল আলভারেজের। লুকম্যানের পাস থেকে দুরন্ত শটে বার্সার জাল কাঁপিয়ে দেন তিনি।

প্রেমাদাসায় 'ধুরন্ধর' ধামাকা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৩ ফেব্রুয়ারি : 'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, ইউ আর নট রেডি ফর দিস!' সোশ্যাল মিডিয়ায় রিলস স্ক্রল করলে যার গান এখন লুপে বাজছে, সেই গ্লোবাল সেনসেশন 'হনুমানকাইন্ড' এখন কলম্বোয়! রবিবারের হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়াম কাঁপাতে আসছেন 'বিগ ডগ'। আইসিসি আর থাম্বস আপের উদ্যোগে ম্যাচের আগেই একদফা অ্যাড্রিনালিন রাশ গ্যারান্টেড।

খবর যা পেয়েছি, হনুমানকাইন্ড একা নন, সঙ্গে থাকছে তাঁর ডান্স ট্রুপ। সূর্যকুমার যাদব আর সলমন আলি আঘারা মাঠে নামার আগেই গ্যালারি গরম করে দেবেন 'ধুরন্ধর' গায়ক। ভারত-পাক ম্যাচ মানেই টানটান উত্তেজনা, আর তার সঙ্গে এই হিপহপ তড়কা— দর্শকদের জন্য একদম ফুল প্যাকেজ এন্টারটেইনমেন্ট।

তবে বিনোদনের পাশাপাশি নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা স্টেডিয়াম চত্বর। একে ভারত-পাক ম্যাচ, তায় কলম্বো। শ্রীলঙ্কার দুই হাজার পুলিশকর্মীর সঙ্গে নামানো হচ্ছে এলিট কমান্ডো ফোর্স। মাছি গলে যাওয়ার জো নেই। রবিবারের কলম্বো এখন তৈরি এক মহাযুদ্ধের সাক্ষী হতে— গানে, নাচে এবং অবশ্যই ক্রিকেটে!

রাজস্থানের অধিনায়ক রিয়ান

জয়পুর, ১৩ ফেব্রুয়ারি : আইপিএলে নয়া অধিনায়ক হিসেবে রিয়ান পরাগের নাম ঘোষণা করল রাজস্থান রয়্যালস। সঞ্জু স্যামসন বিদায় নেওয়ার পর অধিনায়ক কে হবেন, সেই নিয়ে জল্পনা ছিল। কোচ কুমার সাঙ্গাকারার ইচ্ছাতেই রিয়ানের হাতে দলের দায়িত্ব দেওয়া হল।

কলম্বোয় পাকিস্তানের 'স্পিন-ফাঁদ'

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলম্বো, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কলম্বোর ভ্যাপসা গরম আর ভারত-পাক ম্যাচের উত্তাপ- দুটো মিলেমিশে শুক্রবার আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের বাতাস যেন ভারী। প্রেস বক্সে বসে ল্যাপটপ খোলার আগেই মাঠের দিকে তাকাতে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। নেটের পিচে স্টাম্পের দুই পাশে দুটো দড়ি টানটান করে বাঁধা। আর সেই দড়ির মাঝখানের সরু গলিটা লক্ষ্য করে বল ছুড়ে যাচ্ছেন পাকিস্তানের দুই 'রহস্যময়' চরিত্র- আবরার আহমেদ আর সাইম আইয়ুব।

রবিবার কলম্বোয় মহারণ। কিন্তু গত কয়েক বছরে ভারত-পাক লড়াইয়ের সেই ঝাঁঝ কি আর আছে? পরিসংখ্যান তো বলছে, এটা এখন আর লড়াই নয়, ভারতের একপেশে দাদাগিরি। বিশ্বকাপ বা এশিয়া কাপ- সব জায়গাতেই ভারতের জয়জয়কার। কিন্তু এবারের কলম্বোর গল্পটা একটু অন্যরকম। ম্যাচের আগে বয়কট-নাটক, আইসিসি-র সঙ্গে পাকিস্তানের দড়ি টানাটানি- সব মিলিয়ে মাঠের বাইরের রাজনীতি ঝিমিয়ে পড়া দ্বৈরথে ফের বারুদ ঢেলে দিয়েছে।

তবে আসল বারুদটা বোধহয় জমছে ওই বাইশ গজে। আজ সকালেই কথা হচ্ছিল 'ক্যারম বল'-এর জনক অজন্তা মেন্ডিসের সঙ্গে। প্রেমাদাসার এই শুকনো পিচকে মেন্ডিস চেনেন নিজের হাতের তালুর মতো। তাঁর সোজাসাপ্টা কথা, 'এই উইকেটে আবরার আর সাইম কিন্তু ভারতের জন্য বড় ফাঁদ হতে পারে। পিচ শুকনো, বল স্কিড করবে।

এক সময় অনিচ্ছুক বোলার সাইম আয়ুব এখন বোলিং করছেন পাওয়ার প্লে-তে।

আর ঠিক এই জায়গাতেই ব্যাক-স্পিন দেওয়া ক্যারম বল ব্যাটারদের রাতের ঘুম কাড়তে পারে।' মেন্ডিসের গলায় সেই পুরোনো আত্মবিশ্বাস, যেন মনে করিয়ে দিচ্ছেন কীভাবে একসময় তিনি নিজেই এই মাঠে ভারতীয় ব্যাটিং লাইনআপকে নাস্তানাবুদ করেছিলেন।

পাকিস্তান শিবিরও এবার তৈরি। সাইম, যিনি একসময় অনিচ্ছুক বোলার ছিলেন, আজ তিনি দলের অন্যতম ট্রাম্পকার্ড। নেটে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বল করে তিনি এখন এতটাই নিখুঁত যে পাওয়ার প্লে-তেও সলমন আলি আঘা তাঁর হাতে বল তুলে দিচ্ছেন। আর আবরার? এশিয়া কাপে ভারতের কাছে মার খাওয়ার পর এই 'হ্যারি পটার' নিজেকে বদলে ফেলেছেন। বরুণ চক্রবর্তীর মতো সাইড-স্পিন যোগ করে তিনি এখন আরও ভয়ংকর।

ভারতীয় ব্যাটাররা হয়তো ভাবছেন মহম্মদ নওয়াজকে টার্গেট করবেন, কিন্তু সলমনরা জানেন- আসল খেলাটা খেলবেন ওই দুই রহস্য স্পিনার। ভারতের টপ অর্ডারে বাঁহাতিদের ভিড়, আর ঠিক সেখানেই দুইদিকে বল ঘোরানোর ক্ষমতা রাখা সাইম ও আবরার বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারেন।

কলম্বোর বাতাসে এখন শুধুই রবিবারের অপেক্ষা। একদিকে ভারতের ব্যাটিং দম্ভ, অন্যদিকে পাকিস্তানের নতুন বোনা স্পিনের মাকড়সা-জাল। পরিসংখ্যান ভারতের পক্ষে থাকতে পারে, কিন্তু প্রেমাদাসার বাইশ গজ আর কলম্বোর এই গুমোট গরমে রবিবারের সন্ধেটা যে স্রেফ ক্রিকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, তা হলফ করে বলা যায়। লড়াইটা এবার স্নায়ুর, আর সেই সঙ্গে একটুখানি 'রহস্যের'।

এশিয়া কাপের দুঃস্বপ্ন ভুলে তূণে নতুন অস্ত্র জুড়েছেন আবরার আহমেদ।

চেনা ইডেনে ঝড় তুলতে চান সল্ট

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : টেস্টে বাজবল। টি২০ সুলভ মেজাজে ব্যাট ঘোরাতে অভ্যস্ত ব্রেন্ডন ম্যাককুলামরা। যদিও কুড়ির ক্রিকেটে ছবিটা অন্যরকম দু'বারের বিশ্বজয়ীদের। চলতি বিশ্বকাপে গ্রুপ লিগের জোড়া ম্যাচে এখনও পর্যন্ত নিজেদের নামের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ।

নেপালের বিরুদ্ধে হারতে হারতে মুখরক্ষা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে হার। যা স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'জিততে হবে' পরিস্থিতির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। চাপ পরিষ্কার ইংল্যান্ড শিবিরে। বিকেলের সাংবাদিক সম্মেলনে এসে ফিল সল্ট বলেও দিলেন, 'ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হার ধাক্কা দলের জন্য। আমরা হতাশ। তবে ওরা ভালো খেলেছে। যোগ্য দল হিসেবে জিতেছে। আমাদের সামনে অবশ্য এখনও দরজা খোলা রয়েছে, যা হাতছাড়া করতে রাজি নই আমরা।'

শনিবাসরীয় ইডেনে স্কটল্যান্ডের ম্যাচকে ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ হিসেব দেখছ ইংল্যান্ড। ব্যাটিংয়ে মেরামতির কথাও সল্টের মুখে। অধিনায়ক হ্যারি ব্রুকের কথার রেশ ধরে ইংরেজ ওপেনার জানান, মিডলওভারে ইনিংসের গতি বজায় রাখতে না পারার খেসারত অতীতে দিতে হয়েছে। চলতি বিশ্বকাপেও যা জারি। সল্টের বিশ্বাস, স্কটিশদের বিরুদ্ধে যে সমস্যার কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

'মেন্টর' গম্ভীরকে কৃতিত্ব

ইডেনে একাধিক দুরন্ত ইনিংস খেলা সল্ট পাওয়ার প্লেতে ঝড় তুলে রিংটোন সেট করে দিতে চান। আইপিএলে কেকেআরের হয়ে খেলার সুবাদে ইডেন সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চান। দলের একাধিক ক্রিকেটার খেলেছেন কলকাতায়। পূর্ব যে অভিজ্ঞতা কালকের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে 'এক্স ফ্যাক্টর' হবে বলেও মনে করছেন।

> নাইট রাইডার্সে খেলার সময় মেন্টর গম্ভীরের নির্দেশ, ব্যাটিং দর্শন আমাকে আরও ধারালো, পরিণত ক্রিকেটার হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। আমার কেরিয়ারে গম্ভীরের অবদান অনস্বীকার্য। তবে কাল নতুন মঞ্চ। জার্সি আলাদা। একেবারে বিশ্বকাপের টক্কর।
>
> -ফিল সল্ট

ইডেন, কেকেআর প্রসঙ্গেই প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন গৌতম গম্ভীরকে। সল্টের কথা, নাইটদের খেলার সময় 'মেন্টর' গম্ভীরের নির্দেশ, ব্যাটিং দর্শন তাঁকে আরও ধারালো, পরিণত ক্রিকেটার হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। তাঁর কেরিয়ারে গম্ভীরের অবদান অনস্বীকার্য। তবে কাল নতুন মঞ্চ। জার্সি আলাদা। একেবারে বিশ্বকাপের টক্কর। নতুনভাবে পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাটিং পরিকল্পনা ঠিক করতে চান।

স্কটল্যান্ড ব্রিগেডও খুব একটা অচেনা নয় ইংল্যান্ডের কাছে। সল্টের কথায়, ওদের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে খেলার সুবাদে দলটা সম্পর্কে একটা ধারণা রয়েছে। আর কোনও ম্যাচকে হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই। কারণ, স্কটল্যান্ড মুখিয়ে থাকবে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে অঘটন ঘটাতে। কাল যা রুখে সুপার এইটের দৌড়ে টিকে থাকার ম্যাচ। সল্টের বিশ্বাস, চাপের মুখে সেরা খেলাটা বের করে আনতে সক্ষম হবে টিম ইংল্যান্ড।

অভিমন্যুদের পরীক্ষা নিতে চান আকিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৩ ফেব্রুয়ারি : মাঝে একটা দিন।

রবিবার সকালে রনজি ট্রফির ফাইনালের টিকিট আদায়ের দ্বৈরথে কল্যাণীতে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখোমুখি হবে অভিমন্যু ঈশ্বরণের বাংলা।

এদিন সকালে যার পুরোদস্তুর প্রস্তুতি সারলেন মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদরা। প্রথমে ফুটবল নিয়ে গা ঘামানো। তারপর চুটিয়ে নেট সেশনে ব্যাটিং, বোলিং অনুশীলন। লম্বা সেশন হলেও রীতিমতো ফুরফুরে মেজাজে বাংলা দল। টানা ক্রিকেটের ক্লান্তি সরিয়ে সেমিফাইনালের টক্করের প্রস্তুতি সেরে নেওয়া।

কল্যাণীতে পৌঁছে এদিন প্রথম অনুশীলন করল প্রতিপক্ষ জম্মু ও কাশ্মীরও। সকাল নয়টা থেকে শুরু যে প্র্যাকটিসে তুরীয় মেজাজে নেটে বল ছোটানো আকিব নবি পরে হুংকারও দিয়ে রাখলেন বাংলার ব্যাটারদের জন্য। হার্ড, ঘাসের পিচে পেস ব্রিগেডকে হাতিয়ার করতে চাইছে বাংলা। যার জবাব নবিও দিতে চান সুইং-পেসেই।

ফুরফুরে মেজাজে বাংলা

জম্মুর সাফল্যের অন্যতম কারিগর নবি জানান, পিচ নিয়ে ভাবছেন না। উইকেট যে রকমই হোক না কেন, লাইন-লেংথে বাজিমাত করতে চান। নবির যুক্তি, যেহেতু খোলা মাঠ। হাওয়ার সুবিধা মিলবে সুইং বোলারদের। যার ফায়দা হাতছাড়া করতে রাজি নন। শুধু বোলিং নয়, ব্যাটিংয়েও চলতি রনজি অভিযানে দলকে ভরসা জোগাচ্ছেন। সেঞ্চুরিও রয়েছে। লক্ষ্মীরতন শুক্লাদের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠতে পারেন রবিবার শুরু দ্বৈরথে।

এদিন বেশ কিছু সময় ধরে রোলার চলল মাঝ পিচে। যতটা সম্ভব হার্ডপিচ তৈরির ভাবনা পরিষ্কার। আর যে পিচে মহম্মদ সামির উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। শুক্রবার রাতের দিকে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা সামির। শনিবার গা ঘামিয়ে ম্যাচের মোডে ঢুকে পড়বেন। আকাশ দীপ, মুকেশের সঙ্গে সামি— পেস ত্রয়ীর ওপর অনেকাংশে নির্ভর করবে বাংলার ফাইনাল লক্ষ্যপূরণ।

আজ জামশেদপুর যাচ্ছে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও শেষপর্যন্ত আইএসএলে খেলতে নামছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। রবিবার জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ দিয়ে এবারের আইএসএল অভিযান শুরু করছে সাদা-কালো শিবির। প্রতিপক্ষ দলে ছয় বিদেশি থাকলেও মহমেডান এবারে বিদেশিহীন। দলে সেই অর্থে কোনও অভিজ্ঞ ফুটবলার নেই। উলটে জুয়েল আহমেদ মজুমদার, যশ চিকারো, ম্যাক্সিওন, শুভদীপ পণ্ডিতের মতো একঝাঁক ফুটবলার প্রথমবার ভারতীয় ফুটবলের সর্বোচ্চ লিগ খেলতে নামবেন।

তবে মহমেডানের মূলশক্তি কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ুর মগজাস্ত্র। ক্লাবের প্রতি আবেগে এবার শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ভাঙা দল নিয়েই কলকাতা লিগ ও সুপার কাপে লড়াই করেছিলেন তিনি। এবারও ভারতীয় ব্রিগেড নিয়েই আইএসএলে ভালো কিছু করে দেখাতে মরিয়া সাদা-কালো কোচ।

শুক্রবার অনুশীলনে ফিজিকাল ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি সেটপিস অনুশীলনে নিজেদের ডুবিয়ে দিয়েছিলেন সাদা-কালো শিবিরের খেলোয়াড়রা। রক্ষণ জমাট রেখে আক্রমণের ভাবনা রয়েছে কোচ মেহরাজউদ্দিনের। শনিবার সকালে অনুশীলন করে দুপুরেই জামশেদপুর রওনা দেবে মহমেডান। গতবারের দলটিকেই মোটামুটি ধরে রেখেছে সাদা-কালো শিবির। দলে নতুন মুখ বলতে হিরা মণ্ডল, ফারদিন আলি মোল্লা, জুয়েল আহমেদ মজুমদার।

গম্ভীর স্পিন-চক্রব্যূহে সাজাচ্ছেন ভারতকে

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৩ ফেব্রুয়ারি : আকাশটা আজ বেশ মুডি। সকালের ঝলমলে রোদ দুপুরের পরেই উধাও, এখন সেখানে হালকা মেঘের আনাগোনা। গতরাতে যখন ল্যান্ড করলাম, বৃষ্টি স্বাগত জানিয়েছিল। শুক্রবার রাতে টিম ইন্ডিয়ার চার্টার্ড ফ্লাইট যখন কলম্বোয় 'টাচ ডাউন' করল, তখন অবশ্য আকাশ পরিষ্কার।

নিম্নচাপের পূর্বাভাস

কিন্তু রবিবারের আবহাওয়ার পূর্বাভাস শুনে কপালে ভাঁজ পড়তে বাধ্য। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে, আর সেটা রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় ভারত-পাক ম্যাচে ভিলেন হয়ে দাঁড়াতে পারে। বয়কট-নাটক শেষে ম্যাচটা হচ্ছে, এটাই অনেক। এখন বৃষ্টি বাদ না সাধলেই হল।

তবে মাঠের বাইরের উত্তাপের চেয়েও বেশি গরম খবর টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে। আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামের পিচ যে স্লো হবে, সেটা আজ জিম্বাবোয়ের কাছে অস্ট্রেলিয়ার হার দেখেই পরিষ্কার। বল থমকে আসছে, ব্যাটে আসছে না। আর এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চাইছে ভারতীয় থিংকট্যাংক।

এক্সক্লুসিভ খবর হল, রবিবার হয়তো চার স্পিনার নিয়ে নামছে ভারত! হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন। কুলদীপ যাদব আর ওয়াশিংটন সুন্দরকে প্রথম একাদশে দেখা যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। সেক্ষেত্রে অক্ষর প্যাটেল আর বরুণ চক্রবর্তীর সঙ্গে মিলে তৈরি হবে স্পিনের দুর্ভেদ্য চতুর্ভুজ। কপাল পুড়তে পারে রিঙ্কু সিং বা অর্শদীপ সিংয়ের। অন্যদিকে, সঞ্জু স্যামসনের জায়গায় অভিষেক শর্মার খেলা প্রায় পাকা। গতরাতে দিল্লি থেকে জিতেই বরুণ যা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আজ অভিষেকের দলের সঙ্গে যোগ দেওয়া সেই জল্পনাতেই সিলমোহর দিল।

সূর্যকুমার বনাম সলমন আলি আঘা- দুই অধিনায়কের ট্যাকটিকাল ওয়ার দেখার জন্য মঞ্চ প্রস্তুত। এখন শুধু নিম্নচাপ সরে গিয়ে কলম্বোর আকাশ পরিষ্কার হলেই 'গেম অন'!

নামিবিয়া ম্যাচের পর অভিষেক শর্মার পরিবারের সঙ্গে ঈশান কিষান।

বরুণ চক্রবর্তীর রহস্যভেদ করার দাবি তুলেছেন সাহিবজাদা ফারহানরা।

রহস্য বনাম ম্যাজিক : কলম্বোয় স্নায়ুযুদ্ধ

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলম্বো, ১৩ ফেব্রুয়ারি : দৃশ্যটা ভাবুন একবার। রান-আপ নিচ্ছেন বোলার, দৌড়ে এলেন, কিন্তু বল রিলিজের ঠিক আগের মুহূর্তেই স্টপ! একদম স্ট্যাচু! কয়েক সেকেন্ডের ওই পজ, আর তারপরই হাত থেকে বেরোল 'রহস্যময়' ডেলিভারি। ব্যাটার সাহিবজাদা ফারহান বলটাকে গ্যালারিতে পাঠালেন বটে, কিন্তু এই 'পজ' নিয়ে হাসাহাসি থামছে না পাক শিবিরে।

উসমান তারিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বল হাতে ঝড় তোলার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভাইরাল' এই পাকিস্তানি মিস্ট্রি স্পিনার। রবিচন্দ্রন অশ্বিন তো বলেই দিয়েছেন, বোলার থামলে ব্যাটারও সরে দাঁড়াক! কিন্তু বিতর্ক ওই সব আইসিসি-র ফাইলে তোলা থাক, আসল খবর হল—রবিবারের হাইভোল্টেজ ম্যাচে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ট্রাম্পকার্ড হতে চলেছেন এই উসমানই। কোচ মাইক হেসন এসেই দলের খোলনলচে বদলে ফেলেছেন, আর সেই 'নিউ পাকিস্তান'-এর বাজি এখন তারিক।

উসমান তারিক বোলিং করতে এসে পজ নিলে ব্যাটারদের সরে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

তবে আসল 'ইনসাইড স্টোরি'টা পেলাম আজ দুপুরে, কলম্বোর গল ফেস রোডের সিনেমন লাইফ হোটেলে। চারদিকে 'জিয়ে জিয়ে পাকিস্তান' স্লোগান, লাহোর-করাচি থেকে আসা ফ্যানদের ভিড়। এরই মাঝে দেখা সাহিবজাদার সঙ্গে। ভারতীয় সাংবাদিক দেখেই মুচকি হেসে বললেন, 'আপনাদের বরুণ চক্রবর্তীর মিস্ট্রি কিন্তু আর মিস্ট্রি নেই। রহস্য আমরা ভেদ করে ফেলেছি বস! রবিবারের ম্যাচেই প্রমাণ পাবেন।'

খোঁজ নিয়ে জানলাম, কথাটা নেহাত ফাঁকা আওয়াজ নয়। পাক ড্রেসিংরুমে বরুণকে নিয়ে রীতিমতো পোস্টমর্টেম চলছে। হেসনের ভিডিও অ্যানালিস্ট গত কয়েকদিন ধরে বরুণের বোলিং অ্যাকশনের ছয়টা আলাদা অ্যাঙ্গেল বের করে ক্লাস নিচ্ছেন বাবর আজম-মহম্মদ রিজওয়ানদের। সোজা কথা, বরুণ বনাম উসমান—এই দুই স্পিন-রহস্যের লড়াইয়ে কে জিতবে, তার ওপরই দাঁড়িয়ে আছে রবিবারের মহারণ।

অবশ্য সব প্ল্যান ভেস্তে দিতে পারে কলম্বোর আকাশ। আবহাওয়া দপ্তর বলছে, রবিবার বিকেলের দিকে নিম্নচাপের ভ্রূকুটি। বরুণ দেব না বরুণ চক্রবর্তী— শেষ হাসি কে হাসবেন, সেটাই এখন দেখার!

আইএসএলে আজ
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম কেরালা ব্লাস্টার্স
সময় : বিকাল ৫টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও ফ্যানকোড অ্যাপ

চোট-আঘাতে ডিফেন্সই সমস্যা ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : চোট সমস্যায় জেরবার ইস্টবেঙ্গল।

সুপার কাপ ফাইনালে হারের পর ফের আগামী সোমবার মাঠে নামতে চলেছে অস্কার ব্রুজোঁর দল। তবে এবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরুতে মাঠের নামার আগেই চোট নিয়ে জেরবার লাল-হলুদ শিবির। কেভিন সিবিলে ইতিমধ্যেই চোট নিয়ে শহর ছেড়েছেন। চোট সারাতে তাঁর দেশে ফেরা, নিশ্চিতভাবেই দলের জন্য বড় ধাক্কা। যা খবর তাতে সিবিলে অন্তত সপ্তাহ চারেক তো নেই-ই। সেক্ষেত্রে আনোয়ার আলির সঙ্গে সেন্টার ব্যাক পজিশনে তাঁর যে বোঝাপড়া তৈরি হওয়ায় ডিফেন্স নিশ্ছিদ্র হয়েছিল, তার উপরেই পড়ে গেল এক বিরাট প্রশ্নচিহ্ন। তবে মহমেডানের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচে মাথায় চোট পাওয়া মহম্মদ রাকিপকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। আটটা সেলাইয়ের পরও বৃহস্পতিবার মাঠে আসেন তিনি। তবে প্রস্তুতিতে যোগ দিতে পারছেন না। তাঁকে মাঠে নামিয়ে বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাইছেন না কেউই। কারণ ফের একবার লেগে গেলে তা বিপদ বাড়িয়ে তুলতে পারে। ফলে ডিফেন্স নিয়ে নানারকম পারমুটেশন কম্বিনেশন করতে হচ্ছে অস্কারকে। স্টপারে সম্ভবত জিকসন সিংকে খেলানো হবে আনোয়ারের সঙ্গে। আর রাকিপ না খেলতে পারলে তাঁর জায়গায় লালচুঙ্গনুঙ্গা। লেফট ব্যাকে জয় গুপ্তাই খেলবেন।

মাঝমাঠে সমস্যা অনেকটাই কম। নাওরেম মহেশ সিংয়েরও চোট। প্রায় এক মাস তাঁকেও পাবে না দল। তবে এই পজিশনে অস্কারের হাতে প্রচুর পরিবর্ত আছে। এদিন রাতেই ষষ্ঠ বিদেশি অ্যান্টন সোলজবার্গের ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

হরমিতের চারে জয় মার্কিনদের

চেন্নাই, ১৩ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে জয়ের খাতা খুলল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। 'এ' গ্রুপের খেলায় শুক্রবার তারা ৯৩ রানে হারিয়েছে নেদারল্যান্ডসকে। প্রথমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬ উইকেটে ১৯৬ রান করে। সাইতেজা মুক্কামাল্লা ৫১ বলে রেখে এসেছেন ৭৯ রান। শুভম রঞ্জানে ২৪ বলে ৪৮ রানে অপরাজিত থাকেন। জবাবে নেদারল্যান্ডস ১৫.৫ ওভারে ১০৩ রানে অল আউট হয়। হরমিত সিং ২১ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। প্রথম দুই ম্যাচে ৪ উইকেট করে নেওয়া শ্যাডলে ভ্যান স্কালউইকের ঝুলিতে এদিন ৩ শিকার।

জয়ী সংযুক্ত আরব আমিরশাহি

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপে 'ডি' গ্রুপের খেলায় শুক্রবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ৫ উইকেটে জিতেছে কানাডার বিরুদ্ধে। প্রথমে কানাডা ৭ উইকেটে ১৫০ রান করে। হর্ষ ঠাকেরের অবদান ৫০ রান। জুনাইদ সিদ্দিকি ৩৫ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে আরব আমিরশাহি ১৯.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫১ রান তুলে নেয়। আরিয়াংশ শর্মা ৭৪ রানে অপরাজিত থাকেন। শোহেব খানের অবদান ৫১ রান। কাজে আসেনি সাদ বিন জাফরের (১৪/৩) প্রয়াস।

বাগানের খেতাব রক্ষার অভিযান শুরু আজ

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৩ ফেব্রুয়ারি : নতুন মরশুম, নতুন প্রত্যাশা।

দুই মাস আগেও ঘোর অনিশ্চয়তায় ডুবে ছিল এই মরশুমের ইন্ডিয়ান সুপার লিগ। তার ওপর গত ১৩ ডিসেম্বর মেসি কাণ্ডের পর যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের যা অবস্থা হয়েছিল, তাতে কখনওই মনে হয়নি এই মরশুমে আইএসএল হলেও ওই মাঠে ম্যাচ আয়োজন সম্ভব। সেই জায়গা থেকে শনিবার যুবভারতীর সবুজ ঘাসে ফের বল গড়াচ্ছে। তাও আইএসএলের উদ্বোধনী ম্যাচেই। মুখোমুখি হবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও কেরালা ব্লাস্টার্স।

খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ নিয়ে নামছে মোহনবাগান। সবুজ-মেরুন হেড কোচের হটসিটে বসে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচের আগে চাপটা ভালোই টের পাচ্ছেন সের্জিও লোবেরা। স্প্যানিশ কোচ যদিও জানালেন, চাপ উপভোগ করছেন তিনি। আইএসএলের ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হওয়ায় প্রায় সব দলই যে সময় কর্মসূচি বন্ধ করে দিয়েছিল তখনও অনুশীলন চালিয়ে গিয়েছে মোহনবাগান। ম্যানেজমেন্টের এই পেশাদার মানসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েই ফুটবলারদের পালটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন লোবেরা। তিনি বলেন, 'আমাদেরও প্রমাণ করতে হবে, খাতায়-কলমে নয় মাঠেও আমরাই সেরা দল।'

মরশুমের মাঝপথে দায়িত্ব নেওয়ায় দলে সেই অর্থে পরিবর্তনের সুযোগ পাননি লোবেরা। তবে স্প্যানিশ কোচ চেষ্টা করেছেন নিজের দর্শনেই দলকে তৈরি করতে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলারদের ভূমিকাও বদলেছে। কেরালা ম্যাচে অল্প হলেও চমক থাকতে পারে মোহনবাগানের প্রথম একাদশে। গোলের নিচে বিশাল কেইথ নিশ্চিত। শেষ মুহূর্তে লোবেরার পরিকল্পনায় রদবদল না হলে রক্ষণে শুরু করতে পারেন শুভাশিস বসু, আলবার্তো রডরিগেজ, মেহতাব সিং ও অময় রানওয়াডে। মাঝমাঠে আপুইয়া, অনিরুদ্ধ থাপা জুটি। সদ্য চোট সারিয়ে ফিরেছেন থাপা। সেকথা মাথায় রেখে সাহাল আব্দুল সামাদকেও খেলানো হতে পারে ওই জায়গায়। চমক থাকছে দুই প্রান্তে। অনুশীলনে যা ইঙ্গিত তাতে, লিস্টন কোলাসোকে হয়তো ডানদিকে খেলাবেন লোবেরা। বাঁ প্রান্তে রবসন রবিনহো। আক্রমণভাগে দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেন জুটি। চলতে হয়। সের্জিও কোচ হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমাকে এবং পুরো দলকে অনেকটা আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছেন।'

ডেভিড কাটালার কেরালা ব্লাস্টার্সও তৈরি হয়েই মাঠে নামছে। পাঁচ বিদেশি নিয়ে কলকাতায় এসেছে তারা। মোহনবাগান সেরা দল মেনে নিয়েও হুংকার ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি। কেরালা ম্যাচের আগে একটা বিষয়ে দলকে বারবার সতর্ক করে দিচ্ছেন লোবেরাও। এই মরশুমে মাত্র ১৩টা করে ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবে

আইএসএলের প্রথম ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের মুখোমুখি হওয়ার আগে প্রস্তুতিতে দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্সরা। ছবি : ডি মণ্ডল

মূলত দিমিকে কেন্দ্র করেই কেরালার রক্ষণ ভাঙার ঘুঁটি সাজিয়েছেন বাগানের স্প্যানিশ মায়েস্ত্রো। অথচ গত মরশুমের পর কার্যত হারিয়ে যেতে বসেছিলেন পেত্রাতোস। একটা সময় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে আলোচনাও শুরু হয় সবুজ-মেরুন শিবিরের অন্দরে। লোবেরা দায়িত্ব নেওয়ার পর অবশ্য ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছেন অজি তারকা। দিমিও বলছিলেন, 'প্রতিটা মরশুম আলাদা। ভালো-খারাপ দুটোকে সঙ্গে নিয়েই প্রতিটা দল। ফলে মোহনবাগানের জন্য খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জটা আরও কঠিন। লোবেরার স্পষ্ট বার্তা, 'এবার আমাদের ভুল করার সুযোগ কম। প্রথম ম্যাচ থেকেই সতর্ক থাকতে হবে। পরিস্থিতিটা সব দলের জন্যই এক। তাই কোনও অজুহাত দেওয়ার জায়গা নেই।'

আশা করা যাচ্ছে শনিবার দীর্ঘ অপেক্ষার পর শনিবার গ্যালারি ভরিয়ে দেবেন সবুজ-মেরুন সমর্থকরা। এপর্যন্ত প্রায় ত্রিশ হাজার টিকিট বিক্রি হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং :- ৬৯/১(৪)/ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা, তুফানগঞ্জ তারিখ ঃ- ১২/০২/২০২৬ ইং

তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার গ্যালারির নীচে ০২ (দুই) টি স্টল, যাহার পরিমাপ ২০ ফুট X ১২ ফুট, যাহার নম্বর যথাক্রমে - ৫নং ও ৬নং। মেয়াদি বন্দোবস্তসূত্রে স্টলের নিলাম ফর্ম বন্ধ খামের মাধ্যমে সংস্থার অফিস ঘরে আগামী ১৫/০২/২০২৬ ইং (রবিবার) হইতে ২১/০২/২০২৬ ইং (শনিবার) তারিখে বিকাল ৫.০০ টা হইতে সন্ধ্যা ৭.০০ টা সময়ের মধ্যে আহ্বান করা হইয়াছে। উক্ত প্রতিটি স্টলের জন্য ২০০০/- টাকা মূল্যের নিলাম ফর্ম ধার্য করা হইল (অফেরতযোগ্য)। উক্ত তারিখ ও সময়ের মধ্যে ফর্ম সংগ্রহ করিয়া বিকাল ৫.০০ টা হইতে সন্ধ্যা ৭.০০ টার মধ্যে সংস্থার অফিস ঘরে জমা করিতে হইবে। ফর্মের সাথে ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা প্রতিটি স্টলের জন্য ড্রাফট (Draft)-এর মাধ্যমে আর্নেস্ট মানি বা সিকিউরিটি মানি জমা করিতে হইবে। প্রতিটি স্টলের ন্যূনতম মূল্য ২০,০০,০০০.০০ (কুড়ি লক্ষ) টাকা ধার্য করা হইল।
সংযুক্তি ঃ- বিশদ শর্তাবলি ফর্মের সাথে জুড়ে দেওয়া হইবে।

(চানমোহন সাহা)
সাধারণ সম্পাদক
মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দীঘা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দীঘা - এর একজন বাসিন্দা দেবু রানা - কে 10.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 82E 15878 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারির প্রতি আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কারণ আমি ডিয়ার লটারির অসংখ্য কোটিপতির মধ্যে একজন হয়েছি। জীবন অনেক দিন ধরেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে, আমি স্বস্তি বোধ করছি, যে পুরস্কার জিতেছি তার অর্থ দিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। ডিয়ার লটারির প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন শ্রেয়ান সাহা। ছবি : জয়দেব দাস

বড় জয় নতুনপাড়ার

কোচবিহার, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে দেবীবাড়ি নতুনপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব ১৬৫ রানে হারিয়েছে বুড়িরপাট ক্লাব ও ব্যায়ামাগারকে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে নতুনপাড়া ৩৯.৪ ওভারে ২২৫ রানে অল আউট হয়। পৃথিবী সরকার ৭৭ ও ম্যাচের সেরা শ্রেয়ান সাহা ৫৫ রান করেন। শুভদীপ দে ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে বুড়িরপাট ২৮.৩ ওভারে ৬০ রানে গুটিয়ে যায়। অরূপ তালুকদারের অবদান ১৭ রান। কৌশিক দে ৮ রানে ২ উইকেট নেন। শনিবার খেলবে পিচেরডাঙ্গা যুব সংঘ ও দেওয়ানহাট কালীবাড়ি।